হেম—নলিনী।

(বিয়োগান্ত নাটক।)

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

"ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে।"

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৪

বিজ্ঞাপন।

আমি শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে হেম নলিনী নাটক, মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক নাটক এবং বীরবালা নাটক এই তিন খানি পুস্তকের গ্রন্থ-স্বত্ব (Copy-right) ক্রয় করিয়া নিজব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ করিলাম। এক্ষণ হইতে এই কএকখানি পুস্তকের টাইটেল পেজে ও কভারে "শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত" ব্যতীত গ্রন্থকারের অন্য কোন স্বত্ব রহিল না।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
প্রকাশক।

বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,
৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট--কলিকাতা।
১০ই ফাল্গুন, ১২৯০

সম্পাদকগণের অভিপ্রায়।

হেমনলিনী। "এ নাটকখানি আমাদিগের বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছে। ইহার গান এবং কবিতাগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে।"

অমৃতবাজার পত্রিকা, ২রা আশ্বিন, ১২৮১।

হেমনলিনী। "এ নাটকখানি পড়িতে সুখ বোধ হয়।"

বান্ধব, আশ্বিন ১২৮১।

হেমনলিনী। "ইহার গল্পটী সুগঠন-সম্পন্ন।"

জ্ঞানাঙ্কুর, কার্ত্তিক ১২৮১।

হেমনলিনী। "বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত, সদ্বিদ্বান, সুরুচিসম্পন্ন ও দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।" সাধারণী, ২২এ কার্ত্তিক ১২৮২।

HEMANALINY. "The author shows considerable skill in the management of the story."

Bengal Magazine. 1875.

HEMANALINY. "Babu Umes Chandra Gupta is well known to us, as a contributor to our *English Magazine,* we believed him to be a good and useful English writer of the day, but now we come gladly assure the literary public that he is also an excellent Bengali dramatist. We wish our author and friend a long life."

Harischandra's Magazine.

বীরবালা। "এই নাটকখানি, অন্যান্য অনেক নাটক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বীরবালা নাটকের নায়িকা। ইহার চিত্রাঙ্কনে নাটককারের নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। নারিকেল জল সঞ্চারবৎ নায়কের প্রতি নায়িকার পূর্ব্বরাগ অলক্ষ্য সূত্রে অল্পে অল্পে যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, এই ভাবের বর্ণনাটী চমৎকার হইয়াছে।" এডুকেশন গেজেট, ১২ই ভাদ্র ১২৮২।

বীরবালা। "এখানিতে লেখার সজীবতা আছে এবং বর্ণনাও মনোহর হইয়াছে। বীরবালা পাটলীপুত্র নগরের প্রান্তবর্ত্তিনী পর্ব্বত-মালা ও বন-শোভা দেখিয়া মায়ের সঙ্গে যে কথোপকথন করিতেছেন, তাহা পাঠ করিবার সময় বালিকার সুকুমার সৌন্দর্য্য দর্শনের ন্যায় মনে একটী নির্ম্মল আনন্দের সঞ্চার হয়।" বান্ধব, ভাদ্র ১২৮২।

☞ স্থানাভাব বশতঃ অন্যান্য সমালোচনা উদ্ধৃত হইল না।

উৎসর্গ-পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত

ভ্রাতৃবরেষু।

ভ্রাতঃ!—

আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিয়া থাকেন, এমন কি আমার কথায়ও আপনি তৃপ্তি লাভ করেন, এবং সংসর্গেও নির্ম্মল আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন; আমি কেবল সেই সাহসে নির্ভর করিয়া হেম সহ আমার নলিনীরে আপনার করে শ্রদ্ধাসহকারে অর্পণ করিলাম। আপনি যেমন এই পবিত্র দম্পতীর প্রতি প্রীতি-দৃষ্টি করিবেন, বোধ হয়, এমন আর কেহই করিবে না। ভরসা করি, আপনি হেম-নলিনীরে সযতনে গ্রহণ করিয়া আমায় সুখী করিবেন।

প্রণত—

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত।

ভূমিকা।

সাহিত্য-সংসারে দৃশ্য কাব্যে যেমন সুখ বোধ হয়, এমন আর কিছুতেই নয়, পক্ষান্তরে ইহা যেমন প্রগাঢ় চিন্তা-শক্তির পরিচায়ক ও নিষ্কলঙ্ক স্বাভাবিক ভাব-প্রকাশক এমনও আর কিছুই নয়। ইতিহাস লেখ, কাব্য লেখ, উপন্যাস লেখ, ইহাতে তোমার সম্যক স্বাধীনতা আছে, দৃশ্য কাব্যের গ্রন্থনে সে স্বাধীনতা কোথায়? আগে জগতের লোকের হৃদয়ে প্রবেশ কর, স্বভাবের সুরম্য কানন পরিভ্রমণ কর, ভুল ধরিয়া ধর্ম্ম ও পাপের লঘু গুরুত্ব নির্ণয় কর, তবে দৃশ্য কাব্য লেখ। তবে এ গুরুভার কাহার শোভা পায়? তাঁহারই শোভা পায়, যিনি সংসার-সাগরে জীবন তরণী অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছেন, কখন স্রোতো-বেগে কখন বায়ু বেগে সুন্দর চালাইয়াছেন, কখনও বা উত্তাল তরঙ্গোপরি ঈশ্বরের ধ্যান করিয়া পথ চাহিয়াছেন, স্বভাব-রাজ্যের সকল বাজারে ব্যবসায় করিয়াছেন, কোথাও লাভ করিয়াছেন, কোথাও বা অলাভ করিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া কাঁদিয়াছেন। প্রকৃতির উদ্যান হইতে কুসুম চয়নে আমাদের এত শক্তি, এত জ্ঞান, এত বহুদর্শিত্ব নাই। এরূপ কুসুম, কালিদাস, সেক্ষপিয়র প্রভৃতির প্রমদোদ্যানে সুন্দর সজ্জিত রহিয়াছে। তবে কি আমরা মৃত বন্ধুর হৃদয় প্রিয় উদ্যানের পীড়া জন্মাইব? সুখে ও হাস্য বদনে তাহা লুণ্ঠন করিব? লুণ্ঠন কেন করিব তাঁহারা সুজন, তাঁহাদের রক্ষিত দ্রব্যে আমাদের ব্যবহারস্বত্ব অবশ্যই আছে, যাহা প্রয়োজনে আইসে তাহাই ব্যবহার করিব। যখন আমরা প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কালিদাস, গেটে, সেক্ষপিয়র ও ভবভূতি প্রভৃতিকে দেখাইয়া দেন, গতিকেই আমাদিগকে তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। আমার চিন্তাশক্তি নির্জীব, বাল-সুলভ চাপল্য ব্যতীত ধীশক্তিসম্পন্ন বহুদর্শিত্ব নাই। না দেশ পর্য্যটন করিয়াছি, না মানব-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছি, না গভীর সংসার সাগরে সন্তরণ করিতে শিখিয়াছি। এরূপ অপটুতা সত্ত্বেও আমি এই দৃশ্য কাব্য খানির প্রণয়ন-প্রয়াসী হইয়াছি।

যদি কেহ বলেন, অস্বাভাবিক হইয়াছে, আমার তাহাতেই বা দুঃখ কি, আমার স্বভাব-দর্শন ত ভাল নাই তাহা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছি। যদি কেহ বলেন, ইহাতে কবিত্ব নাই, আমার তাহাতেও দুঃখ হইবে না, আমি ত কবি নই, তবে যদি কেহ বলেন, যাহার কবিত্ব নাই, যাহার স্বভাব চিত্র করিবার শক্তি নাই, সে কেন এ দুরূহ ব্যাপারে প্রবিষ্ট হইল, তবে আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে এই মাত্র উত্তর করিব, লোকে প্রবীণ হইয়া পুস্তক লিখিয়া যশোপার্জ্জন করে, আমি বাল-সুলভ ক্রীড়া করিয়া নিন্দাভাজন হইলাম। যাহা হউক, আমার ক্রীড়ার উপলক্ষে "হেমনলিনী" যদি সাধারণে গৃহীত হয়, এবং বঙ্গীয় নাট্য-শালায় অভিনীত হইয়া সামাজিকগণের কিয়ৎ পরিমাণে আনন্দ বর্দ্ধন করে, তবেই পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

বাইটঘর তেঘরা।
১লা শ্রাবণ। সংবৎ ১৯৩১

শ্রীউঃ—

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

যশোবন্ত সিংহ ... উদয়পুরের বর্ত্তমান রাজা।

রামদেব ... বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী।

হেমচন্দ্র ... ... উদয়পুরের ভূতপূর্ব্ব রাজা রণবীর সিংহের পুত্র।

ব্রহ্মচারী ... ... ছদ্মবেশধারী পূর্ব্ব রাজ-মন্ত্রী ও ভীমবাহুর পিতা।

ভীমবাহু ... ... ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর পুত্র ও যশোবন্ত সিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ।

ইন্দ্রদমন ... ... ভূতপূর্ব্ব রাজ-বয়স্য।

শান্তিরাম ... ... ইন্দ্রদমনের ভ্রাতৃ-পুত্র।

শিখণ্ডিবাহন ... রাজ-দূত।

বণিক, পদাতিক, প্রতিহারী, সূত্রধর, নাগরিক, বন্দী, বাহক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বিমলা ... ... যশোবন্ত সিংহের স্ত্রী।

মহাদেবী ... ... যশোবন্ত সিংহের ভগিনী।

নলিনী ... ... যশোবন্ত সিংহের কন্যা।

কুমুদিনী ... ... মহাদেবীর পালিত কন্যা ও নলিনীর সখী।

প্রমদা ... ... রামদেবের কন্যা।

বাসন্তী ও শীতলা } ... তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী।

তারা ... ... শান্তিরামের স্ত্রী।

বণিক-পত্নী, পিশাচী প্রভৃতি।

হেম-নলিনী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদয়পুর নগরের প্রান্তভাগ।

অশ্বত্থবৃক্ষতলে হেমচন্দ্র ও ভীমবাহু উপবিষ্ট।

ভী। ভাই! বিবাদটা কোন রকমে নিষ্পত্তি হয়, তাই ভাল।

হেম। আমারও তাই ইচ্ছা। কিন্তু ভাই! যশোবন্তসিংহের কিরূপ অভিরুচি তা এখনও জান্‌তে পারি নাই।

ভীম। তাকি এখনও বুঝ নাই?

হেম। বুঝিলে আর জিজ্ঞাসা করি কেন? যদি তুমি কিছু শুনিয়া থাক, বলিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি কর।

ভীম। ভাই! যাহা শুনিয়াছি তাহা তোমার তৃপ্তিকর হইবে না। রাণা যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমায় বলিলে কি জানি তুমি কি কর।

হেম। ইহা কি তুমি জান না যে, আমি একপ্রকার পৃথিবী-পরিভ্রষ্ট জীব, সংসার আমার অরণ্য। এ সকলের ধার আমি কিছু ধারি না। যখন শুনিব রাণা আমার প্রস্তাবে অসম্মত, তখনি জানিলাম, আমার অরণ্যেও বাস হইল না।

ভীম। তুমি তবে কি করিবে?

হেম। কি করিব, যাহা মনে আছে তাহাই করিব।

ভীম। রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইবে?

হেম। রাজ্য কেন? পৃথিবী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেও স্বীকার।

ভীম। তবে কি অভিমানী হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে?

হেম। যাহা মনে আছে তাহাই করিব।

ভীম। আত্মহত্যা বড় পাপ।

হেম। কোন্ দুঃখে আত্মবিসর্জ্জন করিব?

ভীম। তবে কি ইচ্ছা তোমার?

হেম। (সরোষে) কেন, আমার শরীর কি রক্তশূন্য হইয়াছে? বাহু কি শক্তিশূন্য হইয়াছে? বীরত্ব, স্বাধীনতাস্পৃহা কি চির-কালের জন্য হেমচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে? তুমি কি জান না অসহনীয় গর্ব্ব ও অসহনীয় পরুষ-বাক্য ক্ষত্রিয়ের একান্ত অরুচিকর।

ভীম। তবে কি তুমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে?

হেম। সহস্র বার।

ভীম। তুমি শিশু, তোমার এ সাহস অন্যায়, যদি লক্ষ লক্ষ সিংহের সহিত সমরে একটী ব্যাঘ্র শিশুর বিজয়লাভ সম্ভব থাকে, তবে তোমার এ সাহস অবৈধ বলিতে পারি না।

হেম। "যতো ধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" ধর্ম্ম সহায় থাকিলে তাহাও এক দিন অসম্ভবনীয় নহে।

ভীম। যশোবন্ত তোমার প্রস্তাবে যদিও সম্মত নহেন, কিন্তু তাঁর এরূপ ইচ্ছা যে, তোমাকে রাজ্য মধ্যে কোন উচ্চ কর্ম্ম দিয়া রাখেন।

হেম। এ অযোগ্য লোক দিয়া তিনি কি করিবেন?

ভীম। তিনি ত তোমার প্রশংসাই করেন, বেস্ ত তুমি

কার্য্য গ্রহণ কর না কেন? কার্য্য করিয়াও ত শেষে আপন কার্য্য সাধন করিয়া লইতে পারিবে। বোধ হয় তুমি কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে, তোমার গুণে যশোবন্ত তোমাকে শীঘ্রই উচ্চপদস্থ করিবেন। ক্রমে তুমি সকল আয়ত্ত করিয়া অনায়াসে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিবে। ইহা অপেক্ষা আর তোমার সহজ উপায় ঘটিয়া উঠিবে না। কেমন তাই কি কর্ত্তব্য?

হেম। ভাই ভীম! অমন অধার্ম্মিক ব্যক্তির অধীনে বেতনভোগী হইয়া কর্ম্ম করা দূরে থাকুক, অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া সিংহাসনে বসাইতে চাহিলেও উহার মাথায় সহস্র পদাঘাত না করিয়া স্থির থাকিতে পারি না। কুকুরের উদ্গীরিত পদার্থ কি আমার জীবন রক্ষার সম্বল হইবে? আর ভাই! প্রকৃত ক্ষত্রিয়, কপটতা কি তাহা জানে না; হৃদয়-বিহীন হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করা, কাহাকে বলে তাহা জানে না। প্রবঞ্চনা-প্রতারণা-প্রসূত স্বার্থসিদ্ধি তাহাদিগের একান্ত বিগর্হিত। এ সকল মহাপাপ যে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে সমাজ এখনই ধর্ম্মের শাসনদণ্ডে চূর্ণীকৃত হইয়া চিহ্ন-বিহীন হউক। হায়! ধর্ম্ম কি লুপ্ত হইয়াছে! ক্ষত্রিয়-শরীর কি মেষ-রক্তে পরিপুষ্ট হইতেছে, ক্ষত্রিয়েরা কি চিত্রশালিকার চিত্রিত পট? আমি কি স্বার্থপর পাপিষ্ঠ যশোবন্তের অভিরুচিমত চিত্রিত হইব?

ভীম। তুমি যাহা বলিলে তাহা বীরোচিত বাক্য সন্দেহ নাই। তুমি স্বয়ং বিক্রমশালী, উদ্যোগী, কিন্তু অবলম্বন-শূন্য, তুলিকা-রহিত চিত্রকরের মত তোমার এ আয়াস। পরিণাম দেখিয়া যাহা ভাল হয় কর।

হেম। আর আমার পরিণাম দেখার সময় নাই। আমার পরিণাম স্বয়ং আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে।

ভীম। কিসের নিমন্ত্রণ ?

হেম। যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ?

ভীম। যুদ্ধ বৈ অন্যে তৃপ্ত হইবে না ?

হেম। না হইব কেন ? যুদ্ধের আগে যদি যুদ্ধ-লব্ধ দ্রব্য পাই তবে তৃপ্ত হইব।

ভীম। তবে কি যশোবন্তের অর্দ্ধ রাজ্য চাও ?

হেম। (রোষ ও ঘৃণা সহকারে) তাহার রাজ্যে শত পদাঘাত।

ভীম। তবে কি ?

হেম। আমার পিতৃ-রাজ্য আমাকে অর্পণ করুক।

ভীম। অর্পণ না করিলে——

হেম। যুদ্ধ।

ভীম। একাকী ?

হেম। ধর্ম্ম আমায় পরার্দ্ধ বীরের শক্তি দিবেন।

ভীম। (সখেদে) ভাই! আমি তোমার দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী। তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার জন্য এ জীবন অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারি। আমার কাছে এ গুরুতর বিষয় প্রকাশ না করা কি শোভা পায় ? আমি তোমার বিষয় ভাবিয়া বড়ই বেদনা পাই। তোমার সকল কথা আমায় খুলিয়া বল। আমার জীবন তোমার আয়ত্তে জানিও।

হেম। (প্রণয়সহকারে) তুমি আমার অকৃত্রিম সুহৃৎ, বিপন্নিবারণের অদ্বিতীয় অবলম্বন; তোমাকে প্রায় সকলই বলিয়াছি। যশোবন্ত, ত্যাগ স্বীকার না করিলে কি করিতে হইবে তাহাও বলিয়াছি। আর অধিক কি ?

ভীম। আমি রাণার অভিপ্রায় দেখিয়া শীঘ্রই পদ ত্যাগ করিব।

হেম। আমার জন্য তুমি কেন বিপদসাগরে ঝাঁপ দিবে?

ভীম। তোমার জন্য কেন বিপদ স্বীকার করিব, তাহা হৃদয় ছিঁড়িয়া দেখাইতে পারিলে দেখাইতাম।

হেম। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ, কে যেন আস্‌ছে, ভাল করিয়া চেনা যাইতেছে না। ও কে?

ভীম। ও শিখণ্ডিবাহন আসিতেছে, তবে ভাই আমি আসি।

[প্রস্থান।

শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ।

হেম। ওকে শিখণ্ডিবাহন যে।

শিখ। হাঁ আপনার কাছেই মহারাজ পাঠাইয়াছেন।

হেম। কি আমার কাছে, কেন?

শিখ। একখানা পত্র দিয়াছেন। (পত্র দান)

হেম। তবে তুমি এস।

[শিখণ্ডিবাহনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদয়পুর নৃপতির বিলাসভবন।

যশোবন্ত সিংহ ও রামদেব আসীন।

যশঃ। (রামদেবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) অদ্য না নাগরিক ব্যক্তিগণ সভায় আসিবেন? তাঁহাদিগের বসিবার স্থান প্রস্তুত হইয়াছে ত?

রাম। মহারাজ! আজি বহু লোকের সমাগম হইবে, এজন্য সর্ব্বসাধারণের জন্য আমি স্থান প্রস্তুত করিয়াছি। রাজ্যের প্রায় অনেক স্ত্রীলোকেরও ইহা জানিবার জন্য,

কৌতুক বাড়িয়াছে। আমি স্ত্রীলোকদিগের জন্যও স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছি।

(নেপথ্যে কলরব)

যশঃ। ভাল মন্ত্রী এত হট্টগোল কিসের?

রাম। বোধ হয় রাজসভায় সকলে আসিয়াছেন, এবং তামাসা দেখিবার জন্য বুঝি রাজ্যের প্রজারাও আসিয়া থাকিবে।

যশঃ। এত লোকের ভিড় ত ভাল নয়।

রাম। মহারাজ! যখন এজন্য ঘোষণা দিয়াছিলেন, তখন ত এরা আসিবেই।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজ! সকলে উপস্থিত, কেবল মহারাজের অপেক্ষা।

যশঃ। হেমচন্দ্র কি আসিয়াছেন?

প্রতি। হাঁ মহারাজ!

যশঃ। (রামদেবের প্রতি) হেমকে একবার এখানে ডাকিলে কেমন হয়?

রাম। কেন? যাহা বলিবার হয় প্রকাশ্যেই ভাল।

যশঃ। না কিছু বলিব না, তবে কি না (কাণে কাণে) তুমি ত আর কিছু না জান এমন নয়, একটা রাজ্যের—

রাম। তবে আপনি কি করিতে বলেন?

যশঃ। আমি বলি কি, হেম ছোঁড়াকে এখানে আনিয়া তাহাকে ভাল বেশভূষা করে দেওয়া যাউক। ছোঁড়ার কাপড় চোপড়ের প্রতি বড় অশ্রদ্ধা; ওকে অমন দেখিতে আমার মনে বড় দুঃখ বোধ হয়।

রাম। (স্বগত) তুমি উহার সর্ব্বস্ব নিয়া গর্ভাবস্থায় উহার মাতাকে বনবাসিনী করিলে, তাহাতে তোমার পাষাণ হৃদয়ে কিঞ্চিৎ দয়া সঞ্চার হইল না, এখন ছোঁড়ার ছিন্নবস্ত্র দেখে মনে কষ্ট পাও, কালে আরো কত দেখিব। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ইচ্ছা হয় ত ডাকিয়ে আনিতে পারেন, কিন্তু বোধ হয় না যে, সে আমাদের প্রদত্ত কিছু গ্রহণ করিবে।

যশঃ। (প্রতিহারীর প্রতি) যাও, তুমি গিয়া সভাস্থান হইতে হেমচন্দ্রকে লয়ে এস।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

রাম। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ যে হেমচন্দ্র আসিতে-ছেন।

হেমচন্দ্রের প্রবেশ।

যশঃ। হেম! এস, আমিও সভায় যাইবার উদ্যোগে ছিলাম, কেবল——

হেম। আমায় কেন?

যশঃ। তোমার এ বেশ রাজসভার উপযুক্ত নহে। তাই বলি—

হেম। আমি রাজসভায় বসিবার অযোগ্য, আমার কথা-বার্ত্তা না হয় এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই হইবে।

যশঃ। তা নয়। আমি বলি ভাল পরিচ্ছদ পরিয়া সভায় গেলে কি হয় না?

পরিচ্ছদ হস্তে ভৃত্যের প্রবেশ।

সুর। রাজন্! এ বহুমূল্য পরিচ্ছদ ভিখারীর শোভা পায় না। মাপ করুন।

যশঃ। অদ্যই তোমার দুঃখ দূর হইবে।

হেম। অদ্য হইতেই আমি দুঃখের সাগরে ঝাঁপ দিব।

নলি। ভাল গান হলে কার না মনে ধরে?

প্রম। বন্! সময় মত আর মনের মত কথা কজনার ভাগ্যে ঘটে থাকে?

কুমু। যা ভাই! গাবি না কি গা।

প্রম। নলিন্ যদি রাগ না করে, তবে গাই।

কুমু। কিলো নলিন্! ও গাইলে কি তুই রাগ করে থাকিস্?

নলি। তুইও যেমন, ওকে মানা করে কে?

কুমু। প্রমদ! গা না একটা গীত।

প্রম। তবে গাই, আমার গানে যেন দশা ধরে না।

নলি। পোড়ার মুখ আর কি। (হাস্য)

কুমু। (প্রমদার প্রতি) আচ্ছা, তুমি গাও।

প্রম। (গান)

রাগিণী খট্‌ভৈরবী—তাল আড়া।

হায় কিবা নয়ন-রঞ্জন
নলিনী প্রফুল্ল এক ভাসিছে কেমন।
আনন্দ-সাগরে সুখে, ভ্রমরেরে লয়ে বুকে,
ঐ জলে, সই দুলিছে কেমন॥

নলি। (প্রমদার মাথা চাপিয়া ধরিয়া) আঃ ছি, তুই বড় বেহায়া। ছি, কেউ শুন্‌বে।

প্রম। আমি কি বল্‌চি, যে কেউ শুন্‌বে। তুমি এমন ধারা কচ্ছ কেন?

কুমু। এটি ওর মনগড়া গান।

প্রম। না ভাই! আমাদের বাড়ী একটি গাছ আছে সেই গাছে এ গানটী ফলেছিল। (হাস্য)

নলি। ও সব কথা যাক্, আজ না কি লো আমাদের বাড়ী, রাজ্যের সকল প্রজারা এসে সভা কর্‌বে।

প্রম। সত্যি নাকি ? কেন ?

কুমু। তাকি আর জানিস্ না। ওর ভিতর ভাই অনেক কথা আছে।

প্রম। অনেক কথা আর কি, শুনৃছি যে, হেমচন্দ্রকে নাকি কোন জায়গার রাজা কর্‌বে।

কুমু। ওকে কি জন্যে রাজা করা হবে ?

নলি। বন্ ! বলিস্‌নে, কাকেও তো বল্‌বিনি দেখিস্।

কুমু। না লো, আমি আর কাকে বল্‌ব ?

নলি। যদি ভীমবাহুকে বলে দিস্।

কুমু। তোমার আর যে কথা——

নলি। (কুমুদিনীর কানে কানে)

প্রম। আমি কি শুন্‌তে পাব না ?

কুমু। তুমি দেখ্‌তে পাবে।

নলি। প্রমদ ! তোকে বল্‌তে কি, তুই না বলিস্ ত তোকে অনেক গুলি কথা বল্‌ব।

প্রম। দুটো একটাও কি আমার ভাগ্যে ঘট্‌বে না। (গান)

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

পোড়া কপালে আগুন,
হায় বিধাতা বিগুণ,
নহিলে নলিনী আমার,
কেন রে লুকালো আপন মঁন।

নলি। আঃ থাম্ না। অত সুর তুলে অন্দরের ভিতর গাইতে আছে?

প্রম। (গান)

বলিতে বিদরে হিয়ে,
নলিনী প্রফুল্ল হয়ে,
মোরে বলে না (কো) সুখের কথন।

নলি। আঃ ছি, চুপ কর্ না, আমি কি বলেছি তোকে বল্‌বো না?

প্রম। (গান)

(না) বলো না মনের কথা,
ছিঁড়িবে সুখের লতা,
ছিঁড়ে নিই পাছে (তব) প্রেমের প্রসূন॥

নলি। প্রমদ! কিছু মনে করিস্‌নে আমি কুমুদেরই কোন কথা কুমুদকে কানে কানে বল্লেম। ও যদি বলে, তবে সে কথা তোমায় আমি বল্‌তে পারি।

প্রম। না ভাই! রসের কথা না হলে আমি ও সব্ শুন্‌তে চাই না। তবে আমি এখন আসি।

[প্রমদার প্রস্থান।

নলি। প্রমদ! আর একবার আসিস্।

কুমু। সখি! প্রমদা ত গেল তুমি যে কি বল্‌তে চেয়েছিলে?

নলি। হাঁ, (চারি দিকে অবলোকন করিয়া) কেউ নেই ত?

কুমু। না, কেউ নেই, ভয় কি, এখানে কেউ আস্‌বে না।

নলি। তবে শুন, পিতা হেমচন্দ্রের সঙ্গে কাল সকল গোলযোগ মীমাংসা করবেন।

কুমু। তা হলে কি হবে?

নলি। হেমচন্দ্র সুখে থাক্‌বেন, পিতার এক জন প্রধান সহায় হবেন, রাজ্যেও শান্তি হবে।

কুমু। হেমচন্দ্র কি বড় বীর পুরুষ?

নলি। বাবার কাছে শুনেছি, হেমচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও সাহস।

কুমু। ক্ষমতা ও সাহস হতেই পারে, ক্ষত্রিয়ের সন্তান। কিন্তু দেখেছ কেমন সুন্দর মূর্ত্তিখানি।

নলি। হেমচন্দ্র রাজা হলে একটি রাণীও চাবেন।

কুমু। তোমার কি রাণী হবার সাধ গেছে?

নলি। (ঈষৎলজ্জিতভাবে) তোমার আর যে কথা।

কুমু। দূর সম্পর্ক বই ত নয়, বরং আগে জানা শুনা হয়ে শেষে বে হয়, সেই ভাল।

নলি। ও সব কথা যাক্।

কুমু। আচ্ছা ভাই, ওঁর বাপের নাম কি?

নলি। সে কথায় আর কাজ কি?

কুমু। বল্ না সই!

নলি। উনি কম লোক নন্, বল্‌তে গেলে উনিই সকল—ওঁর বাপের নাম রণবীর সিংহ।

কুমু। আঁ, বলিস্ কি? কি সর্ব্বনাশ! সেই—আঁ! সেই মহারাজের পুত্র!!! এঁর এ দশা!!

নলি। মহারাজ রণবীর মৃত্যু কালে সকল রাজ্য সম্পত্তি বাবার হাতে দিয়ে যান্। তাই এখন হেমচন্দ্র বড় হয়েছেন ব'লে বাবা দিতে যাচ্ছেন।

কুমু। হেমচন্দ্র কি এ সকল কথা কিছু জানেন্?

নলি। সে কথা আমি বল্‌তে পারি না।

কুমু। হেমচন্দ্র এখন তোমার কাছে কি রাণীর কাছে আসেন্ না?

নলি। প্রায় তিন মাস হলো আসেন না।

কুমু। এর মধ্যে আর তাঁকে দেখ নাই?

নলি। কাল দেখ্‌ব, আর সভায় কি হয় তাও জানা যাবে।

কুমু। তা জেনে কি হবে?

নলি। কেন, সে সব শুন্‌তে কি ইচ্ছা হয় না?

কুমু। শুন্‌তে না দেখ্‌তে বল?

নলি। দেখ্‌তেই বা দোষ কি?

কুমু। (হাস্য করিয়া) না দোষ নাই; চোক ভরে দেখো।

নলি। আমি বলি এক; তুমি বল আর!

কুমু। কেন তুমি ত স্বয়ম্বরা হবে, তবে এর মধ্যেও ত বেছে এক জন নিতে পার্‌বে।

নলি। তুই ভাই আর জ্বালাস্ নে।

কুমু। কেন ভাই, হেমচন্দ্রের ভালর জন্য তোমার এত যত্ন কেন?

নলি। তা হলে রাজ্যের ভাল।

কুমু। তোমারও ভাল।

নলি। আমার ভালই বা কিসে, মন্দই বা কিসে?

কুমু। যাতে ভাল, তার বিপরীতে মন্দ। আমি দেখ্‌ছি হেমচন্দ্র নিরাশ হলে তুমিও নিরাশ হবে।

নলি। আমার কি হবে?

কুমু। হেমকে হারাবে।

নলি। তোমার মনের কথা গুলি আমার উপর গড়িয়ে দিচ্ছ কেন? স্পষ্টই কেন বল না?

কুমু। স্পষ্টই বলিতেছি,হেমচন্দ্র নিরাশ হলে আমি বাঁচিব না।

নলি। (সহাস্যে) তুই কি হেমের জন্য বিষ খাবি লো?

কুমু। তোমারই জন্য বিষ খাব।

নলি। আমার জন্য কেন?

কুমু। হেমের দুর্দ্দশায় তোমার দুর্দ্দশা তোমার দুর্দ্দশায় আমার দুর্দ্দশা। (নেপথ্যে বহু লোকের কল শব্দ)

নলি। ওদিকে গোল কিসের?

কুমু। আজ না সভা হবার কথা।

নলি। হাঁ, ঠিক কথা, চল, দেখিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

রাজা যশোবন্ত সিংহ মন্ত্রী, পারিষদ ও নাগরিক দর্শক-বৃন্দে বেষ্টিত হইয়া আসীন।

(বন্দিদ্বয়ের গীত।)

রাগ ভৈরব—তাল কাওয়ালী।

নৃপমণি শোভিত রত্ন-মুকুটে,
কিবা রে সুন্দর তনুখানি,
বরণ অরুণ-মণি জিনি,
আহা মরি মদন স্বরূপে রূপে টুটে।
তুমি ধর্ম্ম হে রাজন্! ধরায় ধন্য,
ঘুষিতেছে সবে তব পুণ্য।
সুযশো অনিলে তব গুণ-গন্ধ লুটে।

[উভয়ের প্রস্থান।

যশঃ। (রামদেবের প্রতি) বোধ হয় রাজ্যের প্রায় সকল প্রধান লোকই উপস্থিত আছেন। অনেকে হয় ত ইহা জানেন না যে, এ সভার উদ্দেশ্য কি। অতএব তুমি উদ্দেশ্য জ্ঞাপন কর।

রাম। (উচ্চৈঃস্বরে) এই মহাসভার মূল উদ্দেশ্য হয়ত অনেকেরই অবিদিত আছে। কেহ মনে করিতে পারেন, অতিরিক্ত আয়কর-ভার প্রজাপুঞ্জের স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য,

কেহ বা ইহাও মনে করিতে পারেন, মহারাজের অন্য গুপ্ত অভি-সন্ধি সাধন করাই এ সভার লক্ষ্য, বস্তুতঃ তাহা কিছুই নহে। যদি কাহারো অন্তরে এরূপ কুসংস্কার-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, তাহা এই মুহূর্ত্তেই নির্ম্মূল হইবে। আমি উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সকলে মনোযোগ করিয়া শ্রবণ করুন।

রাজচর। এত গোল কেন? চুপ্ চুপ্ চুপ্।

রাম। কুমার হেমচন্দ্র অদ্য দুই মাস হইল যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে মহারাজের যে অভিমত, তাহা আমি তাঁহার আদেশমত ব্যক্ত করিতেছি।

প্রথম না। (দ্বিতীয়ের প্রতি জনান্তিকে) হেমচন্দ্র কে হে?

দ্বিতীয় না। শুনি, দেখি কি বলে।

রাম। হেমচন্দ্রের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, উদয়পুর তাঁহারি পৈত্রিক রাজ্য, বোধ হয় স্বপ্নে ইহা দেখিয়া থাকিবেন, যাহা হউক তিনি স্বর্গীয় রণবীর সিংহের পুত্র বলিয়া আপনাকে পরি-চিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

১ম না। (দ্বিতীয়ের প্রতি জনান্তিকে) আহা! রণবীর মহা-রাজের নামও নাই।

২য় না। হেমচন্দ্র কোন্‌টী? সে বেটা অবশ্য প্রতারক সন্দেহ নাই।

রাম। ইহা কত দূর সত্য, ঈশ্বর জানেন। যাহাহউক মহারাজ অতি দয়ালু, কুমার হেমচন্দ্র, রণবীরের পুত্র না হইলেও তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মহারাজের দয়ার সঞ্চার হইয়াছে।

১ম না। (দ্বিতীয়ের প্রতি জনান্তিকে) মহারাজের বড় দয়া।

২য় না। তাতেই তো বছরের মধ্যে দুই তিন বার খাজানা বৃদ্ধি করে।

৩য় না। ভাই! রাজার এটী বড় দয়ার কাজ হয়েছে।

রাজচর। চুপ চুপ।

১ম নাগ। (জনান্তিকে) কি বলে শোন্।

রাম। এবং হেমচন্দ্রের বীরের ন্যায় আকৃতি, সুন্দর কান্তি ও সরলতা দেখিয়া মহারাজের নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াছে, ইহাকে ভাল অবস্থায় রাখেন।

সভ্যগণ। রাজোচিত ধর্ম্মই এই।

রাম। সুতরাং নিয়মিত বেতনভোগী না করিয়া ইহাঁকে এক খণ্ড ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসন-ভার দেওয়া ও সামন্তশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা কর্ত্তব্য।

কতিপয় প্রজা। (এক যোগে) এমন ধার্ম্মিক রাজা কোথায় পাব, ইনি যে দরিদ্রের উচ্চ মনোরথও পূরণ করিতে বসিলেন।

১ম না। (দ্বিতীয়ের প্রতি জনান্তিকে) বিনা বাতাসে গাও, নড়ে না।

২য় না। তাই ত।

রাম। শুন, এ সম্বন্ধে সকলের মত প্রার্থনা করি, এবং কুমার হেমচন্দ্রের মতও অবশ্য প্রার্থনীয়।

হেম। (বীরদর্পে দণ্ডায়মান হওন)

১ম না। (দ্বিতীয়ের প্রতি জনান্তিকে) এই কি! বাঃ! অল্প বয়েস, দিব্যি পুরুষ।

২য় না। পরিচ্ছদ মলিন হইলেও রাজার ছেলের মত দেখায়।

১ম না। কি যেন বল্‌চে বল্‌চে কচ্ছে, শুনা যাক্।

হেম। (সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) আজি আপনারা যে কি অভাবনীয় ঘটনাই দেখিতে আসিলেন, তাহা পশ্চাৎ অনুমিত

হইবে। আজি একটী বিচিত্র জীবনের আশ্চর্য্য গতি দেখিতে পাইবেন। আজি আমার জীবনে ক্ষোভের সীমা ও আপনাদের রাজার জীবনে লোভের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন। আজি ধর্ম্মাধর্ম্মের মহাযুদ্ধ দেখিতে পাইবেন। আজি সংসারের সহিত জীবের আশ্চর্য্য সম্বন্ধ দেখিতে পাইবেন। অদ্য আমি আমার চির জীবনের আশা ত্যাগ করিতেছি। জ্বলন্ত সত্য কি পাপ বস্ত্রে ঢাকা থাকিবে? কখনো নয়, এক দিন অবশ্যই তাহা হু হু শব্দে জ্বলিয়া উঠিবে, পাপ-রাজ্য ছারখার করিবে, পাপ-সিংহাসন ভস্ম করিবে। হায় হায়!! রাজ্য-নাশ, বন-বাস তাহার উপর আবার পিশাচের ক্ষমতা ও গর্ব্ব বাক্য!!! এ জীবনে ধিক্। এতও সহ্য করিতে হইল। আমার শরীরে পৃথিবীর পাপ-বায়ুর স্পর্শ না হইতেই কেন আমার মৃত্যু হইল না?

যশঃ। এ সভায় এরূপ প্রগল্‌ভ-বাক্যের জন্য তোমাকে আহ্বান করা হয় নাই। তোমার এখানে কিছু বলিবার স্বাধীনতা নাই।

হেম। (সক্রোধে) কি, স্বাধীনতা নাই?

যশঃ। কিছু মাত্র নাই।

হেম। সাগরের বেগ কে রোধ করিতে পারে?

যশঃ। বাচালতা পরিত্যাগ কর, নতুবা অকল্যাণ।

হেম। কাহার অকল্যাণ?

যশঃ। তোমার।

হেম। আমার না তোমার?

যশঃ। (পার্শ্বচরের প্রতি) দেখেছ এ পাগলের মত কি বলে, এর আস্পর্দ্ধা দেখ।

চর। চুপ কর, ফের গোলমাল কর্‌বে ত——

হেম। চুপ কর্ নরাধম পিশাচের চর! এই দণ্ডেই তোর মুণ্ড চূর্ণ করিতাম, কেবল——

যশঃ। হেমচন্দ্র! তুমি নিতান্তই ক্ষিপ্ত হইয়াছ। তোমার এরূপ ব্যবহার রাজসমাজে শোভা পায় না।

হেম। পশুসমাজ বল।

রাম। (যশোবন্তের প্রতি) এ বালকের সহিত মহারাজের বাদানুবাদ সাজে না। আমার বিবেচনায় ইহার যা কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করুক।

যশঃ। আচ্ছা; হেমচন্দ্র! তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম। তোমার কিছু বক্তব্য থাকিলে যথারীতি জ্ঞাপন কর।

হেম। আমার আবার অন্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য কি আছে? যাহা কিছু বলিব সে কেবল আমার অদৃষ্টের গুণগান করিব মাত্র।

১ম না। (জনান্তিকে) এ আবার কি?

২য় না। ভাই! ও যে এত কথা বলে যাচ্ছে, তোমার আমার হলে আজ মাথা যেতো।

৩য় না। অবশ্য।

হেম। সভ্যগণ! এক বার আমার দুঃখের কথাগুলি আপনারা শ্রবণ করুন, তাহা হইলে আমার অনেকটা দুঃখ ও মানসিক কষ্ট দূর হইবে। আমার জীবনের ভার, আর এ শোক-তাপজীর্ণ শরীর রাখিতে পারে না, তাই বলি, যদি আপনারা শুনিলে আমার দুঃখের কিঞ্চিৎ শমতা হয়। আপনারা আমার জীবন-মুকুর দর্শন করিলে, স্বর্গবাসীর নরকবাস, শোক-তাপ-বিষাদময় প্রজ্বলিত হুতাশন, কুবেরের কপর্দ্দক ভিক্ষা, লক্ষ্মীর অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ, দরিদ্রের রাজত্বলাভ, এবং বিশ্বাসঘাতক

ও মহা-নারকীর পাপ মূর্ত্তি, পর্য্যায়ক্রমে দেখিতে পাইবেন। মহারাজ রণবীরের নাম বোধ হয় সকলেই জানেন, এবং হঠাৎ তাঁহার পরিবারকুসুম যে কি ভাবে হতশ্রী হইয়া পদ দলিত হয়, তাহাও বোধ হয় অনেকেই জানিবার জন্য কৌতুকী হইবেন। সেই কুসুমের একটী শুষ্ক মলিন কেশর এই মহা দুরদৃষ্ট আমি। (যশোবন্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এই ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার মহাপাপীই আমাদের দুর্দ্দশার মূল। এদিকে পিতা চির জীবনের জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়া যান, ওদিকে এই পাপিষ্ঠ, সগর্ভ ক্ষত্র-কুললক্ষ্মী রাণীকে ছলনা করিয়া মহা-দুঃখ-হুতাশনে সামান্য তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করে।

১ম না। (দ্বিতীয়ের প্রতি জনান্তিকে) ইঃ, এ রাজার কি এই কাজ?

২য় না। তা না হলে এমন চুপ করে থাকবে কেন?

৩য় না। কিঃ পাতকী!!

হেম। রাজ্যভার সকলই এই বিশ্বাসঘাতক কুকুরের উপর ছিল, মা আমার একে সন্তানের চেয়েও ভাল বাসিতেন। শেষে কোথায় দেশ-রক্ষা, প্রজা-রক্ষা করবে, তা না করে সকলই আত্মসাৎ। পিতা থাকিলে আমার জন্মোৎসবে কত ঘটা হইত, সেই আমার জন্ম জঘন্য কুটীরে। আমার মা রাজ্যেশ্বরী হইয়াও প্রসবান্তে তণ্ডুলকণার অভাবে মৃতবৎ। এই অবস্থায় মা আমায় এত বড় করেছেন।

১ম না। (জনান্তিকে) কি আশ্চর্য্য কাণ্ড!!

২য় না। আমার বড় কষ্ট বোধ হইতেছে, আহা!——

হেম। আমার এ আশ্চর্য্য কথায় বোধ হয় সকলেই অবাক্ হইবেন, এবং বিশ্বাসও করিবেন না, কিন্তু বিশ্বাসের স্থল

এখনও বর্ত্তমান আছে, বোধ হয়, সভাস্থ প্রাচীন ব্যক্তিগণের মধ্যে রণবীরের বংশ এক কালে ধ্বংস হওয়ার বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান থাকিতে পারেন। সুসময় হইলে, হয় ত আমি যাহা বলিলাম তাহা প্রমাণ করিবার স্থলও নির্দ্দেশ করিবেন। কি জানি এ মহা-পিশাচ তাঁহাদের কি করে। কিন্তু এক দিন অবশ্যই জ্বলন্ত সত্য আরো জ্বলিয়া উঠিবে, আমার অবস্থা মনে করিয়া অবশ্যই এক দিন কেহ না কেহ কাঁদিবে এবং আমার অদ্যকার সকল কথাও এক দিন অবশ্যই যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমার আর সুখের আশা নাই, আমি আর রাজ্যভোগ চাই না, আমি বনবাসী।

(যশোবন্ত সিংহের শরীর-কম্পন ও অনেক প্রকার উদ্বেগের ভাব প্রদর্শন)

হেম। রাজ্য ধার্ম্মিকের হস্ত-গত হউক, আমার শ্রদ্ধাস্পদ পিতার প্রজারা ধার্ম্মিকের শাসনে থাকিয়া সুখ সম্পত্তির অধিকারী হউক, তাহাতেই আমি সুখী হইব। নতুবা প্রজার কষ্ট কখনই দূর হইবে না। কিন্তু আমার দুঃখ চিরজীবনে বোধ হয় আর ঘুচিল না, উদয়পুরের কলুষিত সিংহাসন আর সন্মার্গ অবলম্বন করিবে না। হা মেদিনি! তুমি এত সহিষ্ণু! (দীর্ঘ-নিঃশ্বাস)

১ম না। (জনান্তিকে) ভাই রে আর শুনা যায় না।

২য় না। দেখ ইহার মুখ ও শরীরের কেমন আশ্চর্য্য ভাব হয়েছে।

৩য় না। আশ্চর্য্য দেখ, এত আব্‌দারের কথা রাজা কেমন সহ্য কচ্ছে।

হেম। আর আপনারা ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে

পারেন, আমি যদি অতি সামান্যই হই, বাস্তবিকই যদি স্বর্গীয় রণবীরের পুত্র না হই, তবে বোধ হয়, আমার ন্যায় দরিদ্রকে অদ্যকার সম্মান ও সম্পদ লাভ ইন্দ্রত্ব লাভ বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হইত। আমি তাহাতেই বা পরিতুষ্ট নই কেন ?

উপস্থিত দর্শকগণ। (এক বাক্যে) অবশ্য অবশ্য।

হেম। আর আমার ন্যায় দরিদ্র নীচ ব্যক্তির এরূপ কুৎসা ইহার কেন সহ্য হইবে ? আমার প্রতি এই দণ্ডেই ত শাস্তিবিধান করিবার উহার হাত ছিল। মনে করুন আর এক জন হইলে আজ কি না হইত ? তাহার প্রাণ যাইত। সহজে ন্যায়ের বেগবতী নদী পার হওয়া বড়ই অসাধ্য, তাহাতেই এ পর্য্যন্ত আমি অক্ষত রহিয়াছি। আপনাদের পিশাচ-মূর্ত্তি রাজার হয়ত মনে মনে ইহাই আন্দোলিত হইতেছে যে, "অকস্মাৎ রণবীরের জীবন হরণ করিলাম তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিলাম, রাণীকে ছলনাক্রমে ভিখারিণীর বেশে বিদায় দিলাম। এত পাপ করিয়াছি, ইহারই অগ্নিতে শরীর দগ্ধ হইতেছে, আবার তাঁহার একমাত্র নির্দোষী বালক পৃথিবীর সকল সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুঃখ-সাগরে ভাসিতেছে, তাহাকে কি করিয়া বিনাশ করিব ?"

১ম না। (জনান্তিকে) ঠিক কথা ভাই।

২য় না। কি পাপিষ্ঠ রাজা !

৩য় না। বেটাকে দেশ থেকে দূর করে দিলে উচিত হয়।

হেম। জানি না এ পিশাচের অন্তরের গতি কিরূপ, আমি সহজ-জ্ঞান-প্রতিপাদ্য স্বাভাবিক কথাই বলিলাম। যদি এক বিন্দু মনুষ্য-রক্তও ইহার শরীরে থাকে, তবে অবশ্যই এ নরাধম অনুশোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবে। নিশ্চয়ই ইহার অন্তরে এখন পাপের শাসন হইতেছে।

সভ্যগণ। (একবাক্যে) এমন হৃদয়-প্রকাশক বাক্য তো আর রণবীর বৈ কেউ বলেন নাই। এ যে বালকরূপী রণবীর।

হেম। দুর্বৃত্ত এখনও যদি নিজের দোষ স্বীকার করে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি ইহাকে আমি ক্ষমা করিব, ইহার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিব। ক্ষত্রিয়-হৃদয় যেমন ন্যায়সহিষ্ণু তেমনই ক্ষমাশীল।

১ম সভ্য। (জনান্তিকে) হায়! এযে সেই রণবীর সিংহের কথা।

২য় সভ্য। ঠিক্, এক দিন এক বেটা তাঁকে মারবার জন্য পিছু থেকে তলোয়ার উঠিয়েছিল, তাকে অমনি সকলে ধল্লে, সে দোষ স্বীকার করায় মহারাজ তাকে ঠিক্ এই কথা বলেই মুক্ত করেছিলেন।

হেম। আমি রাজ্য চাই না, সম্পদের অভিলাষী নই, আমি সত্য চাই, আমার ভক্তিভাজন পিতার রাজ্য নরপ্রেত বিশ্বাস-ঘাতকের হস্ত হইতে মুক্ত হউক, আমি ইহাই চাই।

১ম না। (জনান্তিকে) বীরের ন্যায় কথাই বটে।

২য় না। না হবে কেন?

৩য় না। ভাই! এখন রাণী কোথায়?

হেম। আরও একটী কথা এ স্থলে বলা আবশ্যক, আপনারা হৃদয়ের সহিত ভাবিয়া দেখুন, ইহা কতদূর সম্ভবপর ও মানব-স্বভাব-প্রসূত, মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুসারে এখনই আমার নামের পূর্ব্বে "কুমার" শব্দ প্রয়োগ করিলেন, আমি বলি, আমি এক মুষ্টি অন্নের ভিখারী, আমায় "কুমার" বলিয়া সম্বোধন করা কি স্বভাবসিদ্ধ? আমি জানি ইহা রাজপুত্রদেরই উপাধি।

১ম না। (জনান্তিকে) এ কথা মিথ্যা নয়।

২য় না। হাঁ, তাই তো।

হেম। তবে বোধ হয়, ইহাঁরা এখনও সকল সত্য স্মৃতির গাঁথনী হইতে দূর করিতে পারেন নাই। তাহাও যদি না হয়, এক পয়সার ভিখারী যে, তার বিষয়ের মীমাংসার জন্য কি রাজ্যের সকল লোক এই প্রকার আহূত হয়? রাজা স্বয়ংই ত এ স্থলে এক প্রকার সত্যপ্রকাশক। ইচ্ছা না থাকিলেও কার্য্যতঃ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। আরও দেখুন, আমাকে রাজা দরিদ্র বলিয়া ভালবাসিলে ত অর্থই দিতেন, এত সহজে রাজ্য দিবেন কেন? আর আমার ন্যায় দরিদ্র ও সামান্য জন, কিসে তাহার নিকট এক জন সামন্তের তুল্য বলিয়া পরিগণিত হইবে? ইহাও কি আর একটী সত্যের পরিচায়ক নহে?

সভ্যগণ। (এক বাক্যে) অবশ্য, অবশ্য।

হেম। আর একটী কথা বলিবার অনুমতি চাহিতেছি।

সভ্যগণ। (এক বাক্যে) আমাদের আর সহ্য হয় না।

হেম। বলুন দেখি, সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে রাজা আমায় কেন ডাকিয়া রাজ-বেশ পরিধান করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন? ভাল, মন্ত্রী মহাশয়ই বলুন দেখি, আমি সামান্য লোক এটী রাজার চিরন্তন বিশ্বাস থাকিলে কি রাজা ইহা করিতেন? কখনও না।

সভ্যগণ। (একত্রে) কখনও না।

হেম। আর রাজা যদি আমার দুঃখ দেখিয়া গলিত হইয়াছিলেন, তবে আমার বাল্যকালেও সে দুঃখ দূর করিতে পারিতেন। যদি বলেন, আমি রাজার শত্রু হইলে আমায় মারিবেন না কেন? তাহার অনেক কথা আছে, গর্ভাবস্থায় মা আমার এই পিশাচ-কর্ত্তৃক দুর্দ্দশায় পাতিত হন, আমি অরণ্যে

জন্ম গ্রহণ করি, জন্মাবধি অরণ্য বৈ আমার গতি নাই, অরণ্যে বাস করিয়া ও অরণ্যের ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছি, হয় ত আপনাদের পাপিষ্ঠ রাজা মনে করিয়াছেন, রাণী হিংস্রক বন্য জন্তুর উদর-শায়িনী হইয়াছেন। বিধাতার এমনই ঘটনা, আশ্চর্য্যরূপে মাতা আমায় এই অবস্থায় এত বড় করিয়াছেন।

সকলে। (এক বাক্যে) কে বলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই ?

হেম। আমার পিতার সমকালের লোক এখনও অনেকে আছেন। তাঁহারাই ত আমার এ বিষাদের উদ্দীপক। নতুবা আমি বেস্ ছিলাম।

সকলে। (এক বাক্যে) তাঁহারা সব কোথায়

হেম। ·আপনারা উত্তেজিত হইবেন না, আমার আরো একটী কথা বলিবার আছে।

১ম না। (জনান্তিকে) ইঃ, কি সুবক্তা।

২য় না। বাপ্‌কো বেটা।

৩য় না। সেপাইকো ঘোড়া।

হেম। আমি যে প্রাচীনদিগের কথা বলিলাম, তাঁহারা জীবিতই আছেন। কিন্তু তাঁহারা আমার পিতার হিতকারী ছিলেন বলিয়া, এ দুরাত্মা তাঁহাদিগের প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিধান করিয়াছে, গতিকেই তাঁহারা ভয়ে এখনও আত্ম-গোপন করিয়া রহিয়াছেন।

সভ্যগণ। কি পামর! কি নরাধম !!!

হেম। আর আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না, আমার দুঃখের সাগর উথলিয়া উঠিতেছে।

রাম। হেম! তুমি ক্ষান্ত হও।

হেম। এক সময়ে ক্ষান্ত ছিলাম, এখন আর সহ্য হয় না।

(রাজার একান্ত অসুখ প্রকাশ ও উঠিবার চেষ্টা। রামদেবের ইঙ্গিতে নিষেধ প্রকাশ।)

সকলে। আর কেনই বা হইবে?

ভীম। (দণ্ডায়মান হইয়া) হেম! তুমি ক্ষান্ত হও। তুমি যে সকল কথা বলিলে তাহা প্রকৃত হইলে এ রাজ্য তোমারই, এই যে প্রজাগণ ও সভাস্থগণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, ইঁহারা তোমারই পক্ষপাতী হইবেন, সৈনিক-প্রধান আমিও তোমার, এই যে মন্ত্রী বর্ত্তমান রাজার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন ইনিও তোমার, জগৎ তোমার, ধর্ম্ম তোমার, কেবল আমাদের এই মহারাজ পাপ সুহৃদের সহবাসে এবং লজ্জার কোলে জীবনকে বিশ্রামলাভ করাইবেন। কিন্তু তোমার কথার সত্যতা কোথায়? প্রমাণ কোথায়? আর সেই সকল প্রাচীন লোকই বা কোথায়? তাঁহারা সাধারণে গণ্য কি না? এ সকল স্থির না হইলে তোমার এরূপ আস্ফালন বৃথা। (উপবেশন)

১ম না। অবশ্য প্রমাণ আছে।

২য় না। আছে বৈ কি।

৩য় না। আর কি প্রমাণের বাকি আছে?

যশঃ। (সাহস সহকারে দণ্ডায়মান হইয়া) হাঁ, ভীমবাহুর ন্যায় প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী লোক অতি বিরল, ইনি আমারই লোক, অথচ যাহা কিছু বলিলেন, তাহা সকল পক্ষেরই মঙ্গল-জনক। অতএব আমি ইহারই প্রতিপোষকতায় প্রবৃত্ত হইলাম। হেমচন্দ্র আপনার কথা বলিতে গিয়া যে সকল অবাচ্য উচ্চারণ করিয়াছেন, আমার শরীর বলিয়া তাহা সহ্য হইয়াছে।

১ম না। (উপহাস পূর্ব্বক জনান্তিকে) বড় সহ্য-গুণ!!

২য় না। ইনি বড় সাধু!!

৩য় না। এ সকল সত্য হলে সাধুত্ব শিগ্গির বেরবে।

রাজচর। চুপ কর।

যশঃ। যাহা হউক, এখন সমুদায় ক্ষমা করিয়া বলিতেছি যে, হেমচন্দ্রকে দুই মাস সময় দিলাম, ইনি যদি ইহার মধ্যে সন্তোষ-জনক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে না পারেন, তবে ইহাঁর প্রাণদণ্ড হইবে।

১ম না। নহিলে তোমার?

হেম। (সদর্পে) দুই মাসের মধ্যে কেন? দুই সপ্তাহের মধ্যেও আমি স্বীকার আছি। কিন্তু প্রমাণ প্রদর্শিত হইলে ইহাঁর কি গতি হইবে তাহার ত কিছুই—

১ম না। ইহাঁরও তবে প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।

২য় না। ইহাঁর মাংস কুকুর দিয়া খাওয়ান উচিত বলিলেন না? সে কথাটীও প্রকাশ থাকা উচিত।

যশঃ। (ভয়-বিহ্বল হইয়া) না, দুই সপ্তাহ কেন? দুই মাসই সময় দিলাম। প্রমাণ প্রদর্শিত হইলে আমি রাজ্যচ্যুত হইব। (উপবেশন)

১ম না। কেবল রাজ্য-চ্যুত!!

২য় না। প্রাণ-চ্যুত।

৩য় না। প্রাণে মাল্লে আর শাস্তি কি হল?

রাম। মহারাজ! এখন হেম কি অবস্থায় থাকিবেন?

যশঃ। বন্দীর অবস্থায়।

হেম। (বীর-দর্পে) কার সাধ্য আমায় বন্দী করে, তাহা হইলে এই দণ্ডেই প্রলয় উপস্থিত হইবে।

যশঃ। তোমার এত সাহস কিসে?

হেম। এ ক্ষত্রিয়-স্বভাব-সিদ্ধ সাহস।

সভ্যগণ। (একবাক্যে) না, হেমচন্দ্র বন্দীর অবস্থায় থাকিতে পারিবেন না।

যশঃ। কেন ?

হেম। (সগর্ব্বে) হেমচন্দ্র কি প্রাণের ভয়ে ব্যাকুল যে পলাইবে ? তাহার পলাইবার উদ্দেশ্যই বা কি ? আজি যদি মন্দভাগ্য হেমের প্রতি প্রজারা সত্যানুরোধে সমবেদনা প্রদর্শন না করিত, আর সে যদি তাহার বিষয় সত্য জানিয়াও প্রমাণ প্রয়োগের স্থল না পাইত, তবে ইহা নিশ্চয়ই জানিতে, অগ্রে তোমার রক্তে তাহার অস্ত্র কলুষিত করিয়া, সে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিত।

১ম না। (জনান্তিকে) কি নির্ভয় রে !!

২য় না। সিংহের বাচ্ছা যেন শৃগালের দলে পড়েছে।

রাম। মহারাজ ! কি কর্ত্তব্য ?

যশঃ। আচ্ছা, সকলের অনুরোধে হেম মুক্ত থাকিবেন। প্রায় রজনী দেড়প্রহর হইল এখন সভা ভঙ্গ করা যাউক।

[সভা-ভঙ্গ-সূচক দুন্দুভি বাদ্য ও সকলের গাত্রোত্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নলিনীর গৃহ।

নলি। (স্বগত) হায়! একি বিষম বিপদ উপস্থিত। সকলই আমার কপালের দোষ। নিশ্চয়ই হেম মরিবেন, আমাকেও মারিবেন। আমি কি এত মন্দভাগিনী, আমাকে সুখের আশার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশা পর্য্যন্তও ত্যাগ করিতে হইবে। হা হেম! তুমি আমার শত্রু না মিত্র? অবশ্য মিত্র, তা না হইলে আমাদের জীবনের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ কেন? হায়! হেম, সভায় বিষম পণের সময়, আমাকে এক বারও মনে করিলে না। এতদিন সুখময় আশার সাগরেই সাঁতার খেলিতেছিলাম, সে সাগর যে দুই মাস পরেই একেবারে শুকাইবে। আমার খেলাও সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইবে। হা নির্ব্বোধ হেম! কেন তুমি আপনাকে এ মহাবিপদে নিক্ষেপ করিতেছ? না, হেমকেই বা কি বলে নির্ব্বোধ বলি। তিনি ত সকল কথাই সত্য বলিয়াছেন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) ওঃ! তাহার সত্যতার মূল কোথায়? তিনি কি প্রমাণ দিয়া প্রাণ-রক্ষা করিতে পারিবেন? আঃ!! আমার যে উভয় যাতনাই প্রবল, হেম জয়ী হইলে পিতা মাতার কি দশা হইবে? কিন্তু তাহা হইলেও ত হেমের আশা থাকে। কিন্তু হেমের ভাল মন্দ হইলে এ অভাগিনীর কি হইবে? এ অভাগিনীর যেমন অদৃষ্ট তেমন ফলই ফলিবে। হায়! আমি কি হেমকে হারাইব?—

না, কখনও না, এমনই যদি হেমের ভাল মন্দ দেখি, বাবার পায় ধরিয়া হেমের জীবন ভিক্ষা চাহিব। বাবা কি আমার কথা শুনিবেন না? এমনই যদি না শুনেন, যেখানে হেমের জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হইবে, সেই সময়ে সেখানে আমারও সুখের দিবা অবসান হইবে। জীবন হেমের উদ্দেশে বিসর্জ্জন করিব। হায়! পৃথিবী যে অন্ধকারময় দেখি, হেমের হাসি হাসি মুখ যে এ অন্ধকারেও শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দেখিতেছি। হায়! আমার কি দশা হইল !! (নীরবে ক্রন্দন) (নেপথ্যে পদ-শব্দ)

নলি। (কিছু চকিত হইয়া) ও আবার কে আসে? এ যে কুমুদ। কুমুদ! এস।

কুমুদিনীর প্রবেশ।

কুমু। এলেম্ ত, কিন্তু মনে বড় একটা সুখ নেই।

নলি। কেন লো?

কুমু। তোরও ত ভাই! চক্ষু ফুলো ফুলো বোধ হচ্ছে, তুই কি কেঁদেছিস্ না ঘুমিয়েছিলি?

নলি। ঘুমাবার অবসর কৈ বন্!

কুমু। ক্যান? তোমার আর কি কাজ যে তুমি ঘুমাবার সময় পাও'না।

নলি। (চক্ষু মুছিবার উপক্রম)

কুমু। বন্ কাঁদ্‌লি যে? তোর আবার কিসের দুঃখ?

নলি। বন্! আমি দুঃখের সাগরেই ঝাঁপ্ দিয়াছি।

কুমু। হঠাৎ তোর্ একি দশা?

নলি। এ আমার কপালের দুর্দ্দশা।

কুমু। কি হয়েছে বন্? আমায় বল্ না?

নলি। কুমুদ! এখনও কি বোঝ নাই? আর তোমরা এ দুঃখিনী নলিনীকে যে দেখ্‌বে না। (ক্রন্দন)

কুমু। ক্যান? এমন অধীরা হলে কিসে?

নলি। আর দুই মাস, অনেক দিন নয়, এ কদিন বন্! তোরে যেন দেখ্‌তে পাই।

কুমু। আর দুমাস পরে তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে? কোথা যাবে? আমিও যাব।

নলি। তুমি সুখে থাক। আমার পথ কোন্ দুঃখে ধর্‌বে।

কুমু। সকল কথা আমায় ভেঙ্গে বল, আমি যদি তোমার কিছু উপকারও না কর্ত্তে পারি, আমাকে জানবে যে, তুমি যা কর্ব্বে, আমিও তাই কর্ব্ব। ভাই! চিরকাল এক সঙ্গে থাকি, তুমি কি আমার মন জান না?

নলি। বন্! সব জানি, তুমি যে আমার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী তাও জানি, কিন্তু বন্! তুমিই বা কি কর্ব্বে? আমিই বা কি কর্ব্ব? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

কুমু। বন্! আমাকে দিয়ে যা হবে আমি তাই কর্ব্ব। তুমি কাঁদছ ক্যান, আগে তাই বল।

নলি। কাল সভায় যা যা হলো তাকি তুমি শোন নাই?

কুমু। সকলই শুনেছি।

নলি। তবে কি আর বুঝ্‌তে পার না?

কুমু। পারি, কিন্তু আমিতো তোমার বিপদের কারণ কিছু দেখি না।

নলি। সকলি বিপদ, দুই মাস পরে হেমকে কি আর দেখ্‌তে পাবে?

কুমু। ক্যান?

নলি। পণের কথা শোন নাই?

কুমু। তাতে হেম যে প্রাণ হারাবেন তারই বা ঠিক কি? প্রমাণ যদি দিলেন।

নলি। (ভগ্নস্বরে) এ হত-ভাগিনীর সহিত যদি তাঁর প্রাণের সম্বন্ধ না থাকিত, তবে তা এক দিন সম্ভব হত। বন্! আমি আর নেই। (ক্রন্দন)

কুমু। তুমি হেমকে এত ভাল বেসেছ?

নলি। বন্! তোমার কাছে বল্‌তে কি আমি অকুল পাথার দেখ্‌ছি।

কুমু। বন্! ওদিন আমি তোমায় হেমের কথা বল্‌তে তুমি অমন করেছিলে ক্যান?

নলি। এ কথা সহজে বল্‌তে বড় লজ্জা করে।

কুমু। এখন লজ্জা করে না?

নলি। বন্! বেঁচে থাকলেই লজ্জায় ভয়, কিন্তু প্রাণই যখন ত্যাগ কর্ত্তে কিছু কষ্ট হবে না তখন আর লজ্জা। বন্! আমার প্রাণের সঙ্গে লজ্জা ত্যাগ হলে আর আমার লজ্জায় ভয় কি?

কুমু। নলিন্! তোমায় প্রাণ ত্যাগ কর্ত্তে হবে না। হেম এমন বেটা ছেলে নয়।

নলি। আচ্ছা, তাই যেন হলো, বাবার কি হবে?

কুমু। অধর্ম্মের পথে অনেক কাঁটা, তার একটাও কি পায় ফুট্‌বেনা?

নলি। ফুটুক, কিন্তু প্রাণের তো ভয়।

কুমু। হেম সরল হৃদয়ে ক্ষমা করবেন্।

নলি। (মাথায় করাঘাত করিয়া) হায় আমার কপাল!! (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

কুমু। ক্যান বন্?

নলি। বন্! এ যন্ত্রণার চেয়ে যে মৃত্যুও ভাল।

কুমু। তুমি মলে হেম্‌কে কোথায় ভাসায়ে যাবে? হেম এ সুন্দর মুখখানি (নলিনীর মুখ উন্নত করিয়া) না দেক্তে পেয়ে যখন কেঁদে কেঁদে বেড়াবে তখন কে তাঁরে শান্ত কর্‌বে?

নলি। একে আমার প্রাণ যায় তায় আর জ্বালাস্‌নে বন্!

(নেপথ্যে—গান)

রাগিণী হাম্বীর—তাল আড্ডা।

প্রমদা এখন প্রমোদে ভাসে না।

নলি। আবার বুঝি প্রমীটা জ্বালাতে এল।

কুমু। তাই তো দেখ্‌ছি।

(নেপথ্যে—গান)

প্রমোদে ভাসে না লো সই প্রমোদে মজে না।

নলি। ওর আমি কোনও দিন্ দেখ্‌লেম না যে, কিছুতে ওর দুঃখ হল।

কুমু। ওর যেম্নি নাম তেম্নি——

(নেপথ্যে—গান)

গিয়েছে সুখেরি আশা,
ভেঙ্গেছে সে ভাল বাসা,
ভাল—

গাইতে গাইতে প্রমদার প্রবেশ।

নলি। ছিঃ প্রমদ! অমন ধারা করে চেঁচিয়ে গেয়ে আস্‌তে হয়!

প্রম। (গান)

—বাসা, মনে ভুলো না।
আমায় ভুলে যেও না॥

নলি। চুপ্ কর্ না ভাই! তোর পায় পড়ি।

প্রম। ছিঃ, তোমারাও ভাল বাস্‌বে না, দুটো আলাপ কর্‌বে না, আর আমাকেও গান কর্‌তে দেবে না। এ তোমাদের কেমন ব্যাভার?

কুমু। সকল কাজেরই সময় আছে।

প্রম। আমার ভাই! সময় টময় কিছু নেই।

নলি। কাল ভাই! আসিস্ নি কেন?

প্রম। প্রাণ যাবে কি বলো, প্রাণ যাবে কি?
আইলে তোমার কাছে জীবন রহে কি?
বল জীবন——

নলি। ছিঃ, চুপ্ কর্ না ভাই! তোকে আমি ভাল কথা জিজ্ঞাসা করি, আর তুই অমনি হেসেই উড়িয়ে দিস্।

প্রম। তোমাদের ভাল মন্দ আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি নে, তোমার কাছে এসে কি আমার প্রাণ যাবে?

নলি। (সবিস্ময়ে) ক্যান ভাই!

প্রম। তোমরা ডাকাত।

নলি। কিসে?

প্রম। একটা মানুষকে তোমরা বধ কর্ত্তে দাঁড়িয়েছ, কিন্তু ভাই ধর্ম্মে সবে ক্যান?

নলি। সে কি লো?

প্রম। তা কি তুমি জান না?

নলি। কিছু না।

প্রম। তবে দেখিস্ কাকেও বল্‌বি তো না?

নলি। না।

প্রম। দেখিস্ ভাই?

নলি। আচ্ছা।

প্রম। বল্‌বি ত না?

নলি। তুই কি পাগল হয়েছিস্?

প্রম। দেখিস্ ভাই!

নলি। তুই বল্ না ক্যান?

প্রম। (চারিদিকে চাহিয়া) তবে শোন্।

নলি। বল্।

প্রম। দ্যাখ্ কাল বাবা মায়ের কাছে বলেছিলেন তাই শুন্‌তে পেলেম্। কিন্তু বন্! শুনে অবধি মনটা যে, ক্যামন ক্যামন কচ্ছে।

নলি। (চমকিত হইয়া) কি লো সে কি?

প্রম। হেমকে নাকি দু মাসের মধ্যেই মেরে ফেল্‌বে।

নলি। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া) কি বল্লি,অ্যাঁ, কে?

প্রম। মহারাজ নাকি তাঁর জন্য জায়গায় জায়গায় লোক রেখেছেন। তারা সব কেউ কেউ বর্ষা, কেউ তীর, কেউ তলো-য়ার নে স্থানে স্থানে রয়েছে।

নলি। (স্বগত) এ যে বিষম বিপদ। (প্রকাশে) তার পর।

প্রম। তার পর আর কি? অতি সাবধানে চুপ করে যে হেমের মুণ্ড আন্‌তে পারবে, তাকে মহারাজ বিশেষ পুরস্কার দেবেন।

প্রম। ও নলিনি! একি? (নলিনীর মূর্চ্ছা)

কুমু। (নলিনীর মস্তক ধরিয়া) একি ছিঃ, এত অধৈর্য্য কেন? না মর্‌তেই ভূত—(নলিনীর চৈতন্য এবং ক্রন্দন)

প্রম। নলিনীর হৃদয়ে যে এত দয়া মায়া তাতো আমি জানি না।

কুমু। (স্বগত) হেম যে এর প্রাণ। (প্রকাশে) হাঁ, এর এমনি কোমল হৃদয়ই বটে।

(নেপথ্যে—নলিনি! নলিনি!)

কুমু। ওকে, রাণী আস্‌ছেন বুঝি।

নলি। হাঁ, তাইতো, (মৃদুস্বরে) মা! ক্যান?

বিমলা দেবী ও মহাদেবীর প্রবেশ।

বিম। নলিন্‌! তোমার পিসি এয়েছেন।

নলি। (অতি কাতর ভাবে) আসুন্‌।

মহা। নলিন্‌! মুখখানি অমন করে রয়েছ যে।

নলি। শরীর কিছু কাতর আছে।

মহা। (বিমলার প্রতি) বউ! নলিনীর বের কি হলো?

বিম। সে একটা মহা ভাবনাতেই পড়েছি। এ সোনার ছবিটিকে আমি কার কাছে বিক্রী করব, তা ভেবে স্থির কর্ত্তে পাচ্ছি না। নলিনী আমার আঁধারের মণি, এ সংসার আঁধারে কেবল নলিনীই আমার আলো।

নলি। (স্বগত) আর নলিনী, নলিনীর চেয়ে অভাগিনী আর ত্রিজগতে কে? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

বিম। ঠাকুর্ঝি! তাই বলি এখন একটী সুপাত্র-নির্ম্মল-জলে আমার নলিনীকে অর্পণ করে প্রফুল্ল রাখ্‌তে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক হয়।

নলি। (স্বগত) নির্ম্মল জলে কীট জন্মেছে, শীঘ্রই মা তোমার নলিনীকে কেটে খণ্ড খণ্ড করবে, (মুখ বসনাবৃত করিয়া রোদন)

মহা। মা যে বের কথায় লজ্জা পেলেন।

বিম। মা আমার বড় লজ্জাশীলা।

মহা। (সকৌতুকে, নলিনীর মুখাবৃত্ত বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ) মা নলিনি! দেখি, তোমার চাঁদ মুখখানি লজ্জারাগে কেমন শোভা হয়েছে। (মুখাবৃত বস্ত্র স্খলিতকরণ) ওমা একি, সাগরে পদ্মফুল ভাস্‌ছে যে! চক্ষু দে যে অবিরত জলধারা !!

বিম। (ব্যস্ত হইয়া) তাই তো নলিন্! লজ্জায় কি কাঁদ্‌তে হয়।

মহা। (বিমলার দিকে নলিনীর মুখ উন্নত করিয়া) দেখ দেখি, কি অপরূপ রূপ। বউ! তুমি স্বয়ং লক্ষ্মীর মা, তুমি ভাব্‌ছো ক্যান, স্বয়ং লক্ষ্মী তার যার ঘরে যাবেন।

নলি। যার সুখ-চিন্তার মূল পর্য্যন্ত নির্ম্মূল হয়, সে আবার লক্ষ্মী !!

(নেপথ্যে—মা ঠাকুরোণ্ কি এখানে ? মা ঠাকুরোণ্!)

সন্ধ্যার প্রবেশ।

বিম। সন্ধ্যা! ডাক্‌ছিস্ কেন ?

সন্ধ্যা। এই যে মা ঠাকুরোণ্। মহারাজ আপনার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছেন।

মহা। কি ? মহারাজ ? (হাস্য) অসময়ে যে বউ!

বিম। হাঁ, তবে চল ঠাকুঝি।

মহা। (প্রমদার প্রতি) প্রমদ! যাবি তো আয়।

[বিমলা, মহাদেবী ও প্রমদার প্রস্থান।

নলি। (স্বগত) পিতা কি আমার শত্রু ? আমার ভাগ্য-

দোষেই তাঁকে এখন শত্রু বলে বোধ হচ্ছে। হায়! বিপদ-সাগরে যে আশার তৃণ গাছটী দেখি, তা ধরে রক্ষা পাব কোথা? তাহা স্পর্শমাত্রেই আগে ডুবে যায়। মনে করেছিলেম, হেমচন্দ্র যদি প্রমাণ দেখাইয়া রাজ্য পান, তাঁর পায় ধরে বাবার জন্যে ক্ষমা চাব, সে তো আমারি হাত, হেম কিছু আমার কথা না শুনেন এমন নয়, তায় ক্ষমাশীল। কি এমন যদি দেখি যে, হেম প্রমাণ-অভাবে প্রাণ দেন, তাঁর প্রাণও ত বাবার কাছে ভিক্ষা চাইতে পার্ত্তেম। হেমের জন্য লজ্জা ত্যাগ কর্ত্তেম, না হয় সে চাঁদ মুখের আর সকল সুখ ত্যাগ কর্ত্তেম। মা বাপ সব ত্যাগ কর্ত্তেম। হায়! -আমার পোড়া কপাল। আমার সব আশায় এখন ছাই, এখন আর কি করি, কোনও মতেই উদ্ধার দেখি না, নিশ্চয়ই মৃত্যু নিকটে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

কুমু। আর ভেবে কি করবে? না হয় এস, কোন যুক্তি করা যাক্। শেষ সহায় মৃত্যু, তাতো উপস্থিতই আছে।

নলি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে) আমার আর আশা ভরসা কিছুই নেই। বন্! কাল-সাপে মাথায় দংশিলে কি আর ঔষধে রক্ষা হয়?

কুমু। চেষ্টা করা ত উচিত।

নলি। আমি তো মৃত্যু বই আর কোন পথই দেখি না।

কুমু। কর্ত্তে পাল্লে উপায় আছে বই কি? কিন্তু কাজটা কিছু দুষ্কর, যাহোক, তুমি বলতো আমি তাতেও স্বীকার আছি।

নলি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) কাটা মুণ্ড কি জোড়া লাগে?

কুমু। তুমি এত উতলা হচ্ছ ক্যান? আমি যা বলি তাতে এক বার মনোযোগ কর।

নলি। অবশ্য মনোযোগ করিব।

কুমু। তবে শুন, প্রথমঃ আমাদের আবশ্যক এই, যাতে হেম দু মাস কাল খুব সাবধানে থাকৃতে পারেন।

নলি। পরে—?

কুমু। সে ভাবনায় এখন কাজ কি?

নলি। আচ্ছা, এ উপায় কি করে হবে?

কুমু। তোমার হেমের উপর ভাল বাসা থাকৃলে অবশ্যই হতে পারে।

নলি। ভাল বাসার কথা আর বলো না, এখন তুমি যা ভাল বোঝ তাই বল।

কুমু। একবার কোন মতে হেমের কাছে যেতে পার্ব্বে?

নলি। গিয়ে কি কর্ব্ব?

কুমু। ক্যান? সব কর্ত্তে পারৃবে, সব কথা তাঁকে বুঝিয়ে বলৃবে।

নলি। সহসা যাওয়া কি ভাল?

কুমু। তবে কি কর্ত্তে চাও?

নলি। আগে না হয় এক খানা পত্র লিখি।

কুমু। পাঠাবে কারে দে?

নলি। আমার লোক আছে।

কুমু। অবশ্য, রাজার মেয়ের লোকের অভাব কি? আচ্ছা, তবে পত্রই লেখ।

নলি। (সহর্ষে) আচ্ছা, আমি তবে লিখি। (কাগজ ও লেখনী লইয়া পত্র লিখন।)

কুমু। লেখা হল?

নলি। হাঁ।

কুমু। কি লিখিলে?

নলি। এই শুন। (পত্র পাঠ)।

প্রিয়তম!

১

আশায় রোপিয়ে লতা মানস মোহিনী।
সিঞ্চিয়া কল্পনা-বারি দিবস যামিনী॥
বাড়ানু যতনে তারে ফল আশা করি।
ফলিল বিষম ফল এবে প্রাণে মরি॥

২

না পারি কাটিতে লতা ছাইল সংসার।
সকলি হইল পণ্ড সুসারে অসার॥
এবে ঝুলিতেছে বিষ-ফল মম লাগি।
আস্বাদিব অবিলম্বে সর্ব্ব সুখ ত্যাগি॥

৩

কিন্তু হে বাসনা এক এখনো অন্তরে।
না হেরি মরিতে, হিয়া কেন যে বিদরে॥
অয়ি নাথ! প্রাণ-প্রিয়! দিবে কি হে দেখা?
জ্বলিছে বিধির বিধি ললাটের লেখা॥

তোমারই নলিনী।

কুমু। কিছুই তো খুলে লিখ্‌লে না।

নলি। খুলে বল্‌বো।

কুমু। (প্রস্থানোদ্যত) এখন পত্র খানি তাকে দিতে পারি তবেই মঙ্গল।

নলি। আবার যেন শীঘ্রই দেখা পাই।

[কুমুদিনীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান-পরিবেষ্টিত শিব-মন্দির।

হেমচন্দ্র ও ব্রহ্মচারী উপস্থিত।

ব্রহ্ম। বৎস! তোমার কোন চিন্তা নাই।

হেম। আমি চিন্তার সাগরে ডুবে রয়েছি।

ব্রহ্ম। ঈশ্বর যে তোমাকে সজীব রেখেছেন এই জন্য আমি এত কষ্টে আত্ম-গোপন করেও এখানে আছি। দেখি, যদি সুসময় ঘটিয়া উঠে। তাত প্রায় উপস্থিত।

হেম। আপনারে যে রাজ্যের অনেকে চিনিবে, তারই বা বিশ্বাস কি?

ব্রহ্ম। তার অনেক নিদর্শন আছে।

হেম। আমি কেবল স্বপ্ন ও কথায় এত দূর করেছি।

ব্রহ্ম। তুমি কিছু ভাবনা করো না।

হেম। আপনার বিশ্বাসে এত দূর। অতএব আপনি সহায় থাকিলে কিসের ভাবনা?

ব্রহ্ম। কিন্তু একটু সন্দেহ।

হেম। কি সন্দেহ মহাশয়?

ব্রহ্ম। যশোবন্ত সিংহ বেটা কুটিলের হদ্দ, সে যে তোমায় এত দীর্ঘ সময় দিয়াছে এই একটি সন্দেহের কারণ, তুমি সাবধানে থেকো।

হেম। কেন, আমার ভয় কি?

ব্রহ্ম। দুষ্ট সকলই কর্ত্তে পারে।

হেম। আচ্ছা, ও কথা যাক্, আমাকে কি একটা কথা বল্‌বেন্?

ব্রহ্ম। কি কথা? তোমার কাছে আমার কিছুই অবক্তব্য নাই। তবে কি না, এখন তোমার কাছে অনেক গুলিন কথা গোপন রাখ্‌তে হবে।

হেম। আপনি যে বলেছিলেন, আমার একটি বিশিষ্ট আত্মীয় এ নগরে আছেন তিনিও একজন ক্ষমতাশালী লোক, তিনি কে? তাঁর নাম কি?

ব্রহ্ম। তোমার এখন শুনিবার প্রয়োজন নাই।

হেম। কেন?

ব্রহ্ম। এ সকল শুনে তোমার কিছু প্রয়োজন নাই, আবশ্যক হইলে তোমাকে এত দিন বলিতাম।

হেম। তিনি আমাকে জানেন্?

ব্রহ্ম। জানেন্, কিন্তু তুমি কে, তা তিনি জানেন্ না। (গাত্রোত্থান)

হেম। সন্ধ্যা উপস্থিত, আপনি কোথায় চল্লেন?

ব্রহ্ম। এক বার নগরে যাব, তুমি তবে এখন এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্যে-গর্ভে ক্ষুদ্র পথ।

হেম। (যাইতে যাইতে স্বগত) আমার অদৃষ্টে কি আছে কে বলিতে পারে? যা হোক্, আমি রাজ্যের আশা করি না। ঐশ্বর্য্যের আশা করি না। এ মহাপাপের হাত হতে রাজ্য গেলেই আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু হায়! নলিনীর মলিন মুখে আমার সে সুখও

নষ্ট কর্‌বে। আহা! এমন্ নরাধমের গৃহে, এমন রত্ন!!! আজি তিন মাস নলিনীরে দেখি নাই, বাস্তবিক তেমন লাবণ্য-প্রভা কি আছে? মনের কথা খুলে বল্লেই লোকে বলে পাগল, বাস্তবিকই আমি পাগল, তা না হলে, পিতৃ-সাম্রাজ্যের জন্য জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি। এত কষ্ট এখনও পাইতেছি। আর কত কাল পাইব তার সীমা নাই। এই বিস্তৃত পিতৃ-সাম্রাজ্য এক বার নলিনীর কটাক্ষেরও উপযুক্ত মূল্য বিবেচনা করি না। ওঃ, আমার দুর্ব্বল হৃদয়!! নলিনী কি আমার বীরধর্ম্ম হরণ করিবে? না। কখনও না। তবে অবশ্য অবশ্য আমি নলিনীকে ভাল বাসি, এরূপ ভাল বাসা জগতে আছে, সংসারে আছে, দেবে আছে, ধর্ম্মে আছে, স্বভাবে আছে, এবং আমাতেও আছে। আমি ভাল বাসিব। এক দিন ঈশ্বর দিন দেন ত নলিনীর মুখ আনন্দে হাসিবে। সে শান্তি-ময় হাস্য আমার সকল দুঃখের শান্তিদায়ক হইবে। আমি কি অবোধ!! পাগলের ন্যায় কি ভাবিতেছি? আমি কি বাস্তবিকই পাগল হইলাম?

(নেপথ্যে—হেম! দাঁড়াও।)

একি!! এ কি দৈববাণী? কৈ চারি দিকে ত কিছুই দেখি না, আমায় কে ডাকিল?

(নেপথ্যে—দাঁড়াও, দাঁড়াও, হেম! দাঁড়াও।)

আবারও যে ডাকে (অসি নিষ্কোষণ) কিন্তু এত বামা-স্বর।

(চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কোথাও ত কিছুই দেখি না। না, এ আমার উন্মাদের পূর্ব্বলক্ষণ?

(নেপথ্যে—একি হেম! হঠাৎ রুদ্রবেশ কেন?)

কি আশ্চর্য্য!!! কিছুই দেখি না। কে ডাকে? যা হোক, (অসিহস্তে বীরদর্পে দণ্ডায়মান হইয়া) নর হও, দেব হও, রাক্ষস

হও, দৈত্য হও, দানব হও, গন্ধর্ব্ব হও, কি পিশাচ হও, এই আমি দাঁড়াইলাম, যে হও এস। সদভিপ্রায় হয় ভাল, নচেৎ এখনি সহস্রখণ্ড করিয়া চলিয়া যাইব।

বৃক্ষের অন্তরাল হইতে হঠাৎ যোগীবেশধারি-কুমুদিনীর আবির্ভাব)

এ যে নবীন সন্ন্যাসী !!

কুমু। চুপ্ কর।

হেম। (আশ্চর্য্য সহকারে) কে তুমি? হায়! এ শিশুকে কে এ বেশে বনে পাঠালে?

কুমু। তুমি।

হেম। (অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) সে কি?

কুমু। (সহাস্যে) তোমার নাম হেম?

হেম। হাঁ।

কুমু। তুমি রণবীর সিংহের পুত্র?

হেম। (চমৎকৃত হইয়া) তুমি কি করে জান্‌লে?

কুমু। ভীম তোমায় বড় ভাল বাসেন, না?

হেম। (স্বগত) একি মানুষ? (প্রকাশে) হাঁ, বাসেন।

কুমু। প্রথমতঃ জয়ী হইবার আশা কি তুমি কর?

হেম। (স্বগত) এ কেন জিজ্ঞাসা করে? সহস্রবার, কেন?

কুমু। যশোবন্ত সিংহকে ক্ষমা করিও। পক্ষান্তরে সে তোমার উপকারী।

হেম। কি! উপকারী?

কুমু। (সহাস্যে) হাঁ।

হেম। (ক্রোধভরে) কিসে উপকারী?

কুমু। সে তোমার অমূল্য রত্নের রক্ষক।

হেম। (স্বগত) এ আবার কি? (প্রকাশে) কি অমূল্য রত্ন?

কুমু। (হাসিয়া) একটী জীবিত পদ্মরাগমণি।

হেম। কি মণি আবার সচেতন! আচ্ছা সেটী কার?

কুমু। তোমারই।

হেম। (সবিস্ময়ে) সেটী দিয়া আমি কি করিব?

কুমু। হৃদয়ে ধারণ করিবে। (হাস্য) সেটীর নাম "নলিনী," এখন চিনিলে?

হেম। (বিস্ময় ও হর্ষসহকারে) চিনিলাম।

কুমু। আর দেরি করিতে পারি না, এই চিঠিখানি ধর। (পত্র দান)

হেম। পত্রখানি কাহার?

কুমু। নলিনীর।

হেম। (অতি আনন্দিতভাবে) কি! নলিনী লিখেছেন?

কুমু। হাঁ।

হেম। অন্ধকারে পড়ি কেমন করে?

কুমু। কাষ্ঠ-ঘর্ষণে আগুণ জ্বাল।

হেম। (স্বগত) অমানুষিক বুদ্ধি!! আচ্ছা, (কাষ্ঠ ঘর্ষণ) অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠ্‌ছে।

কুমু। (বস্ত্রের একপার্শ্ব ছিন্ন করিয়া) আবার ঘর্ষণ কর।

হেম। এই ধর।

কুমু। এই দেখ জ্বল্‌ছে এখন পড়। আর কি বলে দিবে দাও, আমি শীঘ্র চলে যাই।

হেম। (পত্র পাঠ) কিছুই যে খুলে লেখা নাই, কেবল একবার সাক্ষাৎ কর্ত্তে চেয়েছেন।

কুমু। তিনি কোথায় আস্‌বেন? বল।

হেম। শিব-বাড়ীর উদ্যানে।

কুমু। সেখানে যে ব্রহ্মচারী থাকেন।

হেম। থাকুন, ক্ষতি কি, তিনি যোগে থাকেন।

কুমু। আচ্ছা, কখন আস্‌বেন?

হেম। রজনী তিন প্রহরের সময়।

কুমু। কথা যেন থাকে, আমি যাই।

হেম। তুমি পরিচয় দিয়া যাও।

কুমু। কিছু আবশ্যক নাই।

হেম। একে রজনী, তায় অরণ্য দুর্গম স্থান, তুমি পরিচয় দাও, আমি তোমায় আশ্রমে রেখে আস্‌ব।

কুমু। কিসের ভয়? হেম! আমি চল্লেম, দেখ, তোমার কথা যেন থাকে।

[দ্রুত প্রস্থান।

হেম। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! কেন আপনার পরিচয় দিয়ে গেল না? না আমায় ছলনা কর্ত্তে এসেছিল? না, তা হলে, নলিনীর পত্রই বা কেন? কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না, ঈশ্বরই জানেন, এখন যাই, রাত্রি হলো।

চতুর্থ দৃশ্য।

যশোমন্ত সিংহের বিলাস-মন্দির।

যশঃ। নূপুরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, এই বুঝি আমার বিমলা আস্‌ছেন্।

বিমলার প্রবেশ।

এই যে, তুমি কোথায় গিয়াছিলে ? আমি অনেকক্ষণ তোমার অপেক্ষায় আছি।

বিম। ঠাকুরঝি অনেক দিন আসেন নি, আজ এসেছিলেন তাই তাঁকে সঙ্গে করে নলির কাছে গিয়েছিলাম।

যশঃ। আমিও নলিকে দুই তিন দিন হল দেখি নাই।

বিম। মহারাজ! মেয়েকে বড় ব্যাজার দেখলাম। উপযুক্ত বয়েস হয়েছে, তবু ওর বের চেষ্টা হচ্ছে না।

যশঃ। তুমিই কেন একটা চেষ্টা দেখ না ?

বিম। আমার কথা কি সকল সময় খাটে ? কেন বেস্ ত হেমের সঙ্গেই হউক না কেন ? দিব্বি ছেলে। আর আমি জানি, ওদের দুজনের পরস্পর বেস প্রণয় আছে।

যশঃ। হাঁ, তাই বটে !! মেয়েকে সদ্যঃ বিধবা করার ইচ্ছা হয়েছে না কি ?

বিম। (চমৎকৃত হইয়া) একি কথা বল ?

যশঃ। তাকি তুমি কিছু জান না ?

বিম। (সবিস্ময়ে) না, সে কি ?

যশঃ। তবে শুন হেম কে ? তা ত জান ?

বিম। জানি।

যশঃ। বলি মূল প্রস্তাব ত জান ?

বিম। তাহাও তোমারই কাছে কতক শুনেছি। কিন্তু ধর্ম্ম এত অত্যাচার কি সহ্য কর্ব্বেন ?

যশঃ। (সক্রোধে) কেন অধর্ম্মটা এতে কি হলো ?

বিম। যত প্রকার অধর্ম্ম জগতে আছে সকলই এতে আছে, তুমি আরও বল;—"অধর্ম্মটা কি হলো" ? তোমার ভাবনায় আমি

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রমদার শয়ন-কক্ষ।

প্রমদা ও কুমুদিনী উপবিষ্ট।

কুমু। যাই, একবার নলিনীর কাছে যাই।

প্রম। আজ হয়ত, তাকে বড় খুসী খুসী দেখ্তে পাব।

কুমু। কেন লো?

প্রম। তুই কি জানিস্ না?

কুমু। না।

প্রম। আরে, তার্ যে বিয়ে লো।

কুমু। বিয়ে! কার সঙ্গে?

প্রম। শিকাবতীর রাজ-কুমারের সঙ্গে।

কুমু। (সবিস্ময়ে) বলিস্ কি!

প্রম। আরে মলো, তুই কি এর কিছুই জানিস্ না?

কুমু। না, কিছুই জানি না।

প্রম। বিয়ের যে দিন পর্য্যন্তও হয়ে গেছে। পরশু বিয়ে হবে।

কুমু। বলিস্ কি! একটা রাজ্যের রাজার মেয়ের বিয়ে, তা এত চুপে চুপে কেন বিয়ে দিতে যাচ্ছে?

প্রম। তা এখন কর্ত্তার ইচ্ছে কর্ম্ম।

কুমু। (স্বগত) হায়! নলিনী কি তবে বাঁচ্বে? (প্রকাশে) নলিন্ কি শুনেছে লো?

প্রম। শুনেছে বৈ কি?

কুমু। কৈ আমায় ত কিছুই বলে নাই।

প্রম। সব কথাই কি তোরে বল্‌বে ?

কুমু। ভাই ! এত গোলমালের মধ্যে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে কেন দিতে যাচ্ছে বল্‌ দেখি ? রাণীও কাতর আছেন।

প্রম। ভাই ! তা তুমি আমি বলে করব কি ? এর মধ্যে অনেক কথা আছে।

কুমু। আমায় বল্‌ না।

প্রম। তুই যদি প্রকাশ না করিস্‌, তবে বলি।

কুমু। প্রকাশের যোগ্য কথা না হলে, কেন প্রকাশ করব ?

প্রম। দেখিস্‌ ভাই !

কুমু। আচ্ছা, তুই বল্‌।

প্রম। ভাই ! রাজা যুধিষ্ঠির যে কুন্তীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, তোমাদের জাতির মনের কথা যেন আর কখন গোপন থাকে না, সে কথা বড় মিথ্যা নয়, এ সকল কথা শুনে অবধি প্রাণটা আমার কেমন কেমন কচ্ছে, তাই তোমায় না বলে আর কোন মতে থাকৃতে পারৃছি না, তাই বলি, ভাই ! বলিস্‌নে দেখিস্‌।

কুমু। তুই কি পাগল হলি ?

প্রম। (চুপে চুপে) হেমকে মেরে ফেলতে চেয়ে ছিল তা ত জানিস্‌ ?

কুমু। হাঁ তার পর ?

প্রম। এখন আর দু মাসের অধিক কাল বাকি নেই। কি জানি হেমচন্দ্র যদি কৌশলে রক্ষা পায়, আর প্রমাণ দেখিয়ে যদি রাজ্য পায়, তবে ত বিষম বিপদ ঘট্‌বে, তাই আগে নলিনের বের চেষ্টা হচ্চে, আর শিকাবতীর রাজ-পুত্রের সঙ্গে বিয়েটা হলে একটা বলও হবে।

কুমু। কেন, হেমচন্দ্রকে ত আগে পাগল বলেই উড়িয়ে দিয়েছিল, তবে তাঁর জন্য এত ভয় কেন? তিনি একাকী, তায় অল্প বয়েস, এ অবস্থায় কি তিনি একটা রাজ্য ধরে টানাটানি কত্তে পারেন? অর্থও নেই যে, অর্থলোভে লোকে তাঁর সহায় হবে।

প্রম। কি জানি ভাই, এসকল গোলমালের কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না, জানিও না, তবে এই মাত্র বল্‌তে পারি, কাল সন্ধ্যের সময় বাবার সঙ্গে অন্তঃপুরে গিয়ে চুপে চুপে অনেক পরামর্শ কল্লে, তাই একটু শুন্‌তে পেলেম্‌ যে, হেমচন্দ্র নাকি তলে তলে বিস্তর আয়োজন করেছেন, আর সেই সভার দিন থেকে নাকি রাজার উপর সাধারণের তুচ্ছ তাচ্ছীল্য হয়েছে।

কুমু। (স্বগত) ঈশ্বর তাই করুন। (প্রকাশে) তবে ত বড় বিপদ।

প্রম। বিপদ—বিষম বিপদ, মা ওদিন বাবাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে বল্লেন, হেম সোণার ছেলে, রাজাকে বলে ওর সঙ্গেই নলিনীর বিয়ে দাও, সব গোলমাল চুকে যাক্‌, রাজারও আর পুত্রসন্তান নেই, পুত্রের অধিক স্নেহ করে ওকে রাখুন, হেম নলিনীতে ছেলে বেলাবধি বড়ই প্রণয়, হেম ছাড়া নলিনী, নলিনী ছাড়া হেম থাক্‌তে পারত না, এখন এদের পরস্পর বিয়ে দিলে যেমন সুখের হবে, তেমন আর কিছুতেই নয়, লোকেও ভাল বল্‌বে। তা বাবা, মার উপর যেন একবারে খড়্গহস্ত হয়ে উঠ্‌লেন।

কুমু। (দীর্ঘ নিশ্বাস) তা হলে ত ভালই হতো। যা হোক, চল একবার নলিনীর কাছে যাই।

প্রম। তবে চল।

পঞ্চম দৃশ্য।

নলিনীর গৃহ।

নলিনী উপবিষ্টা।

নলি। (স্বগত) আমি রাজার কন্যা; দুঃখ চিন্তা এ সকলের ধার কিছুই ধারি না, কিন্তু আমি দেখিতেছি, চিন্তার অপার সমুদ্র, দুঃখের তরঙ্গে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। লজ্জা ভয়, যাহা নারীর অমূল্য ধন তাহাও আমি ত্যাগ করিয়াছি, আবার এখন প্রাণও বুঝি যায়। লোকে বলে কত তপস্যায় রাজ-কুলে জন্ম হয়, কিন্তু আমার তপস্যার কি এই ফল? হায়! আমি কি জন্য হেমে জীবন সমর্পণ করিলাম, ভালবাসিলাম! হায়! কি বিপদ! হেম! তুমিই কি আমার দুঃখের কারণ? (দীর্ঘনিশ্বাস) না, হেম আমার মণি, যার নামে শরীর পুলকিত হয়; যাকে ভাবিতেও বিমল শান্তি অনুভব করি, সেই কি দুঃখের মূল? কখনই না, আমার এ অদৃষ্টের লেখা। হেমচন্দ্রকে এত ভাল না বাসিলেও আমায় এ যাতনা ভোগ করিতে হইত। তবে হেম কিসে দোষী? আমিই দোষী, (দীর্ঘ নিশ্বাস)। এখন করি কি? ব্রহ্মচারী যে উপায় বলে দিয়েছেন, তাই কি করব? এ সাহসিক ব্যাপারে ত মনও যায় না, কি করি, তা না হলেও ত উপায় দেখি না। কালই আমার সর্ব্বনাশ ঘটবে। (একবার হস্তের ঔষধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) খাই। (সেবনোদ্যত) না, মন যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। ব্রহ্মচারীর ঔষধ খেতেও ত সাহস হয় না। না—খাই, আর উপায় কি? যা থাকে কপালে, জগদীশ্বর! এ দুঃখিনীরে রক্ষা করো (অশ্রুপাত করিতে করিতে) মা! তুমি

আমায় কি জন্য গর্ভে ধারণ করেছিলে? খাই এখন। (ঔষধ সেবন ও শয়ন)

(নেপথ্যে)—নলিনী বুঝি ঘরে নেই, কেমন লো?)

নলি। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেও প্রমদা নাকি?

(নেপথ্যে—এই যে আছে, চল।)

প্রমদা ও কুমুদিনীর প্রবেশ।

কুমু। একি নলিন্ শুয়ে যে?

প্রম। বিয়ের আহ্লাদে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌ছে বুঝি।

নলি। আজ আমার শরীর বড় অসুস্থ হয়েছে।

প্রম। (হাসিয়া) শরীর না মন?

কুমু। শরীরে হলেই মনে।

প্রম। এস্বভাবটী অনেকরই দেখে থাকি। সুখের কোলে শয়ন করে মুখে বলে থাকেন, বড় অসুখ, মনে আহ্লাদের উত্তাল তরঙ্গ মালা। এ সকল অসুখ যে কোত্থেকে আসে, তা বুঝ্‌তে পারি না ভাই!

অমল সুখের জলে ডুব্ দিয়ে লোকে,
বলে প্রাণে মরিলাম দুখে আর শোকে,
হায় হায় প্রাণ যায় কত আর সয়,
হইল সুখের দিনে দুখের উদয়।
কেহ যদি বলে ভাই কি দুখ তোমার?
অমনি বলিবে করি মুখের বিকার।
জানি না কেমন এক অসুখ অন্তরে
পশিল শুষিতে হায়! সুখ-নীরে ধীরে।

তাই হয়েছে আমাদের নলিনীর; বল্‌ছেন, অসুখ আর শরীরে ধরে না।

নলি। (কাতর ভাবে) প্রমদ! আর কেন ভাই? আমার শরীর ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে, একটু চুপ কর।

কুমু। (নলিনীর প্রতি) তাই ত তোমার চক্ষু যে বড় রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে. (গাত্রে হস্ত দিয়া) না, শরীর ত ভাল আছে।

নলি। (পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া) উঃ কি কষ্ট! আমার যে সংসার অন্ধকারময় বোধ হচ্ছে, কুমুদ! প্রাণ যায় যে।

কুমু। (সবিস্ময়ে) একি হঠাৎ এমন হলে কেন।

প্রম। তাই ত!

নলি। (কাতর স্বরে) মা গো, ও বাবা, উঃ কি যন্ত্রণা!!

কুমু। নলিনীর অবস্থা ত বড় ভাল দেখ্‌ছি না, প্রমদ! একবার মহারাজকে সম্বাদ দিলে কি ভাল হয় না?

প্রম। যাই, আমি তবে যাই, এ কি হলো, হায় হায় হঠাৎ একি হলো!

[প্রমদার প্রস্থান।

নলি। কুমুদ! আমার ত প্রাণ যায়, শরীর জ্বলে যায়।

কুমু। কিছু ভয় নাই।

নলি। কুমুদ! তোমার আর আশ্বাস দিতে হবে না, আমি ক্রমেই দুর্ব্বল হচ্ছি, আমার দৃষ্টি পর্য্যন্তও যে লোপ হয়ে গেল, আমি মলেম।

কুমু। তুমি এমন হলে কেন? আমাদের ত আর প্রাণে সহ্য হয় না।

নলি। (কুমুদিনীর হাত ধরিয়া) সখি! আমার একটী কথা—

কুমু। কি কথা সই!

নলি। (কুমুদিনীর হাত নিজ মস্তকে দিয়া) রাখ্‌বে ত?

কুমু। (হস্ত আকর্ষণ করিয়া) ছি! এ কর কি? আমি কবে তোমার কথা রাখি নাই?

নলি। চিরকাল আমার কথা রেখেছ, সেই সঙ্গে এ কথাটীও রেখ।

কুমু। কি কথাটী? বল।

নলি। সই! আমি মলে, আমার এ শরীর দাহন কত্তে নিষেধ করে দিবে, বাবার পায় ধরে এ কথাটী রক্ষা কত্তে বলো।

কুমু। এ কি কথা বল্‌ছ তুমি? এমন অমঙ্গলের কথা মুখে এন না! ঈশ্বর যেন এমন দিন না দেন।

নলি। সখি! আর বাকি নাই, এখন আমি প্রতি পলকেই মৃত্যুর অপেক্ষা কচ্চি।

কুমু। তুমি কিছুকাল চুপ করে থাক, আর অধিক বকো না, একবার নিদ্রা গেলেই তুমি সুস্থ হবে (নলিনীর মস্তকে হস্ত পরামর্ষণ করিতে করিতে) একটু ঘুমাও।

নলি। হেমচন্দ্র আমার স্বর্গের দেবতা। তাঁর কোলে আমার শান্তি হতো। হেমের হাসির প্রভায় আমি জীবিত ছিলেম, কালে আমায় দংশিল। উহুহু! আমি মলে হেম কেঁদে পাগল হবে। আমায় রেখ রেখ। হেম এসে আমার মৃত শরীর কোলে তুলে নেবেন, আমি স্বর্গে যাব, তাঁর স্পর্শে আমি মুক্ত হব, আহা হা!! সে দিন কি হবে?

কুমু। ও নলিন্‌! একি? এমন হলে কেন? কি বিষম বিপদ উপস্থিত হলো! প্রমদাও ত ফিরে আসে না।

নলি। ওমা! মা! আমার কাছে এস। বাবা, উঃ শক্র শক্র! এমন শক্র! হেম! তুমি পালাও পালাও, আমায় আর ভাল

বেস না, বাবা তোমার রুধির পান করবেন, এস হেম! হৃদয়ের দ্বার খুলেছি, আমি তোমায় রাখি এ ঘরে কেউ আস্‌তে পার্‌বে না।

কুমু। (স্বগত) এ যে প্রলাপ, হায় হায় নলিনীর কি হোলো! যে নলিনী, বিয়ের কথায় লাজে মাথা তুলে চায় না, আজ তার এ ভাব, কিসে হোলো এমন? শরীর যে আরো রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো, কাল বিয়ে হবে, এই ভয়ে কি কিছু খেয়েছে? নলিনীর কিছু হলে আমি কার কাছে দাঁড়াব, হায় কেউ যে আমায় এমন ভালবাসে না। (দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে ক্রন্দন) হায় কি হলো!

নলি। মা গো! মলেম, উঃ কি যাতনা! (পার্শ্বপরিবর্ত্তন) ইনি কে?

কুমু। কৈ, কেউ নয়, তুমি একটু চুপ করে থাক।

নলি। আমি আর ওঁর মুখ দেখ্‌ব না, উনি আমার হেম-চন্দ্রকে বড় দুঃখ দিচ্ছেন, উনি শত্রু, না না, বাঘ, না, তার চেয়েও বেশি বিশ্বাস-ঘাতক, আমি ওঁর মুখাবলোকন কর্‌ব না।

কুমু। কার কথা বল্‌ছ নলিন্?

নলি। ঐ যে দেখ্‌না, বাবা। উনি এখনও আমার হেমকে মার্‌তে চাচ্ছেন।

কুমু। না, কেউ এখানে নেই।

যশোবন্ত সিংহের সহিত প্রমদার পুনঃপ্রবেশ।

যশঃ। কুমুদ! নলিন্ কেমন আছে?

কুমু। বড় ভাল নয়, প্রলাপের মত কত কি বক্‌ছে, শুনে শুনে আমার প্রাণ চম্‌কে গিয়েছে।

যশঃ। (সবিস্ময়ে) বল কি? (নলিনীর এক পার্শ্বে বসিয়া ও মস্তকে হাত দিয়া) নলিন্! মা! এমন হলে কেন?

সর্ব্বদা অস্থির থাকি, কখন আমার ভাগ্যে কি ঘটে কিছুই বল্‌তে পারি না। হা পরমেশ্বর! (ক্রন্দন)

যশঃ। আরে মলো; কাঁদো কেন?

বিম। (বসনাঞ্চলে নেত্র মার্জ্জন করিতে করিতে) আমি তোমার হাতে পায় ধরে বল্‌ছি, তুমি এইটী দেখে চলো যে, কেউ কিছু না বল্‌তে পারে।

যশঃ। কেন, আমি কি মন্দ করি? আর আমায় মন্দই বা কে বলে?

বিম। সে কথায় আর কাজ নাই।

যশঃ। কেন?

বিম। তা বৈ কি, আমি তোমার অনেক গুলিন ব্যবহার রক্ত-মাংসময় শরীরীর মত দেখি না।

যশঃ। কি সে?

বিম। তুমি আবার বল "কি সে"? তুমিই ত বলেছ হেম বাস্তবিকই সেই রণবীর মহারাজের পুত্র। তুমিই বলেছ যে, হেমের এ দুর্দ্দশার মূল কারণ তুমি, এক বার তোমার কার্য্য-কলাপ মনে মনে ধ্যান করে দেখ দেখি, তোমার শরীর রক্ত-মাংসের কি না, হৃদয় বজ্রময় কি না? এ সকল ভেবে আমার ইচ্ছা হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি।

যশঃ। (সক্রোধে) চুপ্ কর, তোমায় আর উপদেশ দিতে হবে না। আমি তোমায় এজন্য ডাকি নাই যে, রাজা যশোবন্ত সিংহ তোমার উপদেশ বিনা রাজ্যভ্রষ্ট হয়, আর তুমি এসে উপদেশ দানে তাঁর মান সম্ভ্রম রক্ষা কর!!!

বিম। আমি কি বল্‌ছি যে উপদেশ দিচ্ছি? তবে কি না, তোমার সকল কাজেই আমাকে পায়, না বলে থাকৃতে পারি না। তাই যাহা ভাল বুঝি তাই বলি।

যশঃ। (সদর্পে) আমি যাহা কিছু করি কিছুই অধর্ম্মের নয়, সে জন্য তোমায় ভাব্‌তে হবে না।

বিম। তবে হেমের এ দুর্দ্দশা কল্লে কেন।

যশঃ। কেন, তার ঈশ্বর-দত্ত ফল সে ভোগ কর্‌বে না? আমি কি তোমায় স্বপ্নের কথা বলি নাই? দেখ তার অনেকটা ফলেছে কি না।

বিম। ফলুক, আমি তা বলি না, কিন্তু এটীকে ত সৎকার্য্য বল্‌তে পারি না।

যশঃ। (সক্রোধে) তোমাকে আমি বলি নাই? সে ত আজ নয়, সেই রাজা জীবিত থাকৃতে এক দিন স্বপ্নে দেখ্‌লেম, তেজঃপুঞ্জ কলেবর, দীর্ঘ-জটাজূট, বিভূতি-ভুষিত শরীর, রূপার পর্ব্বতের মত একজন যোগী ডমরু বাজাইতে বাজাইতে আসিয়া আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "যশোবন্ত!" আবার বলিলেন, "না, উদয়পুর-রাজ!" আমি অমনি চম্‌কিয়া তাঁহার পদযুগল বন্দিয়া বিনয়ভাবে বল্লেম, "প্রভো! আমি রাজ্যের কর্ম্মচারী"। তাহাতে তিনি অমনি ডমরু আমার মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বাছা! দেখিস্ কি, তুই শীঘ্রই রাজা হইবি। তোর সুসময় উপস্থিত হইয়াছে, চেষ্টা করিলেই ফল লাভ হইবে"। আহা! সে কান্তি যেন এখনও আমার চক্ষের উপরে নাচিতেছে।

বিম। মহারাজ! যে স্বপ্নে বিশ্বাস করে, সেওকি মানুষ? স্বপ্নে লোকে কত কি দেখে। তুমি বৃথা স্বপ্নে নির্ভর করে এত দূর করেছ? হায়! (ক্রন্দন) মহারাজ! আমি যে পাগল হলেম।

যশঃ। কি নির্বুদ্ধি। এত বলি কিছুই বোঝনা, যদি এ স্বপ্ন মিথ্যাই হবে তবে এত দূর কি করে হলো?

বিম। হবার আশ্চর্য্য কি, কল্লেই হয়। কিন্তু পরিণাম দেখে কে?

যশঃ। (ক্রোধভরে) কিসের পরিণাম?

বিম। তোমার কাজের পরিণাম।

যশঃ। কেন, কি হয়েছে?

বিম। পাপ কি কখন ঢাকা থাকে?

যশঃ। কেন?

বিম। সব প্রকাশ পেয়েছে, এখন তোমার রাজ্যের সকল লোক সেই সব কথারই আন্দোলন কচ্ছে।

যশঃ। তারা এ নিগূঢ় কথা কি করে জান্তে পেলে?

বিম। (মস্তকে করাঘাত করিয়া) আমার মাথা, পাপ কি কখন ছাপা থাকে? ঈশ্বর তাহা ঘোষণা করেন।

যশঃ। যা হোক, তুমি ভেব না শীঘ্রই ইহার মূল ধ্বংস হবে।

বিম। কি করবে?

যশঃ। তোমাকে তাই বলিতেই এক প্রকার ডাকা হয়েছে। শুন, এখন আমাদের যত বিপদের মূল সকলই হেম। আগে মনে করেছিলাম ছোঁড়া কিছুই জান্‌বে না। এখন কি করে যেন এ ছোঁড়ার সন্দেহ হয়েছে। দুর্ভাগা, আপনার মৃত্যু আপনিই ডেকে এনেছে।

বিম। ওমা একি কথা! আবার একি!!!

যশঃ। আমার কথা শুন না? ওদিনকার সভায় যাহা যাহা হয়ে গিয়াছে সকলই ত তুমি জান, সেই জন্যই বুঝে সুঝে, ওকে দুমাস কাল অবসর দিয়াছি। বুদ্ধি থাক্‌লে সকলি হতে পারে, এই সময়ের মধ্যে——

বিম। (সবিস্ময়ে) সে কি! তুমি কি তবে হেমকেও মার্‌বে?

যশঃ। তা বই আর রক্ষার উপায় কি?

বিম। রক্ষা না হইয়া সব ছারখার হউক, তবু তুমি এ বুদ্ধি করো না।

যশঃ। এত স্বপ্নাদেশে আমার এক প্রকার কর্ত্তব্য কাজ।

বিম। এরূপ কর্ত্তব্য কাজ মানুষের নয়।

যশঃ। কেন? পরশুরাম মাতৃহত্যা পর্য্যন্ত করেছেন।

বিম। তুমি তা অপেক্ষায় শতাধিক করেছ।

যশঃ। (সক্রোধে) কি করেছি?

বিম। আবার বল "কি করেছি"? বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে মহাপাপ আর নেই, তা তুমি সহজে করেছ। একে রাজা পিতৃ-তুল্য, তায় তিনি তোমায় কত ভাল বাসিতেন, হৃদয় পাষাণে বেঁধে তাঁকে বিনাশ কল্লে, তাঁর রাজ্য হরণ কল্লে, তাঁর স্ত্রী, যিনি তোমাকে পুত্রের অধিক ভাল বাসিতেন, তুমি তাঁকেও বন্য জন্তুর মুখে ধরে দিয়াছিলে, এখন তাঁর পুত্রটী, হায়! উদয়পুর রাজ-সংসারের একটীমাত্র নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ হেম, তাকেও তুমি বধ করবে? হায়! এ পাপ কি সহ্য হবে? (ক্রন্দন)

যশঃ। (সক্রোধে) আঃ, চুপ্ কর, চুপ্ কর, তুমিও আবার তেম্নি?

বিম। মহারাজ! তোমার পায় ধরি, এ সকল বুদ্ধি ত্যাগ কর।

যশঃ। (ক্রোধ ও ব্যঙ্গ সহকারে) লোকে মহারাণী বলে ও গরবে গা ভেঙ্গে পড়ে। সে ডাক যে আর কেউ তবে ডাক্‌বে না। সোণার থালে খাও, গাছের পাতায়ও যে চারিটী খুদ খেতে পাবে না। তখন—?

বিম। মহারাজ! তার ভয় কি? পাপের রত্ন-সিংহাসন

অপেক্ষায় ধর্ম্মের তৃণাসনও সহস্র গুণে ভাল, মহারাজ! তুমি আমার কথা অবহেলা করে, ক্রমে ক্রমে এত দূর করেছ, আমি অতিকষ্টে সকলই সহিয়া আসিতেছি, এ সকল জঘন্য কার্য্যে তোমার অনিচ্ছা নাই, কিন্তু আমি আর সহ্য করিতে পারি না। প্রকাশ্যে মুখ খুলে কান্তেও পারি না। তোমার অমঙ্গলের ভয় রাখি, পাছে গুপ্ত কথা প্রকাশ পায়। কিন্তু এখন আমি একে-বারে ধৈর্য্য-শূন্য হয়েছি। আমি এখন পাগল হব, মহারাজ! ভাল কথা, তুমি স্বপ্নে যা বলেছিলে তার শেষের কথাটা মনে করে দেখ দেখি? হায়! সে ভয়ঙ্কর অবস্থা কি এখনও উপস্থিত হয় নাই?

যশঃ। কি? স্বপ্নের শেষ অংশটা কি? কি বলেছিলাম?

বিম। কেন ভুলে গিয়াছ? তুমি ত বলেছ, যে "আবার দেখ্‌লাম আমার নিকট এক মহাবীর পুরুষ দাঁড়াইয়া আছেন, রণবীর সিংহ যেন, আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে তাঁকে বল্‌ছেন, "দেখ এই নরাধম বিশ্বাসঘাতকী আমার সর্ব্বনাশ করেছে। তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র, অতএব আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর, এ মহাপাপীর উপযুক্ত শাস্তি দিবে"। বীর পুরুষ যেন নতজানু হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মহারাজার পাদ-স্পর্শ করিয়া তাহাই প্রতিজ্ঞা করিল। হায়! এ যে সেই সময় প্রায় উপস্থিত। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

যশঃ। তুমি স্ত্রীলোক। সকল স্বপ্নই কি ফল্‌বে?

বিম। তাই বটে, যেটা মনের মতন স্বপ্ন সেটা ফল্‌বে, আর যেটা মন্দ সেটা ফল্‌বে না। তোমার পায় ধরি আমায় ক্ষমা কর।

যশঃ। ভাল, আর একটা কথা, তুমি যে বল্লে, "স্বপ্নের বীর পুরুষ প্রতিজ্ঞা কচ্ছে" কিন্তু সে কথাটী কি তোমার মনে নাই যে,

"আবার দেখ্‌লেম সেই বীর পুরুষটী প্রতিজ্ঞা করে উঠে আস্‌তে তাঁর নিকট যেন আমি একটা পদ্মফুল ফেলে দিলাম। তিনি যেমন সন্তুষ্ট হয়ে ফুলটী তুলে নিলেন, অম্নি তার ভিতর হতে একটা বিষাক্ত পোকা বাহির হইয়া তাঁকে কামড়ালে, তিনি তৎ-ক্ষণাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়্‌লেন। আর আমি সেই ফুলটী কুড়িয়ে পথে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আস্‌তে লাগ্‌লেম"।

বিম। তুমি যা বল, আমার কিছুই ভাল বোধ হয় না। (ঊর্দ্ধদৃষ্টে) হে জগদীশ্বর! তুমি যা কর (গভীর মেঘ-গর্জ্জন) দেখ, (আবার গর্জ্জন) এই মেঘ-গর্জ্জনে আমার হৃদয় কেঁপে উঠ্‌ছে। আঃ, আমি কোথায় যাব। (আবার গর্জ্জন) হে মেঘ! তুমি রক্ষা কর। (আবার গর্জ্জন) হায় হায়! তুমি কি আমাদের পাপের শাসন জন্য তর্জ্জন করিতেছ? (মেঘ-গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ প্রকাশ) হাঁ, এই ত বিদ্যুৎ, নানা—

যশঃ। পাগল হলে না কি, প্রলাপ বাক্য কেন?

বিম। না না, এত বিদ্যুৎ নয়; এ ধর্ম্মের দূত, আমাকে দেখিয়া হাসিল; (আবার গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ প্রকাশ) এই যে আবার হাসে। আঁ আমার মাথায় বজ্র পড়িল, আমি মলেম (পতন ও অচেতন)।

যশঃ। (ভয় ও বিস্ময়ে বিমলাকে ধরিয়া) এ কি, হঠাৎ একি হলো!!

বাসন্তীর প্রবেশ।

বাস। মহারাজ! এ কি? মার এ দশা কেন?

যশঃ। (অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে) বাসন্তি! আমি কিছুই জানি না। কতকগুলি প্রলাপ-বাক্য বলতে বলতে হঠাৎ এঁর এ দশা।

বাস। মাঃ ওমা! মাগো!

(নেপথ্যে—মহারাজ! মহারাজ!)

যশঃ। কে ও?

শীতলার প্রবেশ।

শীত। মন্ত্রী মহারাজের জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন।

যশঃ। বাসন্তি! শীতলে! তোমরা এঁকে সুস্থ কর্‌বার যত্ন কর, আমি একবার আসি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শান্তিরামের বাটী।

একটী বকুল বৃক্ষমূলে শান্তিরাম উপবিষ্ট।

শান্তি। (স্বগত) উঃ কি গ্রীষ্ম!! গাছ-তলায় এসে বস্‌লেম, তথাপি শরীর শীতল বোধ হয় না, পিপাসাও যায় না। আর এদিকে সূর্য্যও বাদ সাধ্‌ছেন। ইঃ!! মৃত্তিকা শুকিয়ে পাথর হয়ে গিয়াছে বল্লেই হয়। উঃ!! এত দীর্ঘকাল ত অনাবৃষ্টির কথা কখন শুনি নাই। মেদিনী শস্য-শূন্য, জলাশয় জলশূন্য। হায়! চারি দিকে দুর্ভিক্ষের হায় হুতাশ!! যে রাজ্যের রাজা পাপী, যে দেশ-শুদ্ধ লোকই পাপী। পাপে কি না হয়, মহামারী দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি মহা অমঙ্গল-জনক ঘটনা কেবল পাপেরই ফল। কেনই বা দেশ উচ্ছিন্ন না যাবে, যে দেশে কৃতজ্ঞতা নাই, ধর্ম্ম-ভীরুতা নাই, শক্তি-সাম্য নাই, সে দেশও কি আবার দেশ? রণবীর দেব-পুরুষ ছিলেন, তিনি যে বার জন্মেছিলেন, সে বার স্বর্ণ বৃষ্টি হয়েছিল। কোথায় সেই রণবীর আর কোথায়

যশোবন্ত, যাক্, মরুক্ গেঁ, আমাদের কি! আমরা ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ, ঈশ্বর আমাদের দিন এক প্রকার চালাবেন, আমাদের রাজ্যের ভাবনা ভেবে কাজ কি? (গাত্রমার্জ্জনী দ্বারা ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে গান।)

রাগিণী বিভাস—তাল মধ্যমান।

দুরন্ত কালের চক্রে দলিল সুখ-কমল।
মলিন পেষিত ফুল নর-হৃদ-বাপী জলে॥
অস্ত ধর্ম্ম-প্রভাকর, কমলে কে দিবে কর,
অমল সলিলে এবে, কর বিনা শুকাইল॥
ভেবেছিলাম এ উদয়ে*, হইবে শুভ উদয়, -
ফুটিবে প্রসূন আবার প্রজা-মানস-সরসে।
আহা! পরিণামে এই হইল পাপ-চন্দ্র
বিকাশিল, গ্রাসিল সকল সুধা, নলিনী মুদিল॥

(নেপথ্যে—উঃ কি প্রচণ্ড রৌদ্র!!)

শান্তি। (জিব কেটে চারিদিকে চাহিয়া) কে আসে আবার? যাক্—(গান।)

রাগিণী ছায়ানট—তাল আড়া।

কেন হে কোকিল সুজন,
ছাড়িলে তোমার কেন মধুর কূজন।
ধর হে তোমার তান,
কর বিভু-গুণ-গান,
জুড়াও রে সাধুর প্রাণ,
করি সুধা বরিষণ॥

---

* উদয়পুর রাজ্য।

অরে, সুভাষি, মসী-বরণ
স্বভাব বিচিত্র ধন,
এস আমার কাছে বসি
কর ঈশ-নাম-গান।
অরে, পাপির অযশ গাও,
নাচিয়ে নাচিয়ে রে
কুহু-স্বরে আকুল কর
তাহার পরাণ॥

তারার প্রবেশ।

শান্তি। কি মনে করে?

তারা। কি মনে করে আর, তোমার গান শুনে পেট ভত্তে এলেম, তুমি ত বেস্ লোক, ছেলে কেঁদে ঢল যাচ্ছে, বাছা আমার না খেতে পেয়ে কেমন হয়ে গেছে, ভাল, আমিই যেন যত দিন প্রাণে সহ্য হয় তত দিন না খেয়ে থাকৃতে পারৃব, তুমি ত এখানে ওখানে নিমন্ত্রণ খেয়েই বেড়াও, ভাল——

শান্তি। (স্বগত) কি বিপদ, এই ভয়ে বাড়ী হতে এখানে এসেছি, তবু এসে উপস্থিত, আর না এসেই বা কি করবে, কদিন না খেয়ে থাকৃবে? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস-সহকারে প্রকাশে) আমায় কি কত্তে বল?

তারা। আর কি, দেখ, কোন খানে কিছু পাও কি না? ছেলেকে ত আমি আর রাখতে পারি না, তাকে কত করে ঘুমাইয়ে রেখে এলেম। না হয় এক বার যাও।

শান্তি। কোথা যেতে বল, যা বল আমি তাই কত্তে প্রস্তুত আছি।

তারা। শুনছি কত লোক রাজধানীতে যাচ্ছে, রাণীর ব্যারাম হয়েছে, তুমিও না হয় যাও, দেখ যদি গ্রহ-শান্তির হোম করে কিছু আন্‌তে পার।

শান্তি। তারা! অনাহারে তুমি মর, আমি মরি, খোকাও মরুক, তবু আমি সেখানে যাব না।

তারা। কেন যাবে না?

শান্তি। আমি কি সেখানে হোম করে পাতকী হব?

তারা। (সবিস্ময়ে) কেন হোম কল্লে কি লোক পাপী হয়?

শান্তি। তা হবে কেন? আমি কি নরকে হোম করব?

তারা। রাজধানী, পুণ্য স্থান, তা তুমি নরক বল্‌ছ?

শান্তি। নরক বৈ কি, তুমি ওদের গ্রহ-বৈগুণ্য নাশ করার জন্য হোম কত্তে বল্‌ছ, কিন্তু আমার ইচ্ছা হয় যে, যাতে ওদের আরো কিছু অশুভ হয় তাই করি।

তারা। তবে তুমি যাবে না, তাই বল।

শান্তি। না যাব কেন? অন্য স্থান হলে যেতেম্। তুমি কি জান না যশোবন্ত সিং আমার খুড়োকে কি দশা কল্লে, আহা খুড়োমহাশয় আজ যদি থাক্‌তেন, তা হলে কি আর আমাদের এ দশা?—

তারা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে) তা এখন আর করা কি? লোকে অন্নকষ্টে চুরী পর্য্যন্তও করে থাকে। না হয় তুমি অন্ন-কষ্টের জন্যে পাপীকে প্রায়শ্চিত্ত করালে, এতে আমি বলছি তোমার কিছু পাপ হবে না।

শান্তি। আচ্ছা, তবে যাই, এখনই যাব, তুমি আমার চাদর খানি এনে দাও, আর এই মাদুরটা নে যাও।

[মাদুর লইয়া তারার প্রস্থান।

শান্তি। আর করা কি, যাই, কিন্তু বেটার মুখাবলোকন কত্তে ইচ্ছা করে না। তবে অন্ন বিনে প্রাণ বাঁচে না, না গিয়েও উপায়ান্তর দেখি না। আমার কত ভাগ্যের ফলে তারা আমার ঘরে এসেছিল, আর কেউ হলে এত কখনও সহ্য কত্তে পারত না, নিশ্চয় অন্য পথ দেখ্ত। তারার এত কষ্ট, তবু একটী দিন দেখ্লেম না, আমায় রুষ্ট কথা বল্লে।

উত্তরীয় হস্তে তারার পুনঃপ্রবেশ।

তারা। (শান্তিরামকে উত্তরীয় দিয়া) বড় রোদ হয়েছে, না হয় একটু পরে যেও।

শান্তি। আমাদের আবার রৌদ্র বৃষ্টি!! যাই, আমার যদি দুদিনি এক দিন গৌণ হয় তবে, এই চাবিটি লও, আমার ঝাপিটী খুলে দেখ্বে তাতে তিন কাহন কড়ি ওদিন যে দক্ষিণা পেয়েছিলাম, তাই আছে, তোমরা কোন মতে চালিও, আর রামুদাদার গরুর সচ্ছন্দ দুধ হয়, তিনি রোজ এক পো করে দিতে চেয়েছিলেন, মনে করে এন, তা হলে খোকার হবে। আমি তবে চল্লেম।

তারা। চাদরখানি মাথায় দে যাও, নৈলে বড় রোদ লাগ্বে।

শান্তি। আচ্ছা, তুমি ঘরে যাও।

[শান্তিরামের প্রস্থান।

তারা। (স্বগত) উনিই বা কি কর্বেন্? ওঁর ত কিছুই ত্রুটী দেখি না, ওঁর কষ্ট আর আমার প্রাণে সহ্য হয় না। এত রোদে পাঠিয়ে দিলাম, আমি দিব্বি ঘরে বসে থাক্ব। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) উনি যেমন সদানন্দ, ধার্ম্মিক, প্রাণান্তে পরের অনুপকার করেন না, তেমনি ওঁর দুর্দ্দশা।

[তারার প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজ-সভা।

যশোবন্ত সিংহ ও রামদেব আসীন।

রাম। মহারাজ! আজ্ এত বিমর্ষ দেখ্‌ছি যে?

যশঃ। রাম! বড় বিপদ উপস্থিত।

রাম। (ব্যস্ত হইয়া) সে কি মহারাজ!

যশঃ। রাণী অত্যন্ত পীড়িতা।

রাম। হঠাৎ তাঁর কি ব্যারাম হলো?

যশঃ। আমি তাঁকে কয়েকটী কথা বল্‌তেছিলাম, হঠাৎ তিনি বল্লেন যে, আমি বুঝি পাগল হলেম, এই বলেই মূর্চ্ছিত।

রাম। তার পর।

যশঃ। তার পর আর কি? শুশ্রূষার জন্য বাসন্তী ও শীতলাকে রেখে আস্‌ছি।

রাম। চিকিৎসক ডাকা হয় নাই?

যশঃ। হাঁ, চিকিৎসকেও দেখে গিয়াছেন।

রাম। তিনি কি বল্লেন?

যশঃ। তিনি বল্লেন, "বায়ু-বৃদ্ধি হয়ে এরূপ হয়েছে, কিছু চিন্তা নাই"। এই বলে কিছু ঔষধ দিয়ে গিয়াছেন, আর খুব স্নিগ্ধ রাখ্‌তে বলেছেন।

রাম। তবে ত বড় বিপদ উপস্থিত। এতে আর কি করে পর্‌শু রাজকুমারীর বিয়ে হতে পারে?

যশঃ। না হলেই নয়, হয় ত কালই শিকাবতীর রাজপুত্র এসে উপস্থিত হবেন। অদৃষ্টে আমোদ প্রমোদ লেখা নাই, তার

আর কি করব? ঈশ্বর দিন দেন্ ত এক্‌ দিন হবে। যা হোক, তুমি কি জন্য এসেছ?

রাম। আমি কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা কত্তে মহারাজের কাছে এসেছি।

যশঃ। আচ্ছা, বল।

রাম। দু মাসের আর ত অনেক দিন বাকি নাই, আমাদের এদিক্‌কার কিছুই ত হলো না। আর মহারাজ! বিষম অমঙ্গল উপস্থিত।

যশঃ। সে কি?

রাম। যে ভীমবাহুকে আমরা প্রধান সহায় মনে করেছি-লাম, তিনি এখন কেবল আমাদের অনিষ্ট চেষ্টাই কচ্ছেন। অতএব আগে তাঁরে দমন করা চাই।

যশঃ। শুনে আমার যে মাথা ঘুরে গেল, বল কি রাম?

রাম। হাঁ, মহারাজ!

যশঃ। ভীম কি তবে এত অকৃতজ্ঞ? ভীমের ত তেমন প্রকৃতি নয়।

রাম। আর মহারাজ! "তেমন প্রকৃতি নয়"। সর্ব্বনাশ উপস্থিত করেছে।

যশঃ। কি, কি করেছে?

রাম। মহারাজ! এই দু মাস কাল মধ্যে আমরা হেমচন্দ্রকে যে মারবার কল্পনা করেছিলাম, তাহা ভীম যেন কি করে জান্‌তে পেরেছে।

যশঃ। তা ভীমের প্রতি আমার অবিশ্বাস নাই, এতে আর আশঙ্কা কি হতে পারে?

রাম। আপনি বড় সরল, তাই সকলকে আপনারি মত

দেখেন, কাল ভীমকে যা ভেবেছেন, সে তা নয়, সে এখন আপনার প্রতি বিশেষ অশ্রদ্ধা করে থাকে। সে দিন আমার সঙ্গেও তাঁর বাদানুবাদ হয়েছিল, তাতে সে স্পষ্ট বিধানে দর্প করে আমাকে বল্লে, "তুমি দুরাচার, তুমি পাষণ্ড, তুমি পাপী, তোমারই মন্ত্রণাগুণে মহারাজ ধনে প্রাণে মারা যাবেন, এত অধর্ম্ম কি সহ্য হয়? আবার শুন্‌ছি, হেমকে তোমরা মেরে ফেল্‌তে অগ্রসর হয়েছ, আমি থাক্‌তে তা হবে না, হবে না, হবে না।" আমি অবাক্ হয়ে উঠে এলেম।

যশঃ। কি! এত দূর?

রাম। আর মহারাজ! সে দিন আমাকে যে অপমানটা কল্লে, বোধ হয়, ওর কাছে অস্ত্র থাক্‌লে আমাকে কেটে ফেল্‌তেও ত্রুটী কর্‌ত না।

যশঃ। সেখানে আর কে ছিল?

রাম। সেখানে আর কেউ ছিল না।

যশঃ। তোমাদের এ সকল বাদানুবাদের সূত্রপাত কিসে হলো?

প্রতিহারীর সহিত শান্তিরামের প্রবেশ।

রাম। কে আস্‌ছেন?

শান্তি। (হস্ত তুলিয়া) মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করি।

যশঃ। (প্রণাম পূর্ব্বক) বস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

প্রতি। মহারাজ! ইনি পণ্ডিত। যাগ যজ্ঞ করে লোকের গ্রহ-শান্তি করে থাকেন।

যশঃ। আচ্ছা, তুমি যাও।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

শান্তি। মহারাজ! পরস্পর শুন্‌তে পেলেম মহারাণী হঠাৎ

অত্যন্ত পীড়িতা হয়ে পড়েছেন। এরূপ পীড়ার উদ্দীপন কেবল গ্রহ-বৈগুণ্যেই ঘটে থাকে।

যশঃ। হাঁ, গ্রহ-বৈগুণ্য বৈ আর কি, তা না হলে এমন হবে কেন?

রাম। মহারাজ! এ কথা বড় মিথ্যা নয়। গ্রহ-দেবতা অপ্রসন্ন হলে বিপদ এসে পদে পদে উপস্থিত হয়। যা হোক্, এ জন্য স্বস্ত্যয়ন করা উচিত।

যশঃ। স্বস্ত্যয়ন করিলে কি হবে?

শান্তি। মহারাজ! বিধিপূর্ব্বক হোম এবং স্বস্ত্যয়ন করিলে, য়া ইচ্ছা তাই করা যায়।

যশঃ। তাই করা যায়?

শান্তি। আজ্ঞা হাঁ, এ দ্বারা লোকের ভালও যেমন করা যায়, মন্দও তেম্নি করা যায়।

যশঃ। (স্বগত) ঈশ্বর আমার উপর আছেন। (প্রকাশে) তবে মহাশয়কে অনুগ্রহ করে এখানে কদিন থাকৃতে হবে? আমার মঙ্গলের জন্য এবং শত্রুর অমঙ্গলের জন্য কয়েকটী দৈবকার্য্য কত্তে হবে। আপনাকে যথোচিত পুরস্কার দিব।

শান্তি। আজ্ঞা, তার আর বাধা আছে কি? আমি এই জন্যই এসেছি। অনাহূত ভাবে আমার স্থানান্তরে যাওয়া হয় না, এবং আমাদের চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেহ তা কখন করেন নাই, তবে কেবল মহারাজের মঙ্গলোদ্দেশেই এসেছি। জগদীশ্বর আপনার ভাল করুন।

যশঃ। জগদীশ্বর ত করবেনই, এখন মহাশয়ের উপরেও অনেকটা——

রাম। তার্ আর কথা আছে?

শান্তি। আজ্ঞা, আমাদ্বারা যত দূর হতে পারে তাতে কখনও ক্রটী হবে না।

যশঃ। মহাশয় বসুন, আমরা একটা গুপ্ত পরামর্শ করে আসি। রাম! তুমি একবার এস ত (যশোবন্ত সিংহ ও রামদেবের কক্ষান্তরে গমন)।

শান্তি। (স্বগত) লোকের কুসংস্কারের দরুণ যে কত অর্থনাশ ও নির্ব্বুদ্ধি প্রকাশ হয় তা আর বল্‌তে পারি না। এরা সব মূর্খ, এ বোঝে না যে, মানুষের কি কখন সাধ্য যে, হোম, স্বস্ত্যয়নাদি করে ইচ্ছানুরূপ লোকের ভাল মন্দ কর্‌তে পারে!! হতভাগারা যেমন ধর্ম্মান্ধ তেম্নি আবার জ্ঞানান্ধ। এদের কাজ দেখে রাগ হয়, কথায় হাসি পায়, হা নরাধমেরা! মনে করেছ আমি স্বস্ত্যয়ন করে তোমার সকল মঙ্গল করে দিব। আমার সাধ্য যদি তাই হত, (ঈষদ্ধাস্যে) তবে আর তোমায় এত দিন রাজ্য কত্তে হতো না! আমি কেন? পৃথিবীর কোন লোকের সাধ্য নাই যে, কেউ যাগ করে কিছু কত্তে পারে। যা পরমেশ্বর কর্‌বেন, তাই হবে, কার সাধ্য ইহার বিপরীত করে, তবে তা যারা বোঝে না, তারা মূর্খ, তারা ধর্ম্মান্ধ, তারা জ্ঞানান্ধ। হায়! আমাদের এমনই পোড়া দেশ যে, শতকরা নিরেনব্বই জনই এই দশাপন্ন! যা হোক পক্ষান্তরে এক রকম একে ভালই বল্‌তে হয়, সাধারণ লোকের এরূপ কুসংস্কার না থাক্‌লে, আমাদের এ ব্যবসায়ীরা মরে যেত। নদীর একপাড় ভাঙ্গিলে অপর পাড়ে চড়া পড়ে থাকে, এ ঠিক তেম্নি, যাদের কুসংস্কার তাদের অর্থ ক্ষয়, এবং আমার মত অর্ব্বাচীন প্রতারকগণের লাভ। যা হোক্ এখন ঈশ্বরেচ্ছায় কয়েকটী দিন, রাণী বেঁচে থাকেন, এবং এই সুযোগে কিছু অর্থ হস্তগত করে নিতে পারি

তবেই ভাল হয়। টাকা-গুলি নিয়ে বাড়ী গিয়েই ব্রাহ্মণীকে বল্‌ব, টাকাগুলি ধর, তিনি কত সন্তুষ্ট হবেন। বাড়ীতে ত ভাল সিন্দুক কি ঝাপি নাই, রাখ্‌বই বা কোথায়? আচ্ছা না হয়, ঘরের মেজের পুঁতে রাখবো। (যশোবন্ত সিংহ ও রামদেবের আগমন এবং শান্তিরামের দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা।)

যশঃ। (শান্তিরামের প্রতি) প্রায় সন্ধ্যা হলো, এখন তবে সন্ধ্যাবন্দনাদি করা যাক্ গে, কাল্ আপনার সকল সুবিধা করে দিব।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিব-মন্দিরের উদ্যান।

একটী বৃক্ষমূলে হেমচন্দ্র আসীন।

হেম। (স্বগত) জ্ঞানীরা বলেন, "সংসারে যে যত লিপ্ত সে তত অসুখী"। কিন্তু আমার সংসারে কি আছে? আমার মত অসুখীই বা জগতে কে? সংসারের চিন্তায় আমি বিব্রত নহি। তবে আমার শান্তি কোথায়? সুবিমল গগন তারকা-হীরকে জ্বলিতেছে। বিমল চন্দ্র তাহাতে বিরাজমান। এদিকে নানা জাতি ফুল ফুটিয়া সুগন্ধে দিক আমোদিত করিতেছে। আমি এখন একাকী বসিয়া এই সকল স্বভাব-দত্ত উপকরণের ফল ভোগ করিতেছি। কিন্তু কৈ, আমার মনে কেন কিছুই সুখ বোধ হইতেছে না? হে শান্তি! হে বিশ্ব-সাগর-রত্ন! একবার আমার হৃদয়ে এস। আমার জ্বালা যন্ত্রণা সকল দূর হউক। হায়! মনে সুখ না থাকিলে বিশ্বই অসুখময়। অন্যথা এ নির্ম্মল চারু-চন্দ্র, এ সুস্নিগ্ধ মলয়ানিল, এ মনোহর ফুলরাশি, ইহারা কেহই আমাকে সুখী করিতে পারিতেছে না কেন? এ সকল আমার বিষময় লাগিতেছে কেন? কেবল একমাত্র নলিনীকে লক্ষ্য করেই প্রাণ রাখিয়াছি, নতুবা এতদিন—

পুরুষ-বেশে নলিনীর প্রবেশ।

(সবিস্ময়ে) কে?

নলি। (মৃদুস্বরে) চুপ্ কর।

হেম। (ব্যস্তভাবে দাঁড়াইয়া) তুমি কে?

নলি।(হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া অতি কোমলস্বরে) চুপ্ কর, বসো।

হেম। (স্বগত) এ কি ব্যাপার! (প্রকাশে) কি?

নলি। এখনও "কি"?

হেম। তুমি কে?

নলি। (ক্রন্দন) হেম! আজ তোমার এ ভাব কেন?

হেম। (নলিনীর নেত্র মার্জ্জন করিতে করিতে) নলিনি! প্রাণাধিকে! তুমি এসেছ, (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) নলিন্! আমি আর কথা বল্‌তে পারি না।

নলি। হেম! তোমার শরীর এমন হয়ে গিয়েছে কেন?

হেম। (নলিনীর হাত ধরিয়া) নলিন্! তুমি কার?

নলি। হেম! আবার কি সেই বাল্যকাল পেলে? তুমি আমায় এই কথাটী যখন তখনই জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন হেম?

হেম। নলিন্! আমি এই কথাটী বাল্যকাল থেকে তোমায় কেবল জিজ্ঞাসা করি না, এই কথাটী এখনও আমায় বড় প্রিয়, (নলিনীর গণ্ডে নাসিকা স্পর্শ করিয়া) আবার তোমায় বলি, তুমি কার?

নলি। (ঈষদ্ধাস্যে) আমি জানি না, আমি কার।

হেল। (নলিনীর পুরুষ বেশ খুলিতে খুলিতে) তবে তা কে জানে নলিন্?

নলি। তুমি জান।

হেম। আমি ত জানি আমারই।

নলি। তবে তোমারই।

হেম। তবে আগে যেমন আমার কাছে বসে ক্রমে ক্রমে আমার কোলে বস্‌তে, আমার মুখ পানে স্থিরদৃষ্টে চেয়ে থাক্‌তে, আর ডানি হাতখানি দিয়ে, আমার মুখে গালে——

নলি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) সেই একদিন, আর এই একদিন।

হেম। নলিন্‌! তুমি কি আমার সেই নলিন্‌। (গণ্ডে হস্ত দিয়া) হা নলিন্‌! আমার কোলে কি তেমি্ন কোরে বস্‌বে? আমার মুখ পানে কি আবার হাসিমাখান মুখখানিতে চাবে?

নলি। (অধোবদনে হাসিয়া) ছি, হেম!

হেম। ছি কেন? তুমি আমার কাছে বসো। হেমচন্দ্রের পার্শ্বে নলিনীর উপবেশন)

নলি। (স্বগতঃ) এই বুঝি আমি জন্মের মত প্রাণ-নাথের কাছে বস্‌লেম। হেম আমার যে প্রাণের অধিক, হায়! যাঁরে শিশুকাল থেকে এক দণ্ড না দেখ্‌লে, ব্যস্ত হয়ে যেখানে থাকৃত সেইখানে যেতেম, এমন প্রাণের ধন, এমন হৃদয়ের মালা, আজ আমি তিন মাস—তিন সহস্র যুগ দেখি নাই। এখন একবার চক্ষু ভরে দেখি। (হেমচন্দ্রের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত)

হেম। এ কি? অমন ভাবে একদৃষ্টে চেয়ে রহিলে যে?

নলি। (চক্ষু নামাইয়া) না!

হেম। (নলিনীকে ক্রোড়দেশে আকর্ষণ করিয়া) প্রিয়ে! বল দেখি, এ নানা জাতি ফুলের মধ্যে কোন ফুলটী সুন্দর?

নলি। এই ঝুমুক ফুলই সব চেয়ে সুন্দর।

হেম। না নলিন্‌!

নলি। তবে কি এই গোলাপের কথা বল?

হেম। না নলিন্‌! তোমার চক্ষু নাই। (চুম্বন)

নলি। (লজ্জিতভাবে) মধুমালতী ফুলগুলিও দিব্বি।

হেম। নলিনি! তাও নয়, আচ্ছা বল দেখি, কমল জন্মে কোথায়?

নলি। জলে।

হেম। এই দেখ আমার কোলে।

নলি। (লজ্জিত ভাবে) রাত প্রায় শেষ হয়ে এল, এখন ঘরে যেতে হলো, প্রকাশ হলে মহা বিপদ ঘট্‌বে।

হেম। কি বিপদ ঘট্‌বে?

নলি। কেউ দেখ্‌তে পায় ত এখনই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে, চারি দিকে প্রাচীর, তুমি যাবার পথ ও পাবে না।

হেম। তুমি———?

নলি। আমার কথায় আর কাজ কি।

হেম। তোমার প্রাণ থেকে কি আমার প্রাণ এতই মূল্যবান, নলিন্! কিছু ভয় নাই, পবিত্র প্রেমের বলে আমরা রক্ষা পাব।

নলি। নাথ! তোমার অমূল্য প্রাণ রক্ষার জন্যই আমি এ বিপদ-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি। লজ্জা, গুরুজনের ভয়, কুল-সম্ভ্রম, কিছুই না ভেবে আজ আমি এখানে এলেম, কত ইতস্ততঃ করেছি, কিন্তু না এসে থাক্‌তে পাল্লেম না। তাই এখন যে জন্যে এসেছি সে কথাগুলি শোন।

হেম। বল।

নলি। সে কথা যে আমার মুখে আসে না, ভাব্‌তেও যে প্রাণ শুকিয়ে যায়।

হেম। সে কি?

নলি। হেম! আমাদের কি হবে? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

হেম। ঈশ্বর যাহা কর্ব্বেন, তাই হবে! তার ভাবনা কি, তুমি কি তবে তাই বল্‌তে এসেছ?

নলি। (সখেদে) না হেম! তা নয়, বাবা খল-বুদ্ধি মন্ত্রীর পরামর্শে যে তোমায় অতিরিক্ত দুই মাসের অবসর দিয়াছেন, সেটী যে কেমন ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তা যে আমি ভেবেই অস্থির হই।

হেম। আমি বুঝেছি, তুমি যে আশঙ্কা করেছ তাহা বড় অসম্ভব নয়।

নলি। না না, আগে পিতার নিষ্ঠুরতা আমার হৃদয়ে স্থানও পায় নাই, এখন যেরূপ শুন্‌লেম, হায়! সে যে সর্ব্বনেশে ব্যাপার। (ক্রন্দন)

হেম। তুমি কি শুনেছ, বল। ছি, কেঁদে আকুল হলে যে।—

নলি। হেম! দুই মাস না যেতেই যে তোমাকে মেরে ফেল্‌বে। এমন কি গোপনে তোমায় বধ করে বাবাকে যে সমাচার দেবে সে পুরস্কার পর্য্যন্তও পাবে।

হেম। হা দুরাত্মন্! কুলাঙ্গার!

নলি। তবে আমি——

(নেপথ্যে—মহাদেব! হর হর হর! হর শিব শম্ভো!)

হেম। সর্ব্বনাশ, এ যে ব্রহ্মচারী এসে উপস্থিত!!

নলি। (ব্যস্ত ভাবে দাঁড়াইয়া) তবে এখন আমি কোথা যাই? হায়! পায় পায় বিপদ।

হেম। এই কামিনী গাছটীর আড়ালে দাঁড়াও, বোধ হয় ইনি এখানে আসবেন না।

নলি। (কামিনী বৃক্ষান্তরালে গমন) হায়! সময় নাই, যে পুরুষের কাপড় পরি।

পুষ্পাধার হস্তে ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

ব্রহ্ম। (স্বগত) পৃথিবী ভ্রমময়, সকলই ভ্রমজালে আচ্ছন্ন,

মানবের পদে পদে ভ্রম। ভেবেছিলাম প্রভাত হয়েছে, কিন্তু এখন দেখ্‌চি যে রজনী অবসান হয় নাই, শরতের নির্ম্মল জ্যোৎস্না একখানি লঘু মেঘে ঢেকেছিল, তাই ঊষা বলে মনে করেছিলাম। কি ভ্রম!! আমার কেন? পাখীগুলি পর্য্যন্তও ডেকে উঠেছিল, তাদেরও ভ্রম হয়েছিল, কি আশ্চর্য্য!!

হেম। (স্বগত) এ যে বিষম বিপদ উপস্থিত। ইনি আমাদিগকে দেখ্‌লে বল্‌বেন কি?

নলি। হায়! আমি কি কর্‌ব, হে ঈশ্বর! ব্রহ্মচারী যে ক্রমেই এ দিক্ পানে আস্‌ছেন।

ব্রহ্ম। (সবিস্ময়ে) একি, এত রাত্রে তোমরা কে এখানে? (উভয়ের নিকটে গিয়া) হেম! তুমি যে। এখানে কেন? (নলিনীর প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া) ইনিই বা কে? আবার গাছের আড়ালে যে, ব্যাপার খানা কি? হেম! তোমার কি এই ব্যবহার, (সক্রোধে) রণবীরের বংশের প্রতি ব্রহ্মশাপ ছিল, আর থাকে না! কি কালের মাহাত্ম্য!! কি ব্যভিচার! হেমচন্দ্র! তোমার এই কাজ? আর তোমাদ্বারা কি আশা করা যাইতে পারে? তোমার রিপুর দমন, তোমার সাহস, তোমার বীরত্ব, তোমার শিক্ষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সকলই গেল, ছি ছি, সকলই পণ্ড।

হেম। (অতি বিনীত ভাবে) আর্য্য! হঠাৎ যখন আপনি উপস্থিত হয়েছেন অবশ্যই সব জান্‌তে পার্‌বেন। আমি নিরপরাধী। জগদীশ্বর জানেন, স্বকার্য্যসাধনে আমার কোন অযত্ন পাইবেন না। (নলিনীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) মহাশয়! যা ভেবেছেন তা নয়, ইনি সামান্য বালিকা নহেন, মূর্ত্তিমতী দয়া, আমার প্রাণ-রক্ষার উদ্দেশে কেবল ইহাঁর শুভাগমন হয়েছে।

ব্রহ্ম। (সক্রোধে) "এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার"

ভেবেছিলাম, যশোবন্ত বেটাই পাজি, দুষ্ক্রিয়ার উৎস, কিন্তু এখন দেখি নির্ম্মল পবিত্র হৃদয়েও কীট প্রবেশ করেছে! হেম! তোর্ জন্য আমার কেবল কষ্টই হল। নির্ব্বোধ, তুই বারবনিতা সঙ্গে করে এত দূর পর্য্যন্তও কর্‌লি, আর আমার সাক্ষাতে অকপটে বল্‌ছিস্ যে, ও তোর প্রাণ বাঁচাতে এসেছে। লজ্জাহীন! আমার ক্রোধে গা জ্বলে যাচ্ছে।

হেম। আপনি যাই বলুন না কেন, আমরা নির্দ্দোষী, বাস্তবিকই ইনি আমার প্রাণদাত্রী স্বর্গীয় দেবতা।

ব্রহ্ম। ইনি তবে কে?

হেম। (সহর্ষে) ইনি পাপ-মতি যশোবন্ত সিংহের কন্যা।

ব্রহ্ম। কি রাজ-কন্যা নলিনী! ইনি কি তোমার প্রতি এত সদয়, গরলে কি সুধার উৎপত্তি?

হেম। হাঁ, তাই বটে, বাস্তবিক গরলেই সুধার উৎপত্তি হয়েছে।

ব্রহ্ম। (নলিনীর প্রতি) মা! তোমার কিছু ভয় নাই, আমি তোমার ও হেমের অল্প মঙ্গলাভিলাষী নই, লক্ষ্মি! এক বার আমার কাছে এস।

হেম। নলিন্! আর আশঙ্কা নাই, এস, ইনি আমার জীবনের অদ্বিতীয় সহায়, আমার অতি শ্রদ্ধার পাত্র।

(নলিনীর আগমন ও ব্রহ্মচারীকে প্রণাম)

ব্রহ্ম। মা তুমি সুখে থাক, তুমি আমার হেমকে সরল প্রেমে আবদ্ধ করে রাখ, আমি প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করুন, চিরসুখে রাখুন।

নলি। (ব্রহ্মচারীর পাদস্পর্শ করিয়া) আর্য্য! আমি আপনার পাদস্পর্শ করে বল্‌ছি; হেমচন্দ্র বিনা সংসার আমার অন্ধ-

কার, বাল্যকাল থেকে আমি ওঁকে আত্মসমর্পণ করেছি। মা ওঁকে পুত্রের অধিক স্নেহ করেন, কেবল পিতা বাম, তাই আমি লজ্জার মাথায় জলাঞ্জলি দিয়ে, গৃহস্থ রমণীর চিরগৌরব ভঙ্গ করে, হেমের মঙ্গলোদ্দেশে এখানে এসেছি। আমার লজ্জা, সম্ভ্রম, ভয়, সকল দিয়াও যদি হেমের প্রাণ রক্ষা কত্তে পারি, তবেই আমার জীবনের সার্থকতা হয়। আপনার নিকট সকল বল্লেম, আমি বড় বিপদে পড়েছি। (ক্রন্দন)

ব্রহ্ম। মা! তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, হেমের জন্মান্তরীণ মহাসৌভাগ্যের ফলে তার প্রতি তোমার এত ভালবাসা, তুমি মা! দয়ার দেবতা, উঠ মা! কেঁদো না, হেমের কখনও অমঙ্গল হবে না, মা আমি না জানিয়া কত কটুকাটব্য বলেছি,আমায় ক্ষমা করো।

নলি। আপনার হাতে মান সম্ভ্রম সকলই।

ব্রহ্ম। আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা কত্তে চাই, ভাল, এত রাত্রে রাজবাড়ী হতে এলে কেমন করে?

নলি। অন্দর মহলের প্রহরিগণকে অর্থ দিয়া বশ করে এসেছি।

ব্রহ্ম। সকলকেই অর্থ দিয়া বাধ্য করেছ?

নলি। আজ্ঞা হাঁ।

ব্রহ্ম। এত অর্থ কোথায় পেলে?

নলি। আমার যত বহু মূল্য আভরণ ছিল, সর্ব্বস্ব নগরে বেচে তাহাদিগকে দিয়েছি।

ব্রহ্ম। মা তুমি সামান্য মেয়ে নও, তুমিই সাক্ষাৎ দয়া।

নলি। রাত শেষ হয়ে এলো, এখন আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়।

ব্রহ্ম। আমিও যখন উঠেছি, তখন ফুল কয়েকটী তুলে নে যাই। তুমি তবে এস।

[ব্রহ্মচারীর প্রস্থান।

নলি। হেম! তুমি তবে সাবধান থেক, আমি যাই।

হেম। প্রিয়ে! এবড় নিদারুণ বাক্য।

নলি। আচ্ছা, তবে আমি আসি।

হেম। আমায় কি ভুলে যাবে?

নলি। তুমি যা বল।

হেম। আমার সন্ধান সর্ব্বদাই এই মন্দিরে জান্‌তে পারবে। কখন কিছু ইচ্ছা হলে, এই মহাপুরুষকে জানাবে। এঁকে অবিশ্বাস করো না, ইনি যা বলেন তাই কত্তে হবে।

নলি। তোমার বিশ্বাসের স্থলই আমার বিশ্বাসের স্থল। তুমি যা বল্‌বে আমি তাই কত্তে প্রস্তুত আছি। তোমার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি।

হেম। তবে তোমার লাভ কি হলো?

নলি। ধর্ম্ম।

হেম। রজনী প্রায় শেষ হলো, আর গৌণ করা ভাল নয়। নলিন্! তবে তোমার কাপড় পর, চল দুজনেই যাই।

নলি। তুমি কোথায় যাবে?

হেম। যেখানে আমি থাকি।

নলি। কোথায় থাক?

হেম। তা কেউ জানে না।

নলি। কেউ জানে না?

হেম। না।

নলি। দেখ হেম? সাবধান।

হেম। (একটী গোলাপ নলিনীর চুলের খোঁপায় দিতে দিতে) চল্লে নলিন্!

নলি। প্রাণনাথ! আর কষ্ট দিও না, আমি কি সাধ করে যাচ্ছি? যাব বলে আমার প্রাণ যে কেমন হয়েছে তা আমিই জান্‌ছি। হা জগদীশ্বর!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

উন্মত্ত-বেশধারী ইন্দ্রদমন ও তিন জন পথিকের প্রবেশ।

১ম পথিক। এ বেটা কে রে ভাই!

২য় পথিক। এর সব লক্ষণই পাগলের মত।

ইন্দ্র। উঃ! সর্ সর্ সর্ গা ফেটে আগুন জ্বল্‌ছে। পুড়ে মরবি, ওঃ না তোরা নরকের কৃমি, দেখিস্ আমার ছুরি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ (বিকট-স্বরে হাস্য) ও কি? এ তোরা খাচ্ছিস্ কি? রক্ত পড়ে ভেসে যাচ্ছে যে, না না, বাপু? মুখে আর কালী মেখো না। (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন)

৩য় পথিক। চল ভাই! যাই, পাগলের তামাসা দেখে আর হবে কি?

ইন্দ্র। (ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য ও উচ্চৈঃস্বরে গীত)

সোণার পুত্তলী কেন, ধরায় পড়িয়ে রে?
হায় হায়! কোলে লও, কেঁদে যে আকুল রে।

কূল নাই কোল নাই, আমি নিব ও কে রে?
ধরিব চোরে রে আমি দিব তারে ফাঁসি রে।
কাঁদুক তাহার নারী আমি বসে হাসি রে।

হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) যা যা যা, তোরা যা, কাল সাপে খাবে, ওঃ তোদের রাজা কি কানা!! ঐ দেখ্ কানে নাকে ও হোঃ হোঃ!! দেখ্ দেখ্ দেখ্ সাপে বেড়ে রয়েছে। আহাহা ঐ খেলে! মার মার মার, উঃ পাল্লে না রে। হায় রে আমার দুধের বাছা, কোথায় রে, উঃ হুঃ হুঃ (ক্রন্দন) আরে আমার গলা শুকিয়ে গেল রে। অরে একটু দুধ দে না, আমার দুধের বাছা মলো। মহাদেব! ভোলানাথ! বিশ্বেশ্বর! হর হর হর!

৩য় পথিক। চল যাই, পাগলের তামাসা ঢের দেখেছি। আমি এক মজার পাগল ওদিন দেখেছিলাম।

[পথিকত্রয়ের প্রস্থান।

ইন্দ্র। (স্বগত) বেটারা ত গেল এখন কোন মতে শিব-মন্দিরের নিকট যেতে পারি তবেই হয়, আর ছদ্মবেশেই বা কত কাল থাক্‌ব? মন্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখাটা করা বড়ই আবশ্যক হয়েছে। তিনি মন্দিরে বসে শিবের চাল কলাই ধ্বংস কচ্ছেন, না আর কিছু করেছেন, সব জান্‌তে পার্‌ব এখন। আজ দু দিন ভাল আহার হয় নাই, আগে গিয়ে ত শিবের যতটী কলা থাকে নৈবেদ্যের চাল্ দে মেখে শর্ম্মার উদরসাৎ হবে, তবে অন্য কথা। (পেটে হাত দিয়া) হে মহা-গহ্বর! একে তোমার জন্যই আমি অস্থির, তায় আবার অন্য ভাবনা, মারাই গেলেম আর কি, তাই বলি হে গহ্বর-প্রবর! কিছু কালও কি তোমার বিশ্রাম লাভের আশা নাই? মহারাজ থাক্‌তে তোমার কত

আদর ছিল, কত মণ্ডা, কত লুচি তোমায় সাদরে উপহার দিয়েছি। সেই সকল মনে করে কিছু কালের জন্য কেন বিশ্রাম লও না, বলি তোমারও ভাল, আমারও ভাল। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ মলো রে আবার কতকগুলো লোক আস্‌ছে, আবার খানিক বখাম কত্তে হচ্ছে, কি দুর্দ্দশায় পড়্‌লেম, কতই কত্তে হয়। আবার পাগলামি করি আর কি।

আগন্তুক নাগরিক চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

সাগরে নেমেছি আমি, রত্নলাভ তরে রে,
রত্নলাভ তরে।
কুম্ভীর হাঙ্গরে পাছে, খায় মোরে ধরে রে,
খায় মোরে ধরে॥
সিন্ধুর হৃদয়ে যদি, মনোরথ মিলে রে
মনোরথ মিলে।
বধিব কুচক্রী যত, ফুঁড়ে তীক্ষ্ণ শেলে রে
ফুঁড়ে তীক্ষ্ণ শেলে॥

হিঃ হিঃ হিঃ (হাস্য) মার মার, মার বেটাকে একবারে মেরে ফেল, না না না আমি মার্‌ব, আমি ধার দিয়েছি বাঃ।

১ম নাগ। বাঃ এমন পাগল ত কোথাও দেখি নাই।

২য় নাগ। তাই ত।

ইন্দ্র। আসিয়াছে কাল দিন,
জীবন-প্রবাহ হীন,
ধীরে ধীরে তনু ক্ষীণ,
হয়েছে রে তোর।

সংহার-রূপিণী ফণী,
এবে তোর দিন গুণি,
ধীরে কেড়ে লবে মণি,
জীবনের তোর।

থাক্ রে অবশ যশ,
ধর্ম্ম তোর নহে বশ,
হবে তোর রে অযশ,
হলি রে বিবশ।

যার ধন তারে দে রে,
অকূল পাথারে মরে,
ভেসে কেন যাবি হাঁ রে,
কেন রে বিরস।

৩য় নাগ। দিব্বি ছড়া বল্‌ছে যে, তাই ত এ যে আশ্চর্য্য পাগল।

[ইন্দ্রদমনের বেগে প্রস্থান।

১ম নাগ। খেপা বেগে চলে গেল যে?

২য় নাগ। চল আমরাও যাই।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিব-মন্দির।

ব্রহ্মচারী উপস্থিত।

ব্রহ্ম। (স্বগত) জগদীশ্বর! তুমি কি এ নরক-ভোগ হইতে উদ্ধার কর্‌বে না? আজ অষ্টাদশ বর্ষ আত্ম-গোপন করে আছি। আর কত দিন এ অবস্থায় থাক্‌ব, দুরাচার যদি প্রাণ বধ করিয়া ফেলিত, সেও ভাল ছিল। কেন সামান্য মৃত্যুর ভয়ে এ কষ্ট-সাধ্য ক্লেশের সাধন অবলম্বন করিলাম। যাহা হউক, এখন ঈশ্বর যদি দিন দেন, তবেই মুক্ত হইতে পারি, এখনও রণবীরের গুণ, জন-সমাজ বিস্মৃত হইতে পারে নাই, ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য গতি, হেমচন্দ্রের সকরুণ বাক্যে কাহার না হৃদয় গলিত হইয়াছে। এখন সভার পুনরধিবেশনেই সকল সুবিধা হইবে, সকলে যখন দেখিবে, আমি, পূর্ব্বতন সেনানী অরিন্দম, ও রাজগুরু বুধদেব ইত্যাদি অনেকেই জীবিত আছেন, তখন লোকের আর বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না, আমাদের কথা দেব-বাক্য স্বরূপ সকলের নিকট গৃহীত হইবে। সে দিন কি আনন্দের দিন হইবে!! সে যা হউক, এখন উপস্থিত চিন্তাই প্রবল, যশোবন্ত হেমচন্দ্রের প্রাণ বধ করে, এদিকে নলিনীর ত হেমচন্দ্র গত-প্রাণ। দেখি কি হয়। শিব-সাক্ষাতে, হেম-করে, নলিনীরে সমর্পণ করিলাম, দেবতারাই সাক্ষী, তাঁহারা অবশ্য ইহার সু-বিধান করিবেন। "পবিত্র প্রেম সুধার আকর," ঈশ্বর করুন, নির্ব্বিবাদে পবিত্র দম্পতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। শিকা-বতীর রাজকুমার নলিনীরে গ্রহণ করিলে কি শোক-সিন্ধু-মগ্ন হেম-মৃণাল বাঁচিবে? যেমন নলিনীরে ঔষধি দান করিলাম, এখন যদি

যথাবিধি কার্য্য তিনি করিতে পারেন, তবেই মঙ্গল, অন্যথা কি যে ঘটিবে ঈশ্বরই জানেন্‌।

হঠাৎ উন্মত্ত-বেশে ইন্দ্রদমনের প্রবেশ।

ব্রহ্ম। (সবিস্ময়ে) এ আবার কি? পাগল না কি?

ইন্দ্র। (ঊর্দ্ধ করে) জয়োঽস্তু।

ব্রহ্ম। (সবিস্ময়ে) এ আবার কে?

ইন্দ্র। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া) মন্ত্রী মহাশয়! আমায় চিন্তে পারেন কি?

ব্রহ্ম। তুই বেটা বলিস্‌ কি? পাগল না কি?

ইন্দ্র। মন্ত্রী মহাশয়! এখন দুরবস্থায় পড়েছি, চিন্তে পার্‌বেন কেন?

ব্রহ্ম। (চিন্তা করিয়া) তুমি কে?

ইন্দ্র। ইন্দ্রদমন।

ব্রহ্ম। (সবিস্ময়ে) কি ইন্দ্রদমন!! এস এস, শীঘ্র ভিতরে এস, তোমার এ বেশ কেন?

ইন্দ্র। আপনার যে কারণে এ বেশ, আমারও সেই কারণে এ বেশ, যা হোক্‌, এ দিককার কত দূর?

ব্রহ্ম। (চারি দিকে চাহিয়া) সব জান্‌তে পারবে। এখন ভিতরে এস।

[ব্রহ্মচারী ও ইন্দ্রদমনের প্রস্থান।

নলি। তোমরা আমায় পুড়িও না।

যশঃ। মা বল কি? বল কি?

নলি। ও কে? বাবা?

যশঃ। এই ত আমি মা।

নলি। বাবা! আমায় পুড়িও না।

যশঃ। ছি মা, ও কথা কি বল্‌তে আছে?

নলি। বাবা! পায় ধরি তোমার।

যশঃ। মা! তুমি ত কোন অপরাধ কর নি মা।

নলি। হেম! আমায় ছেড়ে যেও না, দাঁড়াও, আমি আসি।

(নলিনীর চক্ষু নিমীলন ও স্পন্দ-রহিত অবস্থা)

যশঃ। একি একি!! আমার যে হৃৎকম্প হলো।

সুম্। কি হলো! হায় হায়!!

যশঃ। (মস্তকে হাত দিয়া ক্রন্দন) ও নলিনি! মা! তুমি কি আমায় ত্যাগ করিলে? তোমরা সকলেই কি আমার মায়া ত্যাগ করিলে? হায় হায়, আমি কি করিব? এদিকে রাণী উন্মাদিনী, এদিকে তুমিও আমায় ত্যাগ করিলে? হায়, অকালে কাল-সাগরে আমার এমন স্বর্ণ-প্রতিমা বিসর্জ্জিত হবে, আমি তা কোন্ প্রাণে সহ্য করিব? মা আমি তোমায় বড় ভাল বেসেছি মা, মা তুমি যে আমার গৃহের লক্ষ্মী। হায়! আমার সকল আশাই চূর্ণ হলো! মা! কাল যে তোমার বিয়ে দিব, রাজপুত্রকে আমি কি বলে বিদায় দিব, মা, এই কথাটী আমায় একটী বার বলে যাও, কোথায় রাম রাজা হবে, না সেই রামের বনবাস, (দীর্ঘনিঃশ্বাস) ওঃ হো হো! কি অমঙ্গল! এরূপ ভয়াবহ অমঙ্গল ত আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমার প্রফুল্ল নলিনী কাল-সাগরে জন্মের মত ডুবিল, আর আমি দেখিতে পাইব্ না, এ কি সহ্য হয়? সাম্রাজ্য ত্যাগ আমার সহ্য

হইতে পারে, এখনই সহস্র সহস্র সর্পের দংশন অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারি, দরিদ্র বেশে চির শত্রুর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন-ভার বহন করা অক্লেশে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু নলিনি! তোমার শোক আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না। হায়! এরূপ বিপদ যেন মহাশত্রুরও না হয়,এদিকে বিদ্রোহানল; ওদিকে রাণী প্রায় আসন্ন দশায়, আবার একি? বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) পরমেশ্বর! আমার যথেষ্ট হয়েছে, আমিও যে পাগল হলেম, উঃ কি যাতনা!!

[সকলের ক্রন্দন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিব-মন্দির।

ইন্দ্রদমন ও ব্রহ্মচারী আসীন।

ইন্দ্র। (ব্রহ্মচারীর প্রতি) মহাশয়! রাজকুমারী যদি ঔষধে অচেতন না হন, তবে ত কিছুই হবে না।

ব্রহ্ম। তুমি জান না, তাই এ কথা বল, ঔষধের অসাধারণ ক্ষমতা।

ইন্দ্র। ইহা কি সেবন মাত্রেই লোকে অচেতন হয়ে পড়ে?

ব্রহ্ম। না, প্রথমে চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, শরীর ও হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে, পরে জ্বর বিকারের সমুদায় লক্ষণ শরীরে প্রকাশ পাইতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপও এসে উপস্থিত হয়, এইরূপে ক্রমে অবসন্ন হইয়া দুই তিন প্রহর কাল নিস্তব্ধ থাকিতে হয়, লোকে ইহাকে মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই অনুভব করিতে পারে না।

ইন্দ্র। তবে আমাদের মনোবাঞ্ছা নিঃসন্দেহ পূর্ণ হইবে।

ব্রহ্ম। ঈশ্বরই জানেন। যা হোক্, তোমাকে একটী কর্ম্ম করিতে হইবে।

ইন্দ্র। কি কর্ম্ম?

ব্রহ্ম। (একখানি পত্র বাহির করিয়া) এই খানি হেমকে দিয়ে আসিতে হইবে।

ইন্দ্র। আবার আমাকে তবে উন্মত্তের বেশে যেতে হবে।

ব্রহ্ম। তা যেমন করে হয়, যেতে হবে।

ইন্দ্র। পত্রে কি লেখা আছে?

ব্রহ্ম। আর সময় নাই, এখন তোমার এ সকল প্রশ্নের অপ্রয়োজন, শীঘ্র করে যাও।

ইন্দ্র। হেমচন্দ্রকে কোথায় পাইব?

ব্রহ্ম। তা কি আর তুমি জান না?

ইন্দ্র। যদি সেখানে না পাই——

ব্রহ্ম। কিছু কাল তথায় অপেক্ষা করো, তবে তাঁর দেখা পাবে।

ইন্দ্র। তবু যদি না আসেন?

ব্রহ্ম। নগরে খুঁজিয়ে দেখিও, তাঁকে পাইতেই হইবে, সেখানে পাবে সেই খানে চিঠিখানি দিবে। নতুবা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে।

ইন্দ্র। তবে আমি যাই।

ব্রহ্ম। হাঁ এস, কিন্তু দেখো যেন দেরি না হয়, আর যেমন করে চিঠি খানি তাঁকে দিতে পার তাই করিবে। তোমার ভরসায় আমি নিশ্চিন্ত থাকিলাম।

[ইন্দ্রদমনের প্রস্থান।

ব্রহ্ম। (স্বগত) এখন ঈশ্বর-ইচ্ছায় নলিনীকে আনিতে পারিলেই নিষ্কণ্টকে ও নিরুদ্বেগে সকল কাজের সুবিধা হইয়া উঠিবে, শিকাবতীর রাজপুত্র বিরস বদনে ও লজ্জায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এদিকে নলিনীর শোকে যশোবন্তও শোক-পরিতপ্ত, ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়া থাকিবে, পক্ষান্তরে নলিনী হস্তগতা হইয়াছেন, এ আনন্দে কুমার হেমচন্দ্র দ্বিগুণিত উৎসাহের সহিত স্বার্থ রক্ষায় চেষ্টা করিবেন। আমাদের প্রায় সকল আশাই ফল-

বস্তী হইতে চলিল। সন্ধ্যা-বন্দনাদিরও সময় হইল, যাই, এখন রজনী প্রায় আগতা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদী-তট।

হেমচন্দ্র উপবিষ্ট।

হেম। (স্বগত) পণ্ডিতেরা বলেন "মনই প্রধান নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বক্তা"। আমার অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন নাই, অথচ কাল যেরূপ ছিলাম, আজ তেমন নাই, আমার আশা ভরসা যেন চিন্তা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। মনোকাব্য যেন ক্রমে রস-বিহীন হইতে চলিল, লোকে ভাবী সুখ অনুধ্যানে আনন্দানুভব করে, আমি আজ যেন তাহা অনুধ্যানও করিতে পারিতেছি না, মনের আনন্দ নদী সকল যেন একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল। আমার কি দুর্ঘটনা ঘটিবে, আজ আমার কেনই বা জগৎ অন্ধকার বোধ হইতেছে, বৈকালিক মৃদু অনিল-হিল্লোল কাহার শরীরে না সঞ্চরণ করেন? তরঙ্গিণীর মৃদু কল্লোল কাহার না শ্রবণ পরিতৃপ্ত করে? প্রফুল্ল বন-পুষ্প সকল কাহার না মনোহরণ করে? সকলই ত এখানে বিরাজমান, প্রকৃতি দেবী আমায় সাদরে উপহার দিতেছেন, কিন্তু তবু আমার মন যেন আরো নিশ্চল, নিস্তব্ধ, নিরাশ এবং দারুণ শোকে পরিতপ্ত বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। নিশ্চয়ই আমার কোন অমঙ্গল ঘটনা হইবে। আমার মন যেন আমায় ডাকিয়া বলিতেছে।

(নেপথ্যে—চল, চল।)

কে আস্‌ছে, (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) না।

দুই জন সূত্রধর ও এক জন পদাতিকের প্রবেশ।

১ম সূত্র। তোমরা এখানে দাঁড়াও গো, আমি একটু জল খেয়ে আসি।

পদা। পালাবি ত না?

২য় সূত্র। এ সময় যে পালায় সে আর মানুষ নয়। (পদাতিকের প্রতি) হাঁ সিং জী, রাজকুমারীর কি হয়েছিল গা?

হেম। (বিস্মিত হইয়া) তুমি কি বল্লে, তুমি কি বল্লে?

২য় সূত্র। আর মশাই, কি বা বল্‌ব, রাজকুমারী নাকি নেই।

হেম। (স্খলিত বাক্যে) কি, কি, কি, এঁ, কি বল্লে? রাজকুমারী এঁ, নলিনী! নলিনী!

পদা। (প্রথম সূত্রধরের গলা ধাক্কা দিয়া) বেটার জল খেতে এক প্রহর হয়, চল্ চল্।

[পদাতিক ও সূত্রধরদ্বয়ের প্রস্থান।

হেম। (সবিস্ময়ে) কি এঁ! আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? কি হলো, একি, একি, নলিনী নেই, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ওঃ কি কুপ্রভাত! এত শীঘ্র কি আমার সংসার-বন্ধনের সুবর্ণ-শৃঙ্খল ছিন্ন হইবে? না, একি সম্ভব? উঃ কি ভয়ানক কথা!! আমি কার হয়ে এ শূন্য জগতে থাকিব? নলিনী, আহা সংসার-সরোবরে নলিনী কি আর প্রফুল্ল হইবে না? এই কি শেষ? সূর্য্য যে এখনও অস্তমিত হয় নাই। নলিনি! এ যে কেবল প্রাতঃকাল। যাই, (উঠিয়া) এক বার প্রেয়সীর শ্মশান-শয্যা দেখে আসি। না, আর কোথায় আস্‌ব? স্থানই বা কোথায়। সংসারে আমার স্থান কোথায়।

[ব্যস্তভাবে হেমচন্দ্রের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বণিক-বিপণী।

বণিক ও বণিকজায়া আসীন।

বণি। (শয়ন করিয়া) উঃ কি গ্রীষ্ম !!

ব, জা। এ আবার কি, শুয়ে পড়্‌লে যে ?

বণি। তবে কি কর্‌তে বল ?

ব, জা। কেন, একেবারে আহার করে শুলে কি ভাল হয় না ?

বণি। তোমাদের কি ? তোমরা কেবল তোমাদের সুবিধা দেখ, আমাদের ত কেবল খাওয়া আর শোয়া কাজ নয়, শরীরের রক্ত জল করে সারা দিন খেটে তবে দুটো ভাত খাই, আবার চিন্তা কত।

ব, জা। তবে আমাকেও কি মোট মাথায় বয়ে খাট্‌তে বল না কি ? আর কমই বা খাটাও কৈ। আমরা দাসীরও অধিক, তাদেরও বাড়ীর কর্ত্তারা কখন বলে, "বাছা বড় কাজ করে," আমাদের পোড়া কপালে তাও ত হবার নয়। সারা দিনরাত ঘরকন্না কর, রাঁধ, সকলকে খাওয়াও, পরে হাঁড়িতে থাকে খাও, নৈলে হরিবাসর, এই ত আমাদের সুখ।

বণি। বলি সহজ কথায় এত চটে উঠ্‌লে যে ? সাধে কি বলি যে তোমরা পশুর জাত, গরু,ভ্যাড়া,ছাগলের মত তোমাদের বুদ্ধি, ভাল কথাও বোঝ না, মন্দও বোঝ না, সুধুই রাগ।

ব,জা। (মানভরে) আমাদের আবার রাগ কিসের ? রাগ

কার উপরেই বা করব? খাবে না কি, খাও, রাত প্রায় এক প্রহরেরও বেশী হয়ে গ্যাছে।

(নেপথ্যে-দ্বার খোল, দ্বার খোল।) (দ্বারে আঘাত)

বণি। আমার এ বেলা আহারে বড় ইচ্ছা নেই, আর—

(নেপথ্যে—(দ্বারে আঘাত) দ্বার খোল, দ্বার খোল।)

ব,জা। (বণিকের প্রতি) ওগো দ্যাখ, কে ডাক্‌ছে তোমায়।

(নেপথ্যে—আরে দরজা খোল না।)

বণি। (সক্রোধে) কে তুমি গা, এত রাত্রে এসে উৎপাত আরম্ভ করেছ।

(নেপথ্যে—আমি যে হই, শীঘ্র দোর খোল।)

ব, জা। দেখই না কেন, কে এসেছে।

বণি। (দ্বার খুলিয়া) কে তুমি?

হেমচন্দ্রের প্রবেশ।

হেম। আমি যে হই, এখন আর সে পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন নাই। আমি যাহা চাই, তা দাও।

বণি। তুমি কি চাও?

হেম। বিষ।

বণি। বিষ নেই।

হেম। অবশ্য আছে।

বণি। থাক্‌লেই বা যারে তারে বিষ বিক্রয় কেন কর্‌ব।

হেম। থাকে ত দাও।

বণি। তুমি কি কর্‌বে?

হেম। সে কথায় তোমার প্রয়োজন কি? তুমি দাও।

বণি। ছাড় চিঠি যাদের না থাকে তা দিগকে আমরা বিষ দিতে পারি না।

হেম। আমার ছাড় চিঠি আছে, তুমি দাও আর বিলম্ব করো না।

ব। ছাড় চিঠি দেখাও।

হেম। (সক্রোধে তরবারি দেখাইয়া) এই দেখ, দেখ্‌লে ?

ব, জা। (বণিকের প্রতি) দাও না, ইনি যা চাচ্ছেন, দাও।

হেম। শীঘ্র দাও।

ব। (সভয়ে বিষ বাহির করিয়া) এই নিন্ মশায়।

[হেমচন্দ্রের বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপুরীর একদেশ।

চতুর্দোলে চৈতন্য-বিহীনা নলিনীকে বহন করিয়া
চারি জন বাহক ও পুষ্পাধার হস্তে কুমুদিনী,
প্রমদা এবং বাসন্তীর প্রবেশ।

প্রম। নলিনী যে অমাদিগকে এত শীঘ্র ত্যাগ কর্‌বেন, তা স্বপ্নের অগোচর ছিল।

বাস। মহারাণী এখনও এ কথা শুন্‌তে পান নি, শুন্‌লে যে আজ কি হতো।

প্রম। (কাঁদিয়া) জন্মের মত নলিনী চল্লেন, হায়!

কুমু। (কাঁদিয়া) মনে করেছিলাম, নলির ফুল-শয্যার দিন, কত আমোদ কর্‌ব, হায় বিধাতা! এতেও তুমি বাদী হলে।

বাস। মহারাজ, বলে দিয়েছেন, "আমার সোণার নলিনীকে

দাহন করো না, এ'কে দিব্বি করে ফুল, চন্দন, কাপড় দিয়ে রেখে দেবে, যেন মা আমার ঘুমিয়েছেন। (ক্রন্দন) তার কি হলো?

কুমু। রাজঘাটে সূত্রধরেরা গিয়াছে, মহারাজ বলে দিয়েছেন, তারা রাজকন্যাকে রাখ্‌বার উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত কচ্ছে।

১ম বাহ। আর কেন এদিকে রাত হয়ে এলো, আপনারা কি কর্‌বেন, করে দিন।

বাস। কুমুদ! আর তবে কেঁদে কি হবে, জন্মের মত এস আমরা নলিনীরে ফুল দে সাজিয়ে দি, চন্দন কি এনেছ?

প্রম। আমি এনেছি।

কুমু। (কাঁদিতে কাঁদিতে নলিনীর গলে একছড়া ফুলের মালা দিয়া) নলিনি! জন্মের মত তোমাকে সাজালেম। হায়! কোথায় এ কুসুম-মালা দে তোমার বিবাহ-বেশ করে দিব, না তাই আজ তোমার প্রেতাভরণ হলো।

প্রম। (নলিনীর কপালে চন্দন দিয়া) নলিনি! এই তোমার মনে ছিল, হায়! আর যে সহ্য হয় না। (ক্রন্দন)

যশোবন্ত সিংহের প্রবেশ।

যশঃ। (অশ্রুপাত করিতে করিতে) মা আমার কৈলাসে যাচ্ছেন, তোমরা মাকে সাজাইয়ে দিলে না। (বাসন্তী, প্রমদা ও কুমুদিনীর ক্রন্দন) মা আমার রাজপুরী আঁধার করে চলে যাচ্ছেন, দাও, আমার হাতে দাও, (পুষ্পাধার নিজে লইয়া নলিনীকে সাজাইতে সাজাইতে) জন্মের মত মাকে ফুল দিয়ে সাজাইয়ে দেই, আহা! মার আমার যেমন প্রফুল্ল কমলের মত মুখ, তাই আছে, কিছুই ত বিকৃত হয় নাই, যেন মা আমার নির্ভাবনায় ঘুমাচ্ছেন।

রামদেবের প্রবেশ।

যশঃ। কি রাম এসেছ, এই দেখ আমার সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে চল্লেম। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) আজ আমার সকলই আঁধার।

রাম। মহারাজ! আর উপায় কি, যা হবার তা ত হয়েছে, এখানে আর যত ক্ষণ থাকৃবেন, ততই আরো যাতনা ভোগ কর্‌বেন। আসুন মহারাজ! মায়াময় সংসারে সকলই অসার, সকলকেই যখন এই পথে যেতে হবে, তখন শোক করা বৃথা, তবে কি না মন প্রবোধ মানে না। (বাহকদের প্রতি) তোমাদের আর তবে দেরি করে প্রয়োজন কি?

বাহক চতুষ্টয়। (চতুর্দ্দোল স্কন্ধে তুলিয়া) রাম নাম সত্য, রাম নাম সত্য, রাম নাম সত্য।

[পুরস্ত্রীবর্গের ক্রন্দন ও সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্মশান।

হেমচন্দ্রের প্রবেশ।

হেম। হায়! আমার প্রাণের নলিনী কি এই জনশূন্য ভীষণ শ্মশানে আছেন? আহা! নিষ্ঠুরেরা এই শ্মশানে আমার নলিনী-কে ভস্মরাশি করে ফেলিয়াছে? যাই দেখি, যেখানে সেই অমূল্য রত্ন চিরবিলুপ্ত হইয়াছে, সেই খানে যাই (শ্মশানের কিয়দ্দূরে সুসজ্জিত চতুর্দ্দোল দেখিয়া) আহা! ইহাতেই বুঝি নলিনীকে আনিয়াছিল। (দোলার আবরণ উঠাইয়া) এই যে, এই যে!!

এ়কি আমার স্বপ্ন !! (নলিনীর শরীর স্পর্শ করিয়া) কে এমন নির্দ্দয় যে এ সুন্দর শরীর ভস্ম করিয়া যাইবে। আহা! নলিনি! এই কি তোমার ব্যবহার? সে দিন না তুমি আমায় সাবধান করে গেলে, এত নিষ্ঠুরতা কেন? আমার ত আর সহ্য হয় না। রে করাল কাল! তোর কি কিছু লজ্জা বা দয়া হইল না, সহসা বিধাতার এমন সুন্দর বস্তু নাশ করিলি !! (নলিনীর গণ্ডে চুম্বন করিয়া) নলিনি! তুমি আমায় চিরকালের জন্য ফাঁকি দিলে? যাও, এবার তুমি আমায় প্রবঞ্চনা করিলে, কিন্তু আমি জন্মান্তরে অবশ্যই তোমারে পাইব। এখনই তোমার অনুবর্ত্তী হইব। (হলাহলের প্রতি) অমৃত! তুমি আমার শোক-নাশের মহৌষধি, এস, তোমার আলিঙ্গনে শান্তি প্রাপ্ত হই। (নলিনীর পার্শ্বে শয়ন ও বিষ পানে মৃত্যু)

নলি। (সচেতন হইয়া) আমি কোথায় !! এ যে নদী-তটস্থ শ্মশান, জনপ্রাণী-বিহীন স্থান, চারিদিকে নিশাচর জীবকুলের কোলাহল, ভয়ে যে দেখি প্রাণ যায়, রাত্রিও অনেক হইয়াছে। জগৎ নিস্তব্ধ, সকল লোক সুখে, নির্ভয়ে এ সময়ে বিশ্রাম করিতেছে, আমি কেবল প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া পিশাচীর ন্যায় শ্মশানে শুয়ে আছি !! যা হোক, এখন প্রাণনাথ এসে আমায় উদ্ধার করেন, তবেই সকল দুঃখ দূর হয়। আমি এ শ্মশানে ত আর ক্ষণকালও থাকিতে পার্‌ব না। ভয়ে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। আমি কেবল প্রাণেশ্বরের আশায়, পিতা, মাতা এবং সখীগণ, সকলকে ত্যাগ করিলাম। লজ্জার মাথায় পদাঘাত করিলাম, এত কষ্ট স্বীকার করে এ ভয়ঙ্কর গভীর নিশাযোগে আসিয়া শ্মশানের আশ্রয় লইলাম। এখন প্রাণনাথকে পেলে সকল কষ্ট দূর হয়। শরীর স্তম্ভিত হইল, ভয়ে যে প্রাণ যায়। উঃ কি ভয়:

ঙ্কর ব্যাপার !! কেবল নর-কঙ্কাল !! আমিএখন কি কর্ব্বো ? উঃহু! ঐ যে শৃগালেরা একটী শব টেনে খাচ্ছে, আমার শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠ্‌ল,ভয়ে কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেল। কৈ প্রাণনাথ কোথায় ? প্রাণনাথ! আসিয়া আমায় উদ্ধার কর। হায়! এতক্ষণ হইল তবু আমার কাছে কেউ এলো না। হে জগদীশ্বর! কি করিলে ? হে বিধাতঃ! ভয়েই আজ আমার প্রাণ যাবে, হায়! আমি কি কর্ব্বো? ব্রহ্মচারী যদি এ সম্বাদ হেমচন্দ্রকে না দিয়েথাকেন, তবে আমার কি দশা ঘট্‌বে। রজনী প্রভাত হলে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ? নাথ! আমি তোমার জন্য আতঙ্কে মরিতেছি, তুমি আমাকে ভুলিয়ে কোথায় রহিলে ?

পিশাচীদ্বয়ের প্রবেশ।

হায় হায় !এইবারই প্রাণ গেল, এ যে পিশাচী, উঃ কি বিকটাকার মূর্ত্তি !! নর-শোণিতের স্রোত মুখ দিয়ে অবিরল বহিয়ে পড়িতেছে; নর-কঙ্কাল চর্ব্বণ কর্‌ছে, আমাকেও খাইয়ে ফেলিবে, ভয়ে যে চাইতেও পারি না। (চক্ষু মুদিয়া) কি বিপদ, চক্ষু মুদিয়াও যে এ বিকট মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই !!! হা নাথ! দেখ আসিয়ে, তোমার নলিনীর কি দশা উপস্থিত হয়েছে। হায় হায় !! আমি মলেম, হা নাথ! তুমি কোথায়, উঃ! (মূর্চ্ছা)

১ম পি। (বিকটস্বরে) নলিনি! নলিনি!

নলি। (সচেতন হইয়া ও পার্শ্বে হেমচন্দ্রের মৃত শরীর দেখিয়া) আমার পরিণামে কি এই হলো, প্রাণেশ্বর! তুমি পূর্ব্বেই আমায় পরিত্যাগ করে গেলে, আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হচ্ছে। নাথ! আমি পাগল হয়েছি। এখন আর আমার ভয় কি, (উঠিয়া হেমের পদ বক্ষে ধারণ) বিধাতা! তোমার মনে এই ছিল,

(ক্রন্দন) আমি কি দোষ করেছিলাম, হায়! পৃথিবীতে কি পাপেরই জয়, ধর্ম্ম কি নেই, ঈশ্বরের বিচার কি নেই?

১ম পি। ধর্ম্ম আছে।

২য় পি। বিচারও আছে।

নলি। ও পিশাচি! তোরা এই দণ্ডেই আমায় খেয়ে ফেল্, আমার আর যাতনা সহ্য হয় না, আমায় খেয়ে ফেল্।

১ম পি। তা কি পারি? তা কি পারি?

২য় পি। (বিকট স্বরে হাস্য ও নৃত্য করিতে করিতে) তা কি করিতে পারি? তা কি করিতে পারি?

নলি। ও পিশাচি! তোদের পায় ধরি, আমার রক্ত মাংস খেয়ে উদর পূরণ কর্।

পিশাচীদ্বয়। (একত্রে) তোমার বাবার রক্ত পান কর্‌ব, তার আত্মাটারে নরকে ফেল্‌ব, তার মাংস, তার হাড, কচ্ কচ্ করে চিবিয়ে খাব, তোকে কেন খাব, ও বাবা, তোকে কি আমরা ছুঁতে পারি। তুই ঐ বিষ খা।

নলি। (ব্যগ্রতাসহকারে) কৈ কৈ, বিষ কৈ?

পি। ঐ দেখ্ তোর স্বামীর বাঁ হাতে, খা, খা, আমরা তোদের জন্য রথ আনিগে।

[পিশাচীদ্বয়ের প্রস্থান।

নলি। (হেমের বাম হস্তে বিষ দেখিয়া) সত্যই প্রাণনাথ আমার বিষ খেয়ে মরেছেন। নাথ! তুমি কেন মরিলে, আমার যে আর সহ্য হয় না। (হেমের প্রতি অবলোকন করিয়া) আহা হা! হেম-কান্তি হেম বিষ পানে কালী হয়ে গিয়েছেন। হায়! আমার কি হলো! হায়! ব্রহ্মচারী তুমিই আমাদের সর্ব্বনাশের

মূল, তোমার মনে কি এই ছিল। হায় নাথ! তুমি কি আমায় এত ভালবাসিতে?

(নেপথ্যে—ও নলিনি! আপনার কাজ কচ্ছিস্ না কেন?)

নলি। এ কি দৈববাণী? নাথ! আমার জন্য তোমার অমূল্য জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিলে। হায়! ব্রহ্মচারী যদি আগে এ কথা প্রাণেশ্বরের কাছে বল্‌তেন, তবে কি এ দশা হতো, আগ! আমিই প্রাণনাথের প্রাণ বিনাশের মূল, ব্রহ্মচারী উপলক্ষ মাত্র, আমি কি আর অনন্ত কালে এ মহাপাপ হতে মুক্ত হতে পার্ব্ব!! কখ্‌নও না, হায়! আমি রাক্ষসী, বাবার অভিলাষ আমিই পূর্ণ করে দিলাম। আর আমার সহ্য হয় না রে। (ক্রন্দন) আর কেঁদেই বা কি কর্‌ব, আমি এই বিষই খেয়ে মরি। নাথ! জন্মান্তরে যেন তোমারে পাই, এখন আমারে সঙ্গিনী কর, (বিষ গ্রহণ) মা তোমার উদ্দেশে প্রণাম করি, পিতা! তুমি রাক্ষস, তবু আমার দেবতা, তোমাকে প্রণাম করি, আমি আমার নাথের সঙ্গে চলিলাম। সখি কুমুদ! প্রমদ! তোমাদের নলিনী আজ চল্লো। প্রাণেশ্বরকে এক্‌বার চক্ষু ভরে দেখে নিই। (যোড় হস্তে ঊর্দ্ধ-মুখ হইয়া) জগদীশ্বর! জন্মান্তরে যেন আমার এ দুর্গতি না হয়, জন্মে জন্মে যেন, হেমের ভাল বাসা পাই, ইনিই যেন আমার স্বামী হন। ঈশ্বর! তুমি দয়ার সাগর আমার পাপ-ভার যেন এই বার মোচন হয়। (হেমচন্দ্রের হৃদয়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন ও বিষ পান) (আকাশে কোমল বাদ্য)

(নেপথ্যে—আজ কি বিপদই যেন ঘটেছে, যখন হেমচন্দ্র আমার পত্র পান নি তখনই বুঝেছি আজ প্রলয় উপস্থিত হয়েছে, ইন্দ্রদমন এখনো ফিরে এলো না, আমিই যাই, হৃদয় কম্পিত হচ্ছে, মনও বড় ব্যাকুল হয়েছে, একবার শ্মশানে যাই।)

ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

ব্রহ্ম। জন প্রাণীর শব্দ নাই, সকলই নিস্তব্ধ, রাজ-কুমারীকে কোথায় রেখেছিল, একবার দেখি।

নলি। উঃহু হু হু !!

ব্রহ্ম। এ কি? এ আর্ত্তনাদ কোথায়? (পার্শ্বের দিকে অবলোকন করিয়া) এই যে, নলিনী বুঝি একাকিনী এ শ্মশানে ভয় পেয়ে কাতরা হচ্ছেন, দেখি একবার কাছে গিয়া দেখি, (হেমচন্দ্র ও নলিনীকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) একি, একি, এঁ!

নলি। উঃহু হু! প্রাণ যায়—প্রা—ণ—যায়। (মৃত্যু লক্ষণ)

ব্রহ্ম। ও নলিনি! এ কি, মা, এ কি! হা বৎস হেমচন্দ্র! তোমাদের মনে এই ছিল, উঃ কি সাংঘাতিক ব্যাপার!! (উচ্চৈঃস্বরে) ওহো রণবীরের কুল-প্রদীপ আজ একবারে নির্ব্বাণ হলো!!!

দুই জন শান্তিরক্ষকের প্রবেশ।

১ম শা। ভাই! নিশাকালে শ্মশানে কে?

২য় শা। ভূত প্রেত বৈ আর কে?

১ম শা। তুই আবার ভূত পেত্নী মানিস্?

২য় শা। তবে চল্ একবার দেখে আসি।

১ম শা। আরে দেখেছিস্ রাজকন্যার কাপড় চুরী কত্তে চোর এসেছে রে। (শবের নিকটে গমন)

২য় শা। বটেই ত।

১ম শা। (ব্রহ্মচারীর প্রতি) তুই বেটা কে রে?

২য় শা। এরে একি? কুমার হেমচন্দ্র যে রাজকন্যার কাছে শুয়ে।

১ম শা। (সবিস্ময়ে দেখিয়া) তাই ত, ব্যাপার খানা কি? (ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া) ভাই! বাঁধ, এই বেটাকে বেঁধে নিয়ে

রাজবাড়ী চল্, তুই বেটা না ব্রহ্মচারী তবে শ্মশানে কেন রে? (ব্রহ্মচারীর হস্তদ্বয়ে দৃঢ় বন্ধন)

ব্রহ্ম। (কাতর স্বরে) আর আমায় বন্ধন করে প্রয়োজন কি, আমায় মেরে ফেল। আমি মহাপাপী, আমিই এ উভয়ের প্রাণ-ঘাতক, আহা হা !! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

ভীমবাহু ও চারি জন সেনানীর প্রবেশ।

ভীম। শ্মশানে যে ব্রহ্মচারী, এ কি ?

১ম সে। (সবিস্ময়ে) এযে দেখ্ছি ব্রহ্মচারীকে বেঁধেছে।

ভীম। (অগ্রসর হইয়া) হায়! একি, কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! এ যে আমার প্রিয়তম হেমচন্দ্র, আমার জীবনের অদ্বিতীয় সহায়, স্বর্গীয় রণবীরের পবিত্র কুসুম ছিন্ন ভিন্ন মলিন ; কে ইহার অসময়ে বৃন্তচ্ছেদন করিল? হেম! তুমি কি নলিনীর শোকে এই করিলে? (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) বিধাতার অভাবনীয় কার্য্য !! হায়! যে চীরজীবন সহস্র শেলাঘাতে সঙ্কুচিত হইবার নহে, লঘুতম প্রণয়-কুসুমাঘাতে সে আজ চূর্ণ হইল !!! (অধীর হইয়া উপবেশন)

ব্রহ্ম। ভীম! আমিই হন্তা, আমিই এ সাঙ্ঘাতিক ব্যাপারের মূল।

ভীম। (সক্রোধে) কি, আপনি এই সর্ব্বনাশের মূলীভুত কারণ ?

ব্রহ্ম। আমি বৈ আর কে।

ভীম। সে কি ?

ব্রহ্ম। (কাঁদিতে কাঁদিতে) এই দেখ, পতি-প্রাণা সতী নলিনী স্বামি-সহগামিনী হইয়াছেন, নলিনীও হেমের বিশুদ্ধ প্রণয়ের কথা আমি সকলই জানি এবং আমিই যথাবিধি শিব-

সাক্ষাতে ইহাদের উদ্বাহ-কার্য্য সমাধান করি। শিকাবতীর রাজপুত্র শীঘ্রই নলিনীকে বিবাহ করিবেন, নলিনী এই আশঙ্কায় উপায়ান্তর-বিহীনা হইয়া আমার মুখাপেক্ষা করেন, আমি তাঁহার ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য উপায় উদ্ভাবন করি। তদনুসারেই ইনি ঔষধের গুণে বিচেতন হইয়া মৃতের ন্যায় লক্ষিত হন, সকলে ইহাঁকে শ্মশানে নিক্ষেপ করিয়া যায়, আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম, শ্মশান হইতে নলিনী-রত্ন সঙ্গোপনে অপহরণ করিয়া হেমের মনোরথ-পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত গোপনে রাখ্‌ব, কিন্তু হায়!——

ভীম। (শোক-বিহ্বল হইয়া) তার পর, তার পর?

ব্রহ্ম। তাহার পর আর কি, দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সম্বাদ হেমচন্দ্রকে দিতে পারি নাই, বোধ হয় হেম, নলিনীর মৃত্যু নিশ্চিত ভাবিয়া স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

ভীম। (শান্তিরক্ষকের প্রতি) ব্রহ্মচারীর হাতের বন্ধন খুলে দাও। (ব্রহ্মচারীর বন্ধন মোচন)

ব্রহ্ম। নলিনী যথাসময়ে সচেতন হইয়া আবার হেম-রত্ন হারাইয়াছেন দেখিয়া বিষ-পানে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। আমি ইহার জন্য পাপী, সহস্র জন্মেও আমি মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। ওঃ কি দুর্ঘটনা!!!

ভীম। ইহাঁরা বিষ কোথায় পেলেন?

দ্রুত বেগে বণিকের প্রবেশ।

বণি। মহাশয়! আমিই পাপের মূল, হায়! আমার জন্যই এই দশা!

ভীম। (সবিস্ময়ে) সে কি? তুমি কে?

বণি। মহাশয়! আমিই পাপী, আমি বিষ দিয়াছিলাম।

(নেপথ্যে—এ কি? মা! এ কি? আর এমন করে দৌড়চ্ছ কেন? পরে যাবে, আরে, ও শীতলা! আয় না, ধর, ওমা! কোথা যাও?)

শীতলা ও বাসন্তীর সহিত উন্মাদিনী-বেশে বিমলা দেবীর প্রবেশ।

বিম। আমার নলিনী কোথায়? মা, ও মা, আর কত ঘুমাবে? এ যে শ্মশান মা, মা আমার কোলে এস। (শবের নিকটে গমন)

ভীম। (সবিস্ময়ে) এ কি? রাণী কি পাগল হয়েছেন? (বাসন্তীর প্রতি) ধর ধর, একে ধর।

বিম। সর্, তোরা আমায় স্পর্শ করিস্ না, (হঠাৎ হেমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ওরে বাছা আমার, তুমি ও যে নেই, (ক্রন্দন) ওরে বাবারে, উঃ হু হু!! না, বেস্ বেস্ (হাস্য) তুমিও শুয়ে আছ। কেন বাবা, আমার নলিনীরে বুকে করে তুমি এখানে কেন? সকলই তোমার। তোমার কি বাড়ী নেই?

ভীম। মা! আপনি অন্তঃপুরে যান্। শীতলা! তোরা এঁকে নিয়ে যা।

ব্রহ্ম। হাঁ, আর এঁর এখানে থাকা ভাল নয়, এদের ত এখন আবার সৎকার্য্য হওয়া চাই।

বিম। (ভ্রূকুটি করিয়া) কি, তবে কি সকলকেই কাল সাপে দংশেছে? অ্যা তোরা কাল সাপ মাত্তে পারিস্ নি, আঁ্যা! এ সাপে রণবীর মহারাজকে দংশেছে, তাঁর রাণীরে দংশেছে, তাঁর মন্ত্রীরে দংশেছে, আবার হেমকেও দংশেছে, আহা! আবার সেই সঙ্গে আমার মা নলিনীরেও দংশেছে, ওমা, মা, মাগো, এ বিষ আমাকেও লেগেছে। তোরাও মরবি, আর কত পাপ সহ্য করবি? (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

ভীম। (বিমলাকে ধরিয়া) আহা হা!! এ কি হলো, এ কি হলো, তোমরা এস, ধর।

১ম সে। আহা রাণীও যে প্রাণ ত্যাগ কল্লেন।

শী ও বা। (ক্রন্দন) মাগো, তুমিও গেলে।

বৃদ্ধ। (সকোপে) হা নরাধম কুলাঙ্গার যশোবন্ত! তুই বস্তুতঃই কালসর্প, একটা রাজবংশ একেবারে ছার খার কল্লি, এ নরাধমের কি আর মুক্তি আছে?

কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।

ভীম। সভায় হেমচন্দ্র যা বলেছিলেন সকলই সত্য। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ, পিতৃতুল্য মহামহিম রণবীরের গুণ এখনও তোমরা ভুলিতে পার নাই, তাঁহার কুল-প্রদীপ আজ একেবারে নির্ব্বাণ হলো, নরাধম যশোবন্ত পিশাচ রামদেবের কুমন্ত্রণায় সর্ব্বনাশ করিল।

১ম না। (দ্বিতীয়ের প্রতি) চল ভাই! এখনই ওদের উচিত শাস্তি দিই গে।

২য় না। এদের চিতায় ওদিগে জীয়ন্ত ধরে দিলে ভাল হয়।

কতিপয় না। (এক যোগে) না না না, ওদের পাপ-শরীর, আর এদের দেব-শরীর, তা হবে না।

১ম না। চল, রামদেবের মুণ্ডচ্ছেদন এখনই করিগে, ঐ বেটাই সব অনর্থের মূল।

উন্মত্ত-বেশে যশোবন্তের প্রবেশ।

যশঃ। আমার সংসারে কেউ নেই রে, এই দেখ্ আমি মলেম, বিকটাকার কত পিশাচে আমায় ঘিরেছে, উঃ হু হু!! আমার অস্থিগুলি চিবাইয়া চূর্ণ করিল, (সকাতরে) আবার এ

কি রে, আমার পেটের নাড়ী ভুঁড়ি সব্ টেনে বার কল্লে যে, (ঊর্দ্ধ-মুখ হইয়া) মহারাজ! আমার উচিত শাস্তি হয়েছে, আমি যেমন পাপী আমার তেমনই ফলভোগ হচ্ছে, আমি বিশ্বাস-ঘাতক, আমি নিষ্ঠুর, নরাধম। বাহবা!! আজ আমার আনন্দের সীমা কি, (হাস্য) আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো, এই ত আমার নলিনী ফুল ছিন্ন ভিন্ন, তারই আঘাতে হেম মলো, বেস্ হলো, এখন আমার মৃত্যু কেবল বাকী, আমার স্বপ্ন সফল হলো, আমার বিমলা কোথায় রে? (বেগে প্রস্থানের উপক্রম ও কতিপয় নাগরিক কর্ত্তৃক হস্ত পদ বন্ধন) মহারাজ! (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই বুঝি আমার কষ্ট দেখে স্বর্গে বসে হাস্‌ছ, ওঃ! তুমি এখন স্বর্গের দেবতা হয়েছ, ওঃ হো হো!! তোরা আমার প্রভুর পূজা করিস্, রণবীরকে পূজা করিস্। উঃ! এ কি? (বন্ধন রজ্জুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আবার আমাকে তোরাও বাঁধবি? (কাতর স্বরে) তবে আমি রাজা নই?

ভীম। (গম্ভীরস্বরে) তুমি মহারাজের মল-কীট, পাষণ্ড, বিশ্বাস-ঘাতক, কুকুর!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজ-সভা-গৃহ।

এক দিকে ভীমবাহু, ব্রহ্মচারী, শান্তিবাম ও নাগরিক জনসমূহ, এবং অপর দিকে, সৈন্যদিগের সহিত বন্ধন-দশায় যশোবন্ত সিংহ ও রামদেবের প্রবেশ।

ভীম। (সখেদে) আহা! পতিপ্রাণা সতী নলিনী অনন্ত কীর্ত্তি জগতে রাখিয়া হৃদয়েশ স্বামি-সঙ্গিনী হইলেন। যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে,যে পর্য্যন্ত পৃথিবীতে একটীও পরমাণু থাকিবে, সে পর্য্যন্ত জগতে সতীর এই অক্ষয় কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে জ্বলিতে থাকিবে ,প্রতি গৃহে, প্রতি সতীর পবিত্র হৃদয়-ফলকে, বিচিত্র ভাবে ইহা অঙ্কিত থাকিবে, এই সূর্য্য, এই চন্দ্র, এই তারকা-নিকর, এই হিমাচল, অনন্ত কাল সতীর এই মহতী কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এস, এখন আর রোদনে কাজ নাই, এ রোদন, এ বিষাদ, আমাদের জীবনের সঙ্গী, এখন এস, সকলে মিলিয়া পবিত্র দম্পতীর শেষ কার্য্য সমাধা করি। বোধ হয় এতক্ষণ সমুদায় আয়োজন হইয়া থাকিবে।

১ম না। (যশোবন্ত সিংহ ও রামদেবকে লক্ষ্য করিয়া) এখনই এ পাপিষ্ঠ দ্বয়ের উচিত শাস্তি বিধান হোক্।

ভীম। কি দণ্ড সকলের বাঞ্ছনীয়?

কতিপয় না। এখনই মস্তক ছেদন হোক্।

১ম সেনানী। এদের হাত পা বেঁধে সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া হোক্।

বড়শা হস্তে রৌদ্রবেশে ইন্দ্রদমনের প্রবেশ।

ইন্দ্র। (রামদেবকে বড়শা দ্বারা আঘাত করিয়া) বেটা নরাধম!

রাম। বাবা রে, মলেম রে, আমার উচিত শাস্তি হয়েছে। আর কেন? আমারে একেবারে মেরে ফেল।

ইন্দ্র। বেটা পাষণ্ড! তোকে সহস্র আঘাতে বধ করুব। (যশোবন্ত সিংহের প্রতি) বেটা ঘোর পাতকী! এখনো তোর কোন শাস্তি হয় নাই? (জঙ্ঘায় বড়শার আঘাত)

যশঃ। (করুণ স্বরে) মার বাবা, মার।

ব্রহ্ম। কর কি, কর কি? ইন্দ্রদমন! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

ইন্দ্র। (ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে ও দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি কি আর ক্ষান্ত হতে পারি, হায়! আর সহ্য হয় না! পাষণ্ডগণ কুলাঙ্গারেরা উদয়পুর একেবারে ছারখার কল্লে, হেমচন্দ্রকে কোন মতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। হেমচন্দ্রের জন্য আমি কত কষ্ট সহ্য কল্লেম, উন্মত্তের বেশে কত কাল কাটালেম——

শান্তি। (ইন্দ্রদমনের পদতলে পতিত হইয়া) খুড়ো মহাশয়! আপনি কি এখনো আছেন?

ইন্দ্র। (শান্তিরামকে তুলিয়া ব্রহ্মচারীর প্রতি) মন্ত্রী মহাশয়! আপনিও ত প্রাণের ভয়ে এদের জন্য ছদ্মবেশী ব্রহ্মচারী। (ক্রন্দন)

ভীম। (ক্রন্দন করিয়া ব্রহ্মচারীর পদ-তলে পতন) পিতা! আপনি কি এখনও জীবিত আছেন?

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

Printed at the Vina Press,—Calcutta.